ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধ পদত্যাগ ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠা ২০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 6 August 2026, 10th Year, Issue 490, 40 Pages

সিলেটের কন্যা মোহিনী রশিদ এনওয়াইপিডির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পৃষ্ঠা ১৪

বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট ২০২৬, ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২৩ সফর ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯০, পৃষ্ঠা ৪০

জুলাই অভ্যুত্থানের দুই বছর

নতুন সরকার, পুরনো অস্থিরতা বাংলাদেশ এখন কোথায় দাঁড়িয়ে

বিশেষ প্রতিবেদক

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট—বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন একটি তারিখ, যা এখন সরকারিভাবেই "জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস" নামে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। টানা ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা ছাত্র-নেতৃত্বাধীন এক গণআন্দোলনের মুখে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। একটি আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে, তারপর রূপ নেয় সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিবর্তনের এক জাতীয় বিস্ফোরণে। প্রায় দুই বছর পেরিয়ে আজ বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে এক ভিন্ন বাস্তবতায় — একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায়, কিন্তু স্থিতিশীলতা এখনও অধরা।

হাসিনার পতনের পর ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। যার মূল দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সংস্কার আনা, জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, আর একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের পথ তৈরি করা। প্রায় আঠারো মাস ধরে এই অন্তর্বর্তী সরকার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ভারতে হাসিনাকে গণমাধ্যমে কথা বলতে দেওয়ায় বাংলাদেশের ক্ষোভ

বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে গণমাধ্যমের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করার সুযোগ দেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

'ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও দেশের জনগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওই বিবৃতিতে।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের পাঁচই অগাস্ট ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে ভারতে রয়েছেন।

তবে গত দুই বছরের মধ্যে ভার্চুয়ালি হলেও এই প্রথম তিনি সাংবাদিকদের সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

নিউইয়র্কে মেডিকেইড কেলেঙ্কারি

আজ ফ্লাশিং, কাল কি বাংলাদেশি কমিউনিটি?

ইফতেখারুল ইসলাম

নিউইয়র্কের কুইন্সের ফ্লাশিং বহুদিন ধরেই পূর্ব এশীয় অভিবাসীদের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এই এলাকাকে ভিন্ন এক কারণে আলোচনায় নিয়ে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি মেডিকেইডকে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে শত শত মিলিয়ন ডলারের প্রতারণার একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক। আর সেই নেটওয়ার্কের প্রধান লক্ষ্যবস্তু—অভিবাসী কমিউনিটির প্রবীণ সদস্যরা।

নিউইয়র্ক পোস্টের অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, মাত্র এক মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ৭৭টি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার (এসএডিসি) কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এক বছরে এসব কেন্দ্র মেডিকেইড থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিল করেছে, যা পুরো নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার খাতে ব্যয়ের প্রায় ১৪ শতাংশ।

সংখ্যাটি যেমন বিস্ময়কর, বাস্তব চিত্র তার চেয়েও উদ্বেগজনক।

প্রতিবেদকরা যখন সবচেয়ে বেশি অর্থপ্রাপ্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে যান,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

আবদুল এল-সাইয়েদের জয় কী বার্তা দিচ্ছে

মিশিগানের ডেমোক্র্যাটিক সিনেট প্রাইমারি

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রগতিশীল জনস্বাস্থ্যকর্মী আবদুল এল-সাইয়েদ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সিনেট প্রাইমারি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে তিনি ৬০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রচার ব্যয়কে অতিক্রম করে প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসওম্যান হ্যালি স্টিভেন্সকে পরাজিত করেন। স্টিভেন্সের এই ব্যয়ের বেশিরভাগই এসেছিল ইসরায়েলপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এবং অন্যান্য প্রধান সংবাদমাধ্যম বুধবার, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার প্রায়

আবদুল এল-সায়েদ

১২ ঘণ্টা পর এল-সাইয়েদকে বিজয়ী ঘোষণা করে। প্রায় সব ভোট গণনা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সিনেট নিয়ন্ত্রণের লড়াই এখন আরও অনিশ্চিত

মিশিগানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরীণ ভূমিকম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

মঙ্গলবারের ভোট গণনা শেষে বুধবার সকালে যখন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস মিশিগানের ডেমোক্র্যাটিক সিনেট প্রাইমারির ফলাফল ঘোষণা করেছে। এ ফলাফল আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় একটি স্পষ্ট ফাটল রেখার প্রকাশ্য স্বীকৃতি।

ডা. আবদুল এল-সাইয়িদ মাত্র এক শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে (৪৮.৫ শতাংশ বনাম ৪৭.৫ শতাংশ) পরাজিত করেছেন চার-মেয়াদি কংগ্রেসওম্যান হ্যালি স্টিভেন্সকে। এই সামান্য ব্যবধানের জয় এল-সাইয়িদকে নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সাবেক

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN
আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
CAR ACCIDENTS
WORK RELATED ACCIDENTS
SLIP/TRIP & FALLS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
গাড়ি দুর্ঘটনা
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
"HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

Abu Ahmed, Esq.
Usman Ahmed, Esq.
www.ahmedattorneys.com
AHMED LAW FIRM
Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS LAW GROUP

24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS

CALL NOW

718.997.9797

আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- মেলথ ইনস্যুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

আসিফ মুর্তজা

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে হট্টগোল বিশৃঙ্খলায় ‘দুঃখিত লজ্জিত’ রাষ্ট্রপতি

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়োজন করেছিল জুলাই শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে ৩৬ জুলাই নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। সেখানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদ এবং খালেদা জিয়ার ছবি না থাকার অভিযোগে হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা হয়। এ নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আজ বুধবার এ ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানে দেখানো প্রামাণ্যচিত্রে জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়। প্রামাণ্যচিত্রটি শেষ হওয়ার পরেই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তি, শহীদ পরিবারের সদস্য এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীদের একাংশ বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকার অভিযোগ তোলেন। এ নিয়ে হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা হয়। একপর্যায়ে এনসিপির নেতা-কর্মীরা অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে যান।

পরে বিষয়টি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘ভুল তো মানুষ করেই। নিশ্চয়ই ডকুমেন্টারিতে (প্রামাণ্যচিত্র) অনেক ভুল রয়েছে। আবু সাঈদ এই বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি, তাঁর ছবি না থাকলে এটা কোনো ডকুমেন্টারি হলো না। সেখানে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার ছবিও নাই। কিছু ভুল হয়েছে এবং এই ভুল মাননীয় মন্ত্রী জোড় হাতে স্বীকার করে বারংবার ক্ষমা চেয়েছেন। এরপর তো শান্ত হওয়া উচিত। জাতীয় অনুষ্ঠানে এটাকে পুষে রেখে সংসদের মতো ওয়াকআউট করা বাঞ্ছনীয় নয়।’

বিশৃঙ্খলা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আজ এই অনুষ্ঠানটি একটি জাতীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু এখানে যে দৃশ্য দেখলাম, সেটি দেখে অত্যন্ত দুঃখিত, লজ্জিত এবং ব্যথিত হয়েছি। সকালে জাতীয় ঐক্য সহজেই প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু বিকেলের এই অনুষ্ঠানে যা দেখলাম, তা একেবারেই অনভিপ্রেত। এখানে বিদেশিরা বসা ছিলেন, আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম যে, ইংরেজিতেই ভাষণ দেব। বিদেশিরা দেখুক ১৬ বছর আমরা কীভাবে কাটিয়েছি। জাতীয় অনুষ্ঠানে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা মোটেই কাম্য ছিল না। বিদেশিদের সামনে যে নাস্তানাবুদ হলাম, এটি আমাকে খুবই ব্যথিত করেছে।’

হাফিজ উদ্দিন আহমদ

নেতা ও অনুসারীদের আচরণের সমালোচনা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘আমি লক্ষ্যে করেছি, মাননীয় সংসদ সদস্য (এমপি) আখতার হোসেন তাঁর অনুসারীদের প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে নেতাকে তো সহজে অনুসারীরা মানে না। প্রতি মুহূর্তেই তাঁরা যে নেতার চেয়ে বড়, এটা প্রমাণের জন্য মুখিয়ে থাকে। সে কারণেই এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানের এই পরিণতি হলো। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কেউ ভুয়া ভুয়া বলে চিৎকার করে, এগুলো কি মানায়? কবে আমরা শিখব?’

আমরা শৃগালের হাতে মুরগি তুলে দেওয়ার মতো ভুল করেছি: রেজাউল

ঢাকা অফিস

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘আমরা বারবার জীবন দিয়েছি, পঙ্গুত্ব বরণ করেছি, আমাদের সন্তানেরা এতিম হয়েছে, নারীরা বিধবা হয়েছে। এগুলো জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ত্যাগ করেছি, তা পূরণ হয় নাই। কারণ আমরা শৃগালের হাতে মুরগি তুলে দেওয়ার মতো ভুল করেছি।’

রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে বুধবার ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ রেজাউল করীম এসব কথা বলেন।

ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, ‘মানবরচিত তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে জুলাইয়ের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করা বোকামি। মানবরচিত তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে জাতির প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব না। এর জন্য ইসলামই একমাত্র সমাধান। বৈষম্য রোধ করতে, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সংখ্যালঘুদের শান্তি নিশ্চিত করতে ইসলামই একমাত্র পরীক্ষিত পদ্ধতি।’

চরমোনাই পীর বলেন, ‘জুলাই যে সুযোগ তৈরি করেছিল, তা কাজে লাগাতে আমরা ইসলামের ভিত্তিতে একটি সমঝোতা করেছিলাম। এই সমঝোতা যখন সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল তখন স্বার্থান্বেষী মহল ক্ষমতার লোভে আদর্শ ছেড়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

মিশিগানে ‘ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি’র বর্ণাঢ্য বনভোজন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন ‘ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি’র উদ্যোগে বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ আগস্ট (রোববার) বাংলা টাউনখ্যাত ডেট্রয়েটের জেইন ফিল্ডে আয়োজিত এ বনভোজন প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা জামিল মর্তুজা। ময়নুল ইসলাম রাফি ও ছাইফুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় আয়োজিত উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন উপদেষ্টা আকমল খান, প্রবীর রায়, মিনহাজ আহমেদ, শামসুল হক, সাবিনা আক্তারসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল প্রবাসীদের জন্য নানা পদের খাবারের ব্যবস্থা। পাশাপাশি নারী, পুরুষ ও শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নারীরা মিউজিক্যাল পিলো ও চেয়ার সেটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। পুরুষদের জন্য ছিল ফুটবল ও রশি টানাটানির মতো প্রতিযোগিতা। শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজন হয়ে ওঠে আরও আনন্দঘন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টা জামিল মর্তুজা এবং উপদেষ্টা আকমল খান, প্রবীর রায় ও মিনহাজ আহমেদকে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। সংগঠনের প্রতি তাঁদের অবদান ও সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত র‍্যাফেল ড্র। এতে বিজয়ীদের মধ্যে আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন খেলাধুলায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারীদেরও পুরস্কৃত করা হয়।

সমাপনী বক্তব্যে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রবাসে পারস্পরিক সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন করা হয়। বনভোজন সফল করতে যারা শ্রম, সময়, সহযোগিতা ও আন্তরিকতা দিয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান তারা।

1st AIDE
HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION
Maa
USA

সম্পাদকীয়

প্রবাসী কমিউনিটির জন্য একটি কঠিন সতর্কবার্তা

নিউইয়র্কের কুইন্স অভিবাসী সংগ্রাম, পরিশ্রম এবং নতুন জীবনের স্বপ্নের প্রতীক। এশিয়ার নানা দেশের মানুষ এখানে এসে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন। ছোট ব্যবসা, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী অভিবাসী সমাজ।

সাম্প্রতিক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন কুইনসের ফ্লাশিংকে এমন একটি কারণে আলোচনায় এনেছে, যা আমাদের পুরো অভিবাসী সমাজের জন্য গভীরভাবে ভাবার বিষয়। সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার (SADC) কেন্দ্র ঘিরে ওঠা অভিযোগগুলো শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ নয়; এটি আমাদের কমিউনিটির একটি বড় দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে এসেছে—তথ্যের অভাব, অতিরিক্ত বিশ্বাস এবং সরকারি ব্যবস্থার জটিলতাকে ঘিরে তৈরি হওয়া ঝুঁকি।

আমাদের প্রবাসী সমাজে অনেক প্রবীণ মানুষ আছেন, যারা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে পরিবার গড়েছেন। কেউ রেস্টুরেন্টে কাজ করেছেন, কেউ কারখানায়, কেউ ব্যবসা করেছেন, কেউ সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তারা যখন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা বা সামাজিক সহায়তার ওপর নির্ভর করেন, তখন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই মানুষগুলো যদি কোনো প্রতারণার ব্যবস্থার অংশ হয়ে যান—তা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, এটি বিশ্বাসের ওপর আঘাত।

মেডিকেইড কোনো ব্যক্তিগত অর্থের উৎস নয়। এটি করদাতাদের অর্থে পরিচালিত একটি সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, যার লক্ষ্য প্রকৃত প্রয়োজন থাকা মানুষকে সহায়তা করা। যারা যোগ্য, তাদের জন্য এই সুবিধা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু কেউ যদি প্রবীণদের অজ্ঞতা, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা বা বিশ্বাসকে ব্যবহার করে সরকারি অর্থ অপব্যবহারের চেষ্টা করে, তাহলে তার ক্ষতি পুরো সমাজকে বহন করতে হয়। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এই ঘটনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

কারণ আমাদের সমাজেও অনেক প্রবীণ আছেন, যারা ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ নন। তারা সরকারি চিঠি, স্বাস্থ্যবীমার নিয়ম, আইনি কাগজপত্র বা বিভিন্ন সুবিধার শর্ত নিজেরা বুঝতে পারেন না। ফলে তারা অনেক সময় পরিচিত ভাষাভাষী মানুষ, দালাল, তথাকথিত পরামর্শদাতা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কথার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। এই নির্ভরতাই কখনো কখনো ঝুঁকিতে পরিণত হয়। কেউ যদি বলে—"এটা সরকারি সুবিধা, শুধু সই করুন", "আপনার কোনো সমস্যা হবে না", "মাসে কিছু টাকা পাবেন"—তাহলে প্রশ্ন করা জরুরি। নিজের নামে কী কাগজ জমা হচ্ছে, কী সেবার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, কোথায় আপনার তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে—এসব জানার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

বিশেষ করে প্রবীণদের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সন্তানরা কর্মব্যস্ততার কারণে বাবা-মায়ের সরকারি কাগজপত্র বা স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্যের ওপর ছেড়ে দেন। এই সুযোগে কেউ যেন ভুল তথ্য দিয়ে বা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তাদের ব্যবহার করতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করা পরিবারের দায়িত্ব। তবে এই আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার—কোনো নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী বা অভিবাসী কমিউনিটিকে দোষারোপ করা সমাধান নয়। প্রতারণাকারীর পরিচয় তার অপরাধের পরিচয়; কোনো কমিউনিটির পরিচয় নয়। বরং আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেদের কমিউনিটিকে আরও সচেতন, শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত করা।

আজকের অভিবাসী বাস্তবতায় এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসন নীতি, সরকারি সুবিধা এবং আইনি অধিকার নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক মানুষ ভয়ে বা অজ্ঞতায় ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে সঠিক তথ্যই সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। আমাদের কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমের এখন একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। শুধু অনুষ্ঠান আয়োজন নয়, মানুষের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া, সরকারি সুবিধার সঠিক ব্যবহার বোঝানো এবং প্রতারণার লক্ষণ চিহ্নিত করতে সাহায্য করাও কমিউনিটি নেতৃত্বের অংশ হওয়া উচিত।

প্রবাসে শুধু অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; আমাদের নিজেদের মানুষদের রক্ষা করতেও হবে। বিশেষ করে সেই প্রবীণদের, যারা আমাদের কমিউনিটির ভিত্তি তৈরি করেছেন।

ফ্লাশিংয়ের ঘটনা প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের জন্যও একটি বার্তা—বিশ্বাস করুন, কিন্তু যাচাই করে; সাহায্য নিন, কিন্তু নিজের অধিকার জেনে; এবং নীরব থাকবেন না, যদি কোথাও কোনো অসঙ্গতি দেখতে পান।

আওয়ামী লীগের পরিণতি অন্যদের জন্যও শিক্ষণীয়

হাসান মামুন

ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিনষ্ট হলে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, তার উদাহরণ অনেক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চরম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে। ১৯৯০ সালেও সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে একটি সরকারের পতন ঘটে। তবে তাতে ঘটেছিল অনেক কম রক্তক্ষয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি উপায়ও বের করা হয় আলোচনার মাধ্যমে। গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনেও খুব কম সময় নিয়েছিল তখনকার অন্তর্বর্তী সরকার।

সর্বশেষ অন্তর্বর্তী সরকারটি দেড় বছরের মতো সময় নিয়েছে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য। ক্ষমতাচ্যুতদের অপরাধী অংশের বিচার ও রাষ্ট্র সংস্কার এগিয়ে নিতে গিয়ে নির্বাচন আয়োজনে বেশি সময় লেগেছে বলা হলেও এতে সবাই একমত হবেন না। তা সত্ত্বেও প্রায় সবাই বলবেন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিয়েই বিদায় নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো নির্বাচন সম্ভবপর ছিল না।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা সময়টি নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। একেক পক্ষ একেকভাবে মূল্যায়ন করবে; সেটাও স্বাভাবিক। ইতোমধ্যে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ায় তাদের কাজেরও কিছুটা মূল্যায়ন হবে। কোন সরকার কেমন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা মাথায় রেখে মূল্যায়ন করাই সংগত। প্রেক্ষাপট মূল্যায়নে অবশ্য সবাই একমত হবেন না।

কী হতে পারত, সে দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেকে আলোচনা করে থাকেন। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় যান অনেকে। সে ক্ষেত্রেও বলতে হয়, একেক দেশের পরিস্থিতি আলাদা। গণঅভ্যুত্থানের কারণও অভিন্ন নয়। তা ছাড়া একেক দেশে একেক শক্তি নেতৃত্ব দিয়েছে গণঅভ্যুত্থানে। সেটা প্রতিহত করতে সবখানে আবার একই রকম শক্তি প্রয়োগ করা হয়নি। গণঅভ্যুত্থানের পর একেক দেশে একেক পক্ষ এসে মাঠ দখল করেছে। একেক দেশ আবার একেক প্রক্রিয়ায় গেছে উত্তরণের দিকে। কোনো কোনো দেশ গণতন্ত্রে ফিরতে না পেরে ডুবেছে নতুন সংকটে।

বাংলাদেশে তেমন কিছু ঘটেনি বলে কাকে 'ধন্যবাদ' দিতে হবে, সেটা অবশ্য বলা মুশকিল। মোটাদাগে এ দেশের মানুষ অনুমোদন করেনি অরাজকতা; সাড়া দেয়নি নিয়মতান্ত্রিক উপায় বিসর্জনের ডাকে। ক্ষমতাচ্যুতদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও তারা ভালোভাবে নেয়নি। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ফল এর প্রমাণ। মাঠে থাকা একটি মধ্যপন্থি দলকেই জনগণ জয়যুক্ত করেছে এই ভরসায় যে, তাতে দেশটির অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র অন্তত অক্ষুণ্ন থাকবে।

'উদারপন্থি' বলে পরিচিত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বারবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে অবনমন ঘটিয়েছে, সে জন্য একাধিকবার হোঁচট খেয়েছে তারা। জাতিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আওয়ামী লীগে অনুশোচনা ও শিক্ষা গ্রহণের লক্ষণ অবশ্য অনুপস্থিত। প্রথমবার নিজেরাই নিজেদের বিলুপ্ত করে আশ্রয় নিয়েছিল একদলীয় ব্যবস্থায়। দ্বিতীয়বার গণঅভ্যুত্থানকারীরা এসে 'কার্যক্রম নিষিদ্ধ' করে দলটিকে সোপর্দ করেছে বিচারে। এমন পদক্ষেপে অবশ্য সবাই একমত নন। তবে এ অবস্থায় দলটির পক্ষে নতুন করে সংগঠিত হয়ে শিগগিরই রাজনীতিতে ফেরা কঠিন বলেই প্রতীয়মান।

এমন পরিণতি থেকে মাঠে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ মেয়াদের পর মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে অগণতান্ত্রিক যা কিছু করেছে, সেগুলো সতর্কভাবে পরিহার করা উচিত বিশেষত ক্ষমতাসীনদের। সম্পূর্ণ নতুন ধারায় চলা অবশ্য সুকঠিন। সে ক্ষেত্রে যে অপরাধটি থেকে শত হাত দূরে থাকতে হবে, তা হলো নির্বাচন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ। এটাকে শক্তিশালী করতে যা যা প্রয়োজন, সেসব বরং করতে হবে। পাকিস্তান আমলেও কিন্তু বিতর্কমুক্ত নির্বাচন হতো; এমনকি যখন নির্বাচন কমিশন কিংবা নির্বাচনী আইন বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না। নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের পরাস্ত হতেও দেখা যেত। দুর্ভাগ্য, গণতন্ত্রের জন্য জরুরি ন্যূনতম এ প্রক্রিয়াও আমরা নষ্ট করেছি ১৯৭৩ সাল থেকে।

> গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তার ওপরও যেন ক্ষমতাচ্যুত সরকারের ছায়া এসে না পড়ে। রাষ্ট্র সংস্কারে কত দিনে কতখানি অগ্রগতি হবে কে জানে! তবে জনগণ যেন দেখতে পায় সরকারের স্বচ্ছতা আর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তার জবাবদিহি।

এ দেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জরুরি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটি উচ্ছেদ না করলে শেখ হাসিনা সরকারকে অন্যান্য অপকর্মে জড়াতে হতো না, এটা স্পষ্টভাবেই বলা যায়। একটা পর্যায়ে এসে প্রকৃত বিরোধী দলকে সংসদে এনে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের দিকে যাওয়ার সুযোগটিও হারান তারা। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের পথও ধরতে হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থান সত্ত্বেও অর্থনীতিতে থেকে গেছে দগদগে ক্ষত। অর্থনীতির শরীর থেকে সেই সব ক্ষত সারানোও কঠিন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, উত্তরণের দিকে যেতে লেগে যাবে কয়েক বছর।

গণতন্ত্রে উত্তরণ করা গেছে, এটা অবশ্য কম নয়। মাঝে এমন শঙ্কাও জন্মেছিল, গণতন্ত্রে উত্তরণ বুঝি অনিশ্চিত। একটা সময়ে তাই সংস্কার আলোচনার বদলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকেও জোর দেওয়া শুরু হয় নির্বাচন আয়োজনে। এর ভেতর দিয়ে যে সরকার এসেছে, তার অবশ্য দায়িত্ব রয়েছে সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে, সন্দেহ নেই। ভালো যে, তাদের সঙ্গে সংসদে উপস্থিত বিরোধী দলগুলোরও কিছু ঐকমত্য রয়েছে। সেগুলো ধরে সংস্কারের পথে এগিয়ে যেতে বাধা নেই। তবে সরকারপক্ষে সেই মনোভাব দুর্বল বলে হতাশা বেড়েছে তাদের মধ্যে, যারা নির্বাচনী গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি কিছু চান। কেবল গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পালাবদল তাদের তুষ্ট করতে পারছে না।

সামনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। এর বিভিন্ন স্তরে সেটা হবে দীর্ঘদিন ধরে। আমরা দেখতে চাইব, কেমন স্থানীয় নির্বাচন হয়। দলীয় প্রতীকের বাইরে এ নির্বাচনকে 'অধিকতর অংশগ্রহণমূলক' করা সম্ভব। এটিকে সহিংসতামুক্ত রাখার পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের দায়িত্বই বেশি। এসব নির্বাচন কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনেই হবে। জাতীয় নির্বাচনও দলীয় সরকারের অধীনে হওয়াটা নিয়ম– দুনিয়াজুড়ে। এই কাজে আমরা যে শুরু থেকে ব্যর্থ, সেটা আগেই বলা হয়েছে। এখন দেখা যাক, অন্তত স্থানীয় নির্বাচনটি সরকার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে কিনা। এতে আর যা-ই হোক, সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তারপরও এর মধ্য দিয়ে নতুন সরকারের পারফরম্যান্সের এক ধরনের মূল্যায়ন হবে। সেদিক দিয়েও এটাকে সরকারের জন্য পরীক্ষা বলা যায়।

সংবাদমাধ্যমকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দিলে তারাও দেশের সত্যিকার পরিস্থিতি, এমনকি জনপ্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে সক্ষম। পেশাজীবী সংগঠনগুলোও যেন সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকার না হয়ে কাজ করতে পারে। তাহলে খাতওয়ারি সমস্যাগুলো ঠিকমতো জেনে সময়মতো 'অ্যাড্রেস' করতে পারবে সরকার। ছোট-মাঝারি খাত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর অনেক সময় শোনা যায় না বড়দের কোলাহলে। ক্ষমতাসীন দল জনসম্পৃক্ত হলে সেই সব কণ্ঠস্বরও সরকারের উচ্চস্তরে এসে পৌঁছাতে পারবে।

গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তার ওপরও যেন ক্ষমতাচ্যুত সরকারের ছায়া এসে না পড়ে। রাষ্ট্র সংস্কারে কত দিনে কতখানি অগ্রগতি হবে কে জানে! তবে জনগণ যেন দেখতে পায় সরকারের স্বচ্ছতা আর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তার জবাবদিহি। মেয়াদ শেষে দেশের মালিক জনগণের সামনে এসে যেন দাঁড়াতে পারে সরকার– সাহসের সঙ্গে। সেটাই বড় কথা।

সাংবাদিক, কলাম লেখক

৮৫০ আসনের লোকসভা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি

শশী থারুর

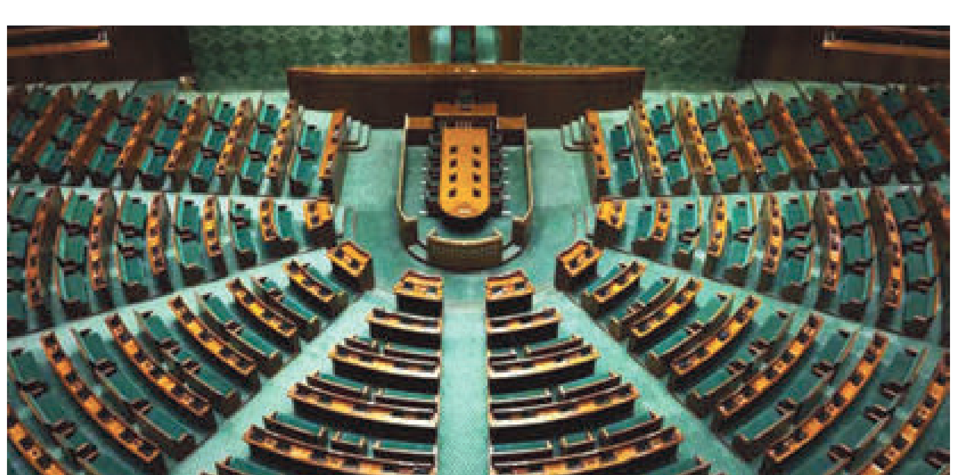

সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার আসন সংখ্যা একলাফে বাড়িয়ে ৮২৪ বা ৮৫০ করার লক্ষ্যে সরকার একটি সংশোধিত সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেওয়ার যে দৃঢ়সংকল্প দেখাচ্ছে, তা ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনছে। সরকার এর পক্ষে মূল যুক্তি হিসেবে যা বলছে তা পুরোপুরি গাণিতিক। তাদের মতে, ১৯৭২ সালে নির্ধারিত ৫৪৩টি আসনের সীমায় নিম্নকক্ষকে আর আটকে রাখা সম্ভব নয়। কারণ তার পর থেকে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। অথচ বাহ্যিকভাবে গণতান্ত্রিক বলে মনে হওয়া এই যুক্তির গভীরে লুকিয়ে রয়েছে বড় এক বিপদ।

আসন্ন সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন– এর ফলে বিশেষ করে সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং একই ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়কে তুলনামূলক অতিরিক্ত পুরস্কৃত করা হবে। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হবে তীব্র রাজনৈতিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় টানাপোড়েন। এসবের মাঝে একটি মৌলিক প্রশ্ন অনালোচিতই থেকে যাচ্ছে। সেটি হলো, এত সুবিশাল এবং কাঠামোগতভাবে নিয়ন্ত্রণহীন একটি আইনসভা গড়ে তোলার আদৌ কি কোনো মানে আছে? বিশ্বের কোনো প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রই তা করে না।

প্রতিটি পরিপক্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ বিষয়টি মেনে চলে– কোনো সংসদকে এমন একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, যাতে প্রকৃত আইন-সংক্রান্ত পর্যালোচনা, অর্থবহ বিতর্ক এবং প্রত্যেক সদস্যের স্বতন্ত্র অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং এর বৈশ্বিক চর্চা বারবার এটিই প্রমাণ করেছে– একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে কোনো আইনসভা আর বিতর্ক ও আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে না। বরং তা এক বিশৃঙ্খল ও বিশাল এক রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়, যেখানে গুটিকয়েক লোক কথা বলেন, আর বাকিরা নিছক নিষ্ক্রিয় দর্শক বা ভোটিং মেশিনের সংখ্যায় পরিণত হন।

১৯২৯ সালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি, তখন আইন করে সে দেশের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের আসন সংখ্যা ৪৩৫-এ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। আজ যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা তার প্রায় তিন গুণ; সাড়ে ৩৩ কোটিরও বেশি। অথচ তাদের প্রতিনিধিসভার আকার এখনও ৪৩৫ রয়ে গেছে। মার্কিনিরা বোঝেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ালে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়বে। তাই আসন না বাড়িয়ে প্রত্যেক প্রতিনিধি কেবল বড় একটি ভোটার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শাসনের এই ঘাটতি মেটাতে তারা দক্ষ স্থানীয় কর্মী, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত কমিটি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেন। ভারতের সংসদ সদস্যরা একই পথ অনুসরণ করতে পারেন।

৮৫০ সদস্যবিশিষ্ট একটি লোকসভার বাস্তব ফলাফল ব্যক্তি-আইনপ্রণেতাদেরও জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। সাধারণ একটি সংসদীয় অধিবেশনে সময় অত্যন্ত সীমিত। প্রতিদিনের প্রশ্নোত্তর পর্ব কিংবা কোনো জটিল বিলের ওপর সাধারণ আলোচনার কথাই ধরা যাক। একটি বিতর্কের জন্য যদি চার ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয় এবং দলীয় শক্তির ভিত্তিতে সেই সময় বণ্টন করা হয়, তবে ৮৫০ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ জন এমপি এতে অংশ নিতে পারবেন। বাস্তবে পেছনের সারির সংসদ সদস্য এবং ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিরা কথা বলার সুযোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাবেন।

সংসদের অতিরিক্ত আকারের কারণে বিপুলসংখ্যক এমপি তাদের পুরো পাঁচ বছর মেয়াদে কোনো একটি প্রশ্ন করা, কোনো বেসরকারি বিল উত্থাপন করা বা কোনো অর্থপূর্ণ বিতর্কে অংশ নেওয়ার সুযোগই পাবেন না। তারা স্রেফ নীরব পুতুলে পরিণত হবেন; দলের নির্দেশে কেবল হাত তুলবেন। এটি ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার বিদ্যমান উদ্বেগজনক প্রবণতাকে আরও জটিল করে তুলবে, যা ইতোমধ্যে সংসদের সংকোচনশীল ভূমিকা এবং সিস্টেমিক অধঃপতনের মধ্যে দৃশ্যমান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বছরপ্রতি সংসদ সচল থাকার দিনের সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে, যেখানে স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনা ছাড়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে ধ্বনি ভোটে বিল পাস হয়ে যাচ্ছে এবং বিরোধী দলকে প্রায়ই কোণঠাসা করা হচ্ছে। সংসদে শত শত নতুন সদস্যের ভিড় জমিয়ে প্রতিষ্ঠানটির এই প্রান্তিকীকরণকে আরও ত্বরান্বিত করা হবে, যেখানে সংখ্যার নিচে গুণগত মান সম্পূর্ণ চাপা পড়বে।

লোকসভাকে ৮৫০ আসনে বিস্তৃত করার এই প্রস্তাব এমন এক সংসদ তৈরি করবে, যা শাসনের প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং সরকারের কথার প্রতিধ্বনি করার মঞ্চ বা ইকো চেম্বারে পরিণত হবে। আমরা যখন নিজেদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, তখন বুঝতে হবে, প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব লুকিয়ে আছে বিতর্কের গুণমান, সংসদীয় কমিটির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোর ক্ষমতায়নের মধ্যে। গণতান্ত্রিক আলোচনাকে ফাঁকা নাটকে রূপান্তরকারী কোনো বিশালাকার কক্ষে তার অস্তিত্ব থাকে না।

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী; বর্তমানে কংগ্রেসদলীয় সংসদ সদস্য

গাছ কেটে কিসের উন্নয়ন

মৃত্যুঞ্জয় রায়

বুঝতে পারছি না, দেশে হচ্ছেটা কী! গত মাসেই কয়েকটা খবর দেখলাম গাছ কাটার। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৫৪টি পরিণত বড় গাছ কেটে ফুটপাত ও রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতিমধ্যে তিন বছর আগে রোপণ করা ৫৪টি গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, রাস্তা প্রশস্ত ও ফুটপাত করার জন্য গাছগুলো কাটা না, সরানো হচ্ছে, এখান থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় লাগানো হচ্ছে।

পরিবেশ ধ্বংস করে সৌন্দর্যবর্ধনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থী ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ক্যাম্পাসের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অবিলম্বে গাছ উপড়ানো বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব বিকল্প উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবিতে ক্যাম্পাসের কদমতলায় মানববন্ধন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট থেকে কদমতলা পর্যন্ত ফুটপাত নির্মাণের অংশ হিসেবে তিন বছর আগে রোপণ করা ৫৪টি গাছ তুলে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া 'চির উন্নত মম শির' ভাস্কর্য এলাকা থেকে প্রথম গেট পর্যন্ত আরও ১০০টি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। কাটা পড়ার তালিকায় রয়েছে জারুল, সোনালু, ছাতিম, তাল, খেজুর, কৃষ্ণচূড়াসহ অন্তত ১৩ বছর বয়সী বিভিন্ন প্রজাতির পরিণত বড় গাছ। ২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিতভাবে এসব গাছ রোপণ করা হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে যাতায়াত ও ফুটপাত নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প জায়গা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন পরিবেশের ওপর অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। তাঁদের ভাষ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে সবুজবেষ্টনী সংরক্ষণ সবচেয়ে জরুরি। অথচ সৌন্দর্যবর্ধনের নামে পরিপক্ক গাছ কেটে কংক্রিটের অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়েছে প্রশাসনের একধরনের দ্বিমুখী নীতি। একদিকে শতাধিক গাছ কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সম্প্রতি প্রশাসন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে অনুমতি ছাড়া ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নতুন বৃক্ষরোপণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। শিক্ষার্থীরা এ সিদ্ধান্তকে প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন গাছ লাগিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তবে শিক্ষার্থীরা তা অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের মতে, একটি পরিপক্ক গাছের পরিবেশগত, প্রতিবেশগত ও জীববৈচিত্র্যগত অবদান কখনোই সদ্য রোপণ করা চারা গাছ দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা অবিলম্বে গাছ কাটা বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব বিকল্প পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন।

একটা গাছ বড় করতে লাগে ৪০-৫০ বছর, আর তাকে হত্যা করতে সময় লাগে ৫০ মিনিট। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বলছেন, সেখানকার কিছু কিছু গাছের বয়স ১৩ বছর। দুর্মুখরা হয়তো বলবেন—'একটা কেটে তো তিনটা গাছ লাগাচ্ছি, তাতে অসুবিধাটা কোথায়? তিনটার একটা মরলেও তো দুটো গাছ বেঁচে থাকবে। তাতে তো গাছের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।' সেই নির্বোধদের আমি বোঝাতে পারব না যে ছোট চারা গাছটার ওরকম বড় হতে সে রকম সময়ই দিতে হবে। আজ একটা বড় গাছ যে পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়ছে, সেই পরিমাণ অক্সিজেন পেতে আমাদের সেই ৪০-৫০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তত দিনে আমাদের সংখ্যা ও অক্সিজেনের চাহিদাও বাড়বে। ও রকমের বড় একটা গাছই আমাদের মতো চারজন বড় মানুষের বার্ষিক অক্সিজেন চাহিদার প্রায় সমপরিমাণ অক্সিজেন দিতে পারে।

জানি, এসব হিসাব যাঁরা গাছ কাটছেন, তাঁদের মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় উদ্ভিদবিজ্ঞানের মানুষ। তিনি নিশ্চয়ই জানেন এর গুরুত্ব ও গাছ স্থানান্তরের সঠিক পদ্ধতি। নতুন গাছ লাগানো ভালো কথা, কিন্তু পুরোনো গাছগুলো রক্ষাও আমাদের দায়িত্ব। বিদেশে অনেক বড় বড় গাছ রক্ষার জন্য মিলিয়ন ডলারও খরচ করা হয় প্রাচীন গাছের গুরুত্ব অনধাবন করে। তাদের সে কৌশল, যন্ত্রপাতি ও দক্ষতা আছে। একটি বড় গাছ তুলে অন্য এক জায়গায় লাগানোর মতো সে রকম দক্ষতা ও পারদর্শিতা এবং সক্ষমতা কি আমাদের আছে? এর অভাবে গাছ তোলা হবে, ঢাকঢোল পিটিয়ে সেসব বড় গাছকে লাগানোও হবে। কিন্তু কয়টি বেঁচে থাকবে, সেটাই বড় কথা।

বড় গাছ স্থানান্তর বা প্রতিস্থাপনের জন্য শিকড় ছাঁটাই, ট্রি স্পেড বা ক্রেনের সাহায্যে যান্ত্রিকভাবে উত্তোলন এবং সতর্কতার সঙ্গে পরিবহন করা দরকার হয়। এ কাজ করার ধাপগুলো হলো রুট বল প্রস্তুত করা, উপযুক্ত আকারের নতুন গর্ত খোঁড়া ও স্থানান্তরের পর প্রচুর পরিমাণে গাছের গোড়ায় পানি দেওয়া। যে গাছটি তোলা হবে, তোলার কয়েক মাস আগে তার চারপাশে নালার মতো গর্ত করে ধীরে ধীরে দিনের পর দিন গাছের ছোট শিকড়গুলো ছেঁটে ফেলতে হয়। এভাবে বেশ কয়েক দিন ধরে গাছের শিকড়গুলো মাটি থেকে পৃথক করে শিকড়াঞ্চলের স্বল্প পরিমাণ মাটি নিয়ে একটা পিণ্ড বা বলের মতো তৈরি করতে হয়। চট বা অনুরূপ কোনো বস্তু দিয়ে সেই পিণ্ড মুড়ে ফেলতে হয়। একই সময়ে গাছের ওপরের ডালপালা পর্যায়ক্রমে ছাঁটতে হয়। এভাবে গাছটি যাতে তোলার ধকল সইতে পারে, সে জন্য দিনের পর দিন সে গাছের সহ্যক্ষমতা বুঝে এসব কাজ করতে হয়। ক্রেন দিয়ে গাছটির গুঁড়ি বেঁধে তুলে ফ্ল্যাট বেড ট্রাকে করে রোপণের স্থানে স্থানান্তর করতে হয় এবং আগে করে রাখা গর্তে সেটি লাগিয়ে তার পরিচর্যা করতে হয়। আমি জানি না যে সেখানে এসব কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে বা হচ্ছে কি না। হলে সেসব গাছ মরবে কেন?

এটি শুধু জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা না। অহরহ উন্নয়নের নামে রাস্তা ও স্থাপনা নির্মাণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। সম্প্রতি সৈয়দপুরে ৩৩টি শতবর্ষী গাছ কাটার উদ্যোগ নিলে তা নিয়ে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হয়। কয়েক দিন আগে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বনভূমি উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০টি ফল ধরা কমলাগাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছে।

খুশির কথা, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় গাছ না কেটে সড়ক নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশনায় কক্সবাজারে ৩ হাজারের বেশি গাছ না কেটেই নির্মাণ করা হচ্ছে মেরিন ড্রাইভের চার লেনের সড়কটি। তাহলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটপাত নির্মাণের জন্য গাছগুলো কেন সরাতে হবে? রাস্তার পাশে সারি করে লাগানো গাছগুলোকে সেভাবে রেখে একটু দূর দিয়ে ফুটপাত করা গেলে সেসব গাছের ছায়ায় পথচারীরা হেঁটে বরং বেশি খুশি হবেন। সিলেটে শাহজালালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সড়কের পাশে লাগানো বৃক্ষের দীর্ঘ সারি যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনি পথিকের জন্য প্রশান্তিময়। আমরা কি গাছগুলো সেভাবে রেখে ফুটপাতের পরিকল্পনা করতে পারতাম না?

এ ঘটনা বন্ধ হলেও আমি নিশ্চিত কয়েক দিন পর দেশের অন্য কোনো স্থানে আবার গাছ কাটার ঘটনা ঘটবে। তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভেতর গাছপালা কেন কাটা পড়ে বা কাটা হয়, সেটি বোধগম্য হয় না। তাহলে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির সময় যে মাস্টারপ্ল্যান করা হয়েছিল, সেখানে কেন এসব ত্রুটি রেখে তা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হলো? মূল গলদটা বোধ হয় ওখানেই। আমরা আসলে কোনো কিছুর পরিকল্পনাটাই ভালোভাবে করতে শিখিনি। ভালো থাকার জন্য উন্নয়ন, আর জীবনের জন্য গাছ। গাছ কেটে জীবন মেরে সে উন্নয়ন আমাদের কোন কাজে আসবে? কোনো কোনো দেশে যেকোনো গাছ কাটার আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারের অনুমতি নিতে হয়। ভাগ্যিস, সাধারণ গাছ কাটার বেলায় আমাদের ওসব লাগে না! তাই আমরা যে যা খুশি করতে পারি।

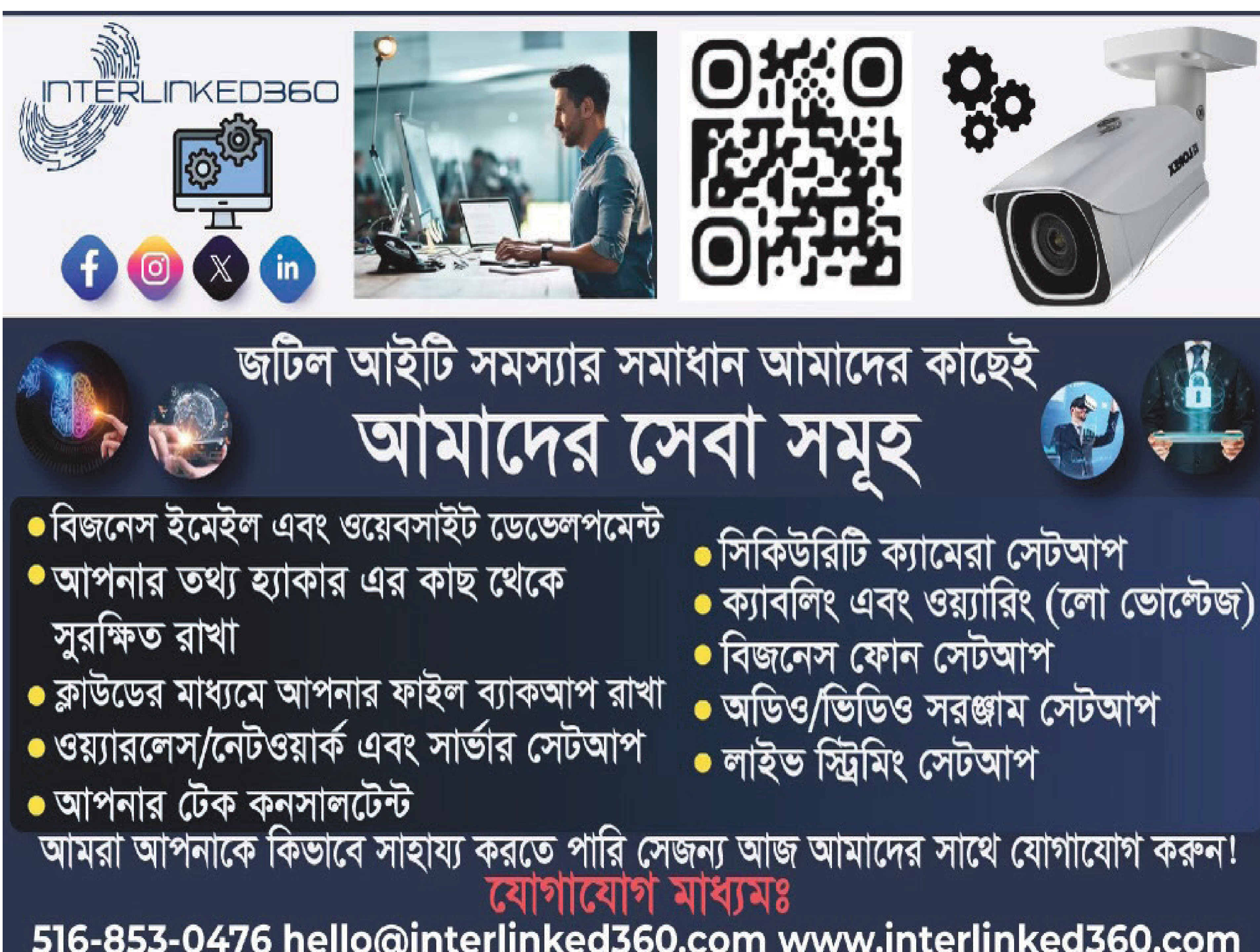

ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও ফজীলত

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তন্মধ্যে ফজরের ছালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা ঈমান ও নিফাক্বের পার্থক্য নিরূপণকারী ছালাত। কেবল প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিরাই এই ছালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হ'তে পারেন; মুনাফিক্বদের কাছে এটি কঠিন মনে হয়। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বহু মুসলিম এই মহামূল্যবান ইবাদতের গুরুত্ব অনুধাবন না করে ফজর ছালাতে চূড়ান্ত গাফেলতি করেন, ফলে তারা নিজেদের অজান্তেই অসংখ্য বরকত, নিরাপত্তা ও নাজাতের পথ থেকে বঞ্চিত হন। মানুষ স্বভাবতই নিরাপত্তাকামী; নিজের জীবন, পরিবার, সম্মান ও রিযিকের নিরাপত্তার জন্য আমরা প্রভাবশালী মানুষের সুপারিশ খুঁজি, ক্ষমতাধরদের ছত্রচ্ছায়ায় থাকতে চাই। অথচ মুমিনের জীবনে ফজরের ছালাত হ'ল সেই ইলাহী চুক্তিনামা, যার মাধ্যমে প্রতিদিন ভোরে আল্লাহ্র সাথে নিরাপত্তার চুক্তি নবায়ন করা হয়। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে আল্লাহ্র যিম্মায় চলে এল, সুতরাং আল্লাহ যেন তার কাছে জামানতের কিছু দাবী না করেন, কারণ যার কাছেই তিনি জামানতের কিছু দাবী করবেন তাকে পাকড়াও করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৫৭)। যিনি তীব্র ঘুম আর আরামের বিছানা ত্যাগ করে কনকনে শীত বা বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভোরে আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন, আল্লাহ তাকে তাঁর বিশেষ নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে নেন। ছাহাবী হারেছ ইবনে হাসসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিয়ের পরদিন সকালেই ফজরের ছালাতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, যে স্ত্রী তাকে ফজরের জামা'আত থেকে বাধা দেয় সে মন্দ স্ত্রী (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩২৩১০)।

ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর সেদিন মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হবে আলোর। রাতের অন্ধকার মাড়িয়ে যারা ফজরের ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যান, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলোর সুসংবাদ দিয়েছেন। বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদের ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদিস নং ৫৬১; সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২২৩)। হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী বলেন, ফজর ও এশার সময় মসজিদে হেঁটে যাওয়া অধিক কষ্টসাধ্য বলেই এ আমলে পূর্ণাঙ্গ নূরের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেন, সালাফগণ মনে করতেন অন্ধকার রাতে ছালাতের জন্য হেঁটে যাওয়া জান্নাত লাভের কারণ।

মানুষ বড়ই দুর্বল, সারারাত জেগে ইবাদত করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আল্লাহ এমন সুযোগ রেখেছেন যাতে ঘুমিয়েও সারারাত ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায়। ওছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করল, আর যে ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন সারারাত দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করল (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৫৬)। তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.)-এর মুক্তদাস বারদ (রহ.) বলেন, গত চল্লিশ বছর ধরে যখনই আযান দেওয়া হয়েছে তখনই সাঈদ মসজিদে উপস্থিত ছিলেন।

ফজর ও আছর ছালাতে অগণিত ফেরেশতা মুমিনদের ইবাদতের সরাসরি সাক্ষী হন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফেরেশতামন্ডলী পালাবদল করে আগমন করেন, ফজর ও আছরের ছালাতে উভয় দল একত্র হন এবং প্রতিপালকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা তাদের ছালাতরত অবস্থায় রেখে এসেছি (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৩২)। সূরা বানী ইসরাঈলের ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ফজরের ছালাত সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়। শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী বলেন, এতে দীর্ঘ কুরআন তেলাওয়াতের কারণে রাতের ও দিনের ফেরেশতা উভয়েই উপস্থিত থাকেন।

হজ্জ-ওমরাহ্র নেকী পাওয়ার সুযোগও ফজর কেন্দ্রিক আমলে নিহিত। উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পবিত্র হয়ে ফরয ছালাতের জন্য মসজিদে গমনকারীর প্রতিদান ইহরাম পরিহিত হাজ্জীর ন্যায়, আর চাশতের ছালাতের জন্য গমনকারীর প্রতিদান ওমরাহ পালনকারীর ন্যায় (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদিস নং ৫৫৮)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, যে জামা'আতে ফজর আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিকিরে মশগূল থেকে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরাহ্র নেকী রয়েছে (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ৫৮৬)। জাবের ইবনু সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের পর সূর্য ভালোভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত মুছাল্লায় বসে থাকতেন (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৭০)।

জান্নাত লাভের নিশ্চয়তাও ফজরের মাঝে নিহিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে দুই ঠান্ডার সময়ের ছালাত অর্থাৎ ফজর ও আছর আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৩৫)। জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা, আর এর অন্যতম শর্ত ফজর ও আছর আঁকড়ে ধরা। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ণিমার চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবকে এভাবেই দেখতে পাবে, অতএব সূর্যোদয়ের আগের ও সূর্যাস্তের পরের ছালাত আদায়ে পরাজিত হয়ো না (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৩৩)।

ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাতের মর্যাদাও অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম, এবং এটি আমার কাছে সমগ্র দুনিয়ার সম্পদের চেয়েও প্রিয় (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৭২৫)। মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নফল ইবাদতের মধ্যে ফজরের দুই রাক'আতের মতো আর কিছুর প্রতি এত গুরুত্ব দিতেন না (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১১৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৭২৪)।

জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা লাভের নিশ্চয়তাও ফজর ও আছরের সাথে জড়িত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে ছালাত আদায় করবে সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৩৪)। আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, ফজর ঘুমের সময় আর আছর ব্যস্ততার সময় হওয়ায় এ দুই ছালাত সংরক্ষণকারীর অন্যান্য ছালাতের প্রতিও যত্নশীলতা প্রতীয়মান হয়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুলায়মান ইবনে আবী হাছমাহকে ফজরে না দেখে বলেছিলেন, ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করা আমার কাছে সারারাত নফল ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয় (মুয়াত্তা মালিক, হাদিস নং ৩০১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৪৬৫৫)।

আজকাল আমাদের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ 'বরকত'-এর অভাব; এর মূল কারণ দিনের সবচেয়ে বরকতময় সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করা। ছাখর আল-গামেদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দো'আ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের বরকত দান করুন, এবং তিনি বাহিনী প্রেরণ করলে ভোরেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী ছাখর নিজে ভোরে পণ্য পাঠিয়ে সম্পদশালী হয়েছিলেন (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদিস নং ২৬০৬; সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ১২১২)। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে ফজরের পর ঘুমাতে দেখে বলেছিলেন, তুমি কি এমন সময় ঘুমাচ্ছ যখন রিযিক বণ্টন করা হয়? যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সন্তানদের ফজরের পর ঘুমাতে নিষেধ করতেন, এবং উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহ.) বলতেন, কেউ সকালে ঘুমায় শুনলে তার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, ফজরের পরের ঘুম রিযিককে বাধাগ্রস্ত করে, কারণ এটি রিযিক বণ্টনের সময়।

জীবনের যে সময়টুকু অবহেলায় পার হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাই, এবং আজ থেকেই ফজর ছালাতকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করি, যাতে প্রতিদিনের ভোরের স্নিগ্ধতায় আমরা আল্লাহ্র রহমত, নিরাপত্তা ও জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে দিনের সূচনা করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, বিশেষ করে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

আজান ইকামাতের গুরুত্ব ও ফজীলত

মাওলানা ওসামা বিন আমীন

আযান ইসলামের অন্যতম নিদর্শন এবং মহান আল্লাহ্র একত্ব ও বড়ত্বের সুমধুর ঘোষণা। প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা এই সুললিত ধ্বনি মুমিনের হৃদয়ে ঈমানের জোয়ার বয়ে আনে এবং মানুষকে শাশ্বত কল্যাণ ও চিরন্তন সফলতার দিকে নিরন্তর আহবান জানায়। আযান ও ইক্বামত মহান আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত প্রিয়, আর যে ব্যক্তি আযানের জবাব দেয় সেও আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর যতদূর পৌঁছায়, ক্বিয়ামতের দিন জিন-ইনসানসহ সব সৃষ্টি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। 'আযান' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ঘোষণা করা, অবহিত করা বা ছালাতের আহবান জানানো, আর পারিভাষিক অর্থে শরী'আত নির্ধারিত আরবী বাক্যসমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছালাতের আহবান করাকে আযান বলা হয় (ফিক্বহুস সুন্নাহ; আল-মাওসূ'আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ)। শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, আযান হচ্ছে ছালাতের সময় শুরু হওয়ার পর তা জানানোর জন্য নির্দিষ্ট যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করা (আশ-শারহুল মুমতি')।

হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে প্রথম হিজরীতে আযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মুসলিমরা মদীনায় আগমনের পর ছালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হ'তেন, কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল না। এ নিয়ে একদিন বৈঠকে কেউ নাছারাদের ন্যায় ঘণ্টা বাজানোর, কেউ ইহুদীদের মতো শিঙা ফুঁকানোর প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক স্থগিত হয় (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৪)। পরদিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রাব্বিহী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বপ্নে দেখা আযানের বাক্যগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শোনান, তিনি তা সত্যায়ন করে উচ্চকণ্ঠের অধিকারী বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই ধ্বনি শুনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দৌড়ে এসে জানান, তিনিও একই স্বপ্ন দেখেছেন; তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদিস নং ৪৯৯)। অন্য বর্ণনামতে, সেই রাতে মোট এগারো জন ছাহাবী এই স্বপ্ন দেখেছিলেন (মুসনাদে আহমাদ)।

অন্য কোন উম্মতের ওপর আযানের বিধান ছিল কি-না জানা যায় না; বরং এই উম্মতকে ছালাত ফরয করার সাথে সাথে আযানের বিধান দেওয়া হয়েছে। আযান শুরুর পর মদীনার অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা ছালাতের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলাচ্ছলে গ্রহণ করে, কারণ তারা নির্বোধ সম্প্রদায় (সূরা মায়েদা ৫:৫৮)। বিদ্বানগণ বলেন, হিজরতের আগে মক্কায় আযান ছিল না, বরং 'আছ-ছালাতু জামে'আহ' বলে আহবান করা হ'ত; হিজরতের পর ক্বিবলা পরিবর্তনের পর আযানের বিধান চালু হয়। আযান মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ থেকে মুক্ত করে শাশ্বত সাফল্যের দিকে ডাকে। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হ'লে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অনুধাবন কর (সূরা জুমু'আ ৬২:৯)। কবি কায়কোবাদ তাঁর 'আযান' কবিতায় এই সুরের গভীর আবেদন তুলে ধরেছেন, যেখানে আযানের ধ্বনি শুনে হৃদয় আকুল হওয়ার অনুভূতি বর্ণিত হয়েছে।

আযান পৃথিবীর সর্বোত্তম কথাগুলোর অন্যতম, কারণ এতে আল্লাহ্র বড়ত্ব, তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা এবং ছালাতের দিকে আহবান নিহিত। আল্লাহ বলেন, ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার, যে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১:৩৩)। উল্লেখ্য, ছালাতের আহবানের জন্য শুধু আযানই যথেষ্ট; আযানের আগে অতিরিক্ত দো'আ, জাগরণী গান বা 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম' জাতীয় কথা বলা সুন্নাহ পরিপন্থী, এবং রামাযানে সাহারীর সময় সাইরেন বা ঢাক-ঢোল বাজানো জাহেলী রীতি।

আযানের শব্দ শুনলে শয়তান পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে যাতে আযান না শোনে, আযান শেষ হ'লে ফিরে আসে, আবার ইক্বামতের সময় দূরে সরে যায় (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৮; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৮৯)। অন্যত্র তিনি বলেন, শয়তান আযানের ধ্বনি শুনলে 'রাওহা' নামক স্থান পর্যন্ত পালিয়ে যায়, যা মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৮৯)। প্রতিদিন আযানের সময় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল হয়। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আযানের সময় আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল হয় (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদিস নং ২৫৪০)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, নির্জন স্থানে ছালাতের সময় হ'লে ওযূ বা তায়াম্মুম করে ইক্বামত দিলে দুই ফেরেশতা সাথে ছালাত আদায় করে, আর আযান-ইক্বামত উভয়টি দিলে তার পিছনে আল্লাহ্র বিশাল বাহিনী ছালাত আদায় করে, যাদের সীমা দেখা যায় না (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৯)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী উচ্চকণ্ঠে আযান দেওয়া উচিত, কেননা মুয়াযযিনের আওয়াজ যতদূর পৌঁছায় জিন, মানুষ ও অন্য যা কিছু তা শুনবে, তারা সবাই ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৯)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, মুয়াযযিনের আওয়াজ গাছপালা, জনপদ, পাহাড়, জিন ও মানুষ যা-ই শুনুক না কেন, সবাই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে (সুনানে ইবনু মাজাহ)। আযানের সঠিক জবাব দিলে জান্নাত লাভ হয়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুয়াযযিনের প্রতিটি বাক্যের যথাযথ জবাব দিয়ে অন্তর থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৮৫)।

সালাফগণ আযান দেওয়ার প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, যদি খলীফার দায়িত্বের পাশাপাশি আযান দিতে পারতাম তবে অবশ্যই তা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে নিয়মিত আযান দেননি; বরং বলেছেন, ইমাম দায়িত্বশীল আর মুয়াযযিন আমানতদার (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদিস নং ৫১৭; সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২০৭)। এজন্য বড় বড় ছাহাবীদের বাদ দিয়ে, এমনকি স্বপ্নদর্শনকারী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কেও বাদ দিয়ে উচ্চকণ্ঠের অধিকারী বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজে আযান দেওয়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না; সফরে আযান দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ।

'ইক্বামত' অর্থ দাঁড় করানো, অর্থাৎ উপস্থিত মুছল্লীদের ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য জানানো। জামা'আতে হোক বা একাকী, ফরয ছালাতে আযান-ইক্বামত উভয়ই সুন্নাত। আযানের মাধ্যমে দূরবর্তী মুছল্লীদের আহবান করা হয়, আর ইক্বামত দেওয়া হয় জামা'আত শুরুর প্রাক্কালে কাতারবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা হিসেবে। ইক্বামতের সময়ও আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জান্নাতের দরজা খোলা হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং জান্নাতের হুরগণ মুছল্লীদের জন্য দো'আ করেন। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষ যখন ছালাতের জন্য অথবা জিহাদের জন্য কাতারবদ্ধ হয়, তখন আসমান ও জান্নাতের দরজা খুলে যায়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আর হুরগণ সাজসজ্জিত হয়ে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তির জন্য সাহায্যের এবং পশ্চাদপসরণকারীর জন্য ক্ষমার দো'আ করেন (মুসনাদে আহমাদ)। ইক্বামতের সময়ও আসমানের দরজা খোলা হয় এবং দো'আ কবুল করা হয় বলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানিয়েছেন (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদিস নং ২৫৪০)।

আযান-ইক্বামত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহিলারাও নিজেদের মাঝে নিম্নস্বরে আযান-ইক্বামত দিতে পারেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আযান-ইক্বামত দিয়ে মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করেছেন। ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মহিলাদের আযান দেওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমি কি আল্লাহ্র যিকির করতে নিষেধ করব? আর হাফছাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছালাতের সময় ইক্বামত দিতেন।

আযান ইসলামের অন্যতম ইবাদত ও অনন্য নিদর্শন, যাতে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদানের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত ও চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে আহবান করা হয়েছে। আযান শোনামাত্রই দুনিয়াবী সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে রবের স্মরণে ছুটে যাওয়ার মাঝেই নিহিত মুমিনের প্রকৃত কল্যাণ। তাই আমাদের কর্তব্য হ'ল আযানের আদব রক্ষা করা, এর যথাযথ জবাব দেওয়া এবং আযানের আহবানে সাড়া দিয়ে জীবন পরিচালনা করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে আযানের মর্যাদা অনুধাবন করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

প্রিন্সিপাল, আন-নজম একাডেমী, কক্সবাজার

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন ১৬ আগস্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ১৬ আগস্ট নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে 'আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন-২০২৬'। জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে বিকেল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আয়োজিত এ কনভেনশনের এবারের প্রতিপাদ্য 'মুহাম্মদ (সা.) : বিশ্বশান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ'।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান আলেম, ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদরা কনভেনশনে অংশ নিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ, মানবকল্যাণ, নৈতিকতা, পরিবার, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি বিষয়ে আলোচনা করবেন। নতুন প্রজন্মের জন্যও থাকবে বিশেষ আয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত তরুণ স্কলাররা ইংরেজিতে বক্তব্য রাখবেন।

কনভেনশন উপলক্ষে বুধবার (৫ আগস্ট) জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ, মুফতি আব্দুল মালেক, মুফতি আব্দুল্লাহ আল আজহারী, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা মঞ্জুরুল করীম ও আবু তাহের বক্তব্য দেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য ও লিখিত বক্তব্যে কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি তুলে ধরেন মুফতি আব্দুল মালেক।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন সাপ্তাহিক পরিচয়-এর সম্পাদক নাজমুল আহসান এবং সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান।

ভারতে হাসিনাকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন এমন সময়ে যখন বাংলাদেশে পাঁচই অগাস্ট ঘিরে সরকারিভাবেই নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে বলেছে, 'এই আয়োজন বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠনের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে-সে বিষয়ে ভারত সরকারকে আগেই উদ্বেগ জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এমন একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ায় ঢাকা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে।' এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় ভারতের রাজধানী দিল্লির প্রেসক্লাবে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়ার আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সরাসরি বক্তব্য দেন।

সেখানে তিনি আবারো জানান যে, তিনি বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। ডিসেম্বর নাগাদ তিনি ফিরে যাবেন বলে জানালেও কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ জানাননি। এর কিছু পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পাতায় রাত ১১টা নাগাদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এমন এক দিনে ভারতীয় মাটিতে শেখ হাসিনার এই মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হলো, যখন বাংলাদেশের মানুষ জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করছে। এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত এবং জুলাই বিপ্লবের শহীদদের প্রতি চরম অবমাননাকর।"

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পাতায় রাতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়

সেখানে আরো বলা হয়, "জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে এ দেশের মানুষ দৃঢ় অঙ্গীকার করেছে যে, আমাদের জাতি আর কখনোই ফ্যাসিবাদের সেই অন্ধকার দিনে ফিরে যাবে না এবং বাংলাদেশ কখনোই কোনো অনুগত বা আশ্রিত রাষ্ট্র হবে না। দণ্ডপ্রাপ্ত গণহত্যাকারী হাসিনা ও তার মাফিয়া চক্রের কোনো স্থান বাংলাদেশের রাজনীতিতে আর কখনোই হবে না।'

'সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং জাতীয় মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে ভারতের সাথে একটি গঠনমূলক, পারস্পরিক সুবিধাজনক ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় বাংলাদেশ,' বলা হয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে।

'কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশের বারবার অনুরোধে এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। উল্টো যেকোনো অজুহাতে তাকে গণমাধ্যমের সাথে প্রকাশ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া এ দেশের মানুষের অনুভূতিতে চরম আঘাত হেনেছে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসংহত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর.' বলা হয়েছে ওই বিবৃতিতে।

এর আগে মঙ্গলবার এই সংবাদ সম্মেলনের বিষয়ে সাংবাদিকরা আগেভাগে অভিমত জানতে চেয়েছিলেন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের কাছে। তার কাছে প্রশ্ন ছিল, বুধবার যে সম্মেলনে শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে, যা নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এর মধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে ভারতের অবস্থান কী?

এর জবাবে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, 'যে অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, সেটি একটি বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে। এর সাথে ভারত সরকারের কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা নেই। সেখানে প্রকাশ করা কোনো মতামত বা বক্তব্য ভারত সরকার সমর্থন করে না, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।"

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাকে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ আগস্ট শনিবার 'জগন্নাথ দেবের ভক্তবৃন্দ, মিশিগান'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এ রথযাত্রায় বিপুলসংখ্যক ভক্ত ও দর্শনার্থী অংশ নেন।

দুপুর ১২টায় হ্যামট্রাম্যাকের ক্যানিফ স্ট্রিটের পার্কিং লটে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পূজা, আরতি ও শাস্ত্রীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরে ভক্তদের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে বেলা ১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে রথের দড়িতে টান দেওয়া হয়।

এরপর ঢাক, ঢোল, কাঁসর ও মন্দিরার তালে তালে নামকীর্তন করতে করতে রথটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও প্রবীণসহ সব বয়সী ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। নারীরা রঙিন শাড়ি এবং পুরুষরা পাঞ্জাবি পরে উৎসবে যোগ দেন। অনেকের হাতেই ছিল শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ছবি।

রথ শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করার সময় রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। অনেক গাড়িচালক হর্ন বাজিয়ে শোভাযাত্রার প্রতি সংহতি ও শুভকামনা প্রকাশ করেন, যা আয়োজনটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

হ্যামট্রাম্যাক পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। নগরী প্রদক্ষিণ শেষে রথটি আবার ক্যানিফ স্ট্রিটের পার্কিং লটে ফিরে আসে। সেখানে ভক্তিমূলক গান ও কীর্তন পরিবেশনের পাশাপাশি লুট বিতরণ করা হয়। সবশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আজ ফ্লাশিং, কাল কি বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তখন অনেকগুলোই ছিল বন্ধ। যেগুলো খোলা ছিল, সেখানেও রোগীর উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে।

নর্দার্ন বুলেভার্ডের লিভিংওয়েল ডে কেয়ারের সরকারি নথিতে দেখা যায়, ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি ২৬ হাজার ৫০০-এর বেশি রোগীর নামে মেডিকেইড থেকে ২৭ মিলিয়ন ডলার বিল করেছে। অথচ সরেজমিনে গিয়ে প্রতিবেদকরা দেখেছেন, ভবনটি কার্যত জনশূন্য।

একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে বাও কাং অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারেও। একজন কর্মী প্রতিদিন শতাধিক মানুষের উপস্থিতির দাবি করলেও নিরাপত্তা ক্যামেরার মনিটরে দেখা গেছে প্রায় সব কক্ষই ফাঁকা।

এই কেন্দ্রগুলোর উদ্দেশ্য ছিল গুরুতর অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম কিংবা দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার প্রয়োজন এমন প্রবীণদের সেবা দেওয়া। কিন্তু অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, অনেক ক্ষেত্রে সুস্থ-সবল মানুষ সেখানে সময় কাটাচ্ছেন, খেলাধুলা করছেন, গল্প করছেন, বাইরে থেকে খাবার এনে খাচ্ছেন—আর পুরো ব্যয় বহন করছে করদাতাদের অর্থে পরিচালিত মেডিকেইড।

অভিযোগ আরও গুরুতর।

স্থানীয় সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, অনেক প্রবীণকে মাসে ৫০০ থেকে ১,০০০ ডলার পর্যন্ত নগদ অর্থ বা বিভিন্ন সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে এসব কেন্দ্রে নিবন্ধিত করা হয়। বিনিময়ে প্রতিটি ব্যক্তির নামে কেন্দ্রগুলো মাসে কয়েক হাজার ডলার পর্যন্ত মেডিকেইড বিল করে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই ফ্লাশিংয়ের দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১২০ মিলিয়ন ডলারের প্রতারণার অভিযোগ এনেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, নগদ অর্থ, উপহার কার্ড, ভুয়া প্রেসক্রিপশন এবং অপ্রয়োজনীয় সেবার নামে বছরের পর বছর মেডিকেইড থেকে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এই ঘটনাকে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটির সমস্যা হিসেবে দেখলে ভুল হবে।

বরং এটি নিউইয়র্কের প্রতিটি অভিবাসী কমিউনিটির জন্য একটি সতর্কবার্তা।

কারণ এই ধরনের প্রতারণার শিকার হন সাধারণত সেইসব মানুষ, যারা ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, তথ্যের অভাব এবং পরিচিত মানুষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের কারণে সহজেই প্রভাবিত হন। অনেক প্রবীণকে বলা হয়, "এটি সরকারি সুবিধা", "শুধু কাগজে সই করুন", "কিছুই করতে হবে না", কিংবা "মাসে কিছু টাকা পাবেন।" অনেকেই না বুঝেই স্বাক্ষর করে দেন। পরে সেই স্বাক্ষরই ব্যবহার করা হয় হাজার হাজার ডলারের বিল তৈরিতে।

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য এখানেই সবচেয়ে বড় সতর্কসংকেত।

আজ ফ্লাশিংয়ের ঘটনা সামনে এসেছে। কিন্তু আগামীকাল একই ধরনের অভিযোগ কুইন্সের জ্যামাইকা, ওজোন পার্ক, জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলিনের কেনসিংটন কিংবা ব্রঙ্কসের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় উঠবে না—এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

বাস্তবতা হলো, প্রথম প্রজন্মের হাজার হাজার বাংলাদেশি এখন অবসরজীবনে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। অনেকে প্রতিদিন হেঁটে মসজিদে যান, কেউ জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় সময় কাটান, কেউ ছোটখাটো ব্যবসা করেন। কিন্তু একই সময়ে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের হোম কেয়ার, পার্সোনাল কেয়ার বা অন্যান্য মেডিকেইড-ভিত্তিক সেবার সুবিধাভোগী।

অবশ্যই এই সুবিধাগুলোর বড় একটি অংশ বৈধ এবং প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই প্রদান করা হয়। কিন্তু কমিউনিটিতে এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, কেউ কেউ নিজের শারীরিক সক্ষমতার চেয়ে বেশি অক্ষমতার দাবি করে সুবিধা নিচ্ছেন, আবার কোথাও কোথাও পরিচিতজনের পরামর্শে বা আর্থিক প্রলোভনে এমন কর্মসূচিতে যুক্ত হচ্ছেন, যার প্রকৃত নিয়মকানুন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবগত নন।

এই পরিস্থিতিই অসাধু চক্রগুলোর জন্য সুযোগ তৈরি করে।

আজ নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় মেডিকেইড, হোম কেয়ার এবং অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারকে কেন্দ্র করে এক ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। ফোন কল, বাড়ি বাড়ি প্রচার, পরিচিতজনের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ, এমনকি নগদ অর্থ বা অন্যান্য সুবিধার প্রলোভনের অভিযোগও মাঝেমধ্যেই শোনা যায়।

যদি কেউ আপনাকে বলে, "শুধু নাম লিখিয়ে দিন", "কাগজে সই করুন", "মাসে কিছু টাকা পাবেন", অথবা "সরকারের টাকা, না নিলে ক্ষতি"—তাহলে সেখানেই সতর্ক হওয়া উচিত।

কারণ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উদ্দেশ্য চিকিৎসা ও সেবা নিশ্চিত করা, নগদ অর্থ বিতরণ করা নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের কমিউনিটি কি যথেষ্ট প্রস্তুত?

বাংলাদেশি সংগঠনগুলো কি নিয়মিতভাবে মেডিকেইড প্রতারণা, প্রবীণদের অধিকার এবং সরকারি সুবিধার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করছে? মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার এবং বাংলা গণমাধ্যম কি এই বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করছে?

নাকি আমরা অপেক্ষা করছি, একদিন কোনো বাংলাদেশি পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা কোনো বাংলাদেশি পরিবারের নাম ফেডারেল তদন্তের নথিতে উঠে আসার পর বিষয়টি নিয়ে কথা বলব?

প্রতিটি কমিউনিটিতেই কিছু অসাধু মানুষ থাকে। কিন্তু একটি সচেতন কমিউনিটি প্রতারণাকে কখনোই স্বাভাবিক সংস্কৃতিতে পরিণত হতে দেয় না।

ফ্লাশিংয়ের ঘটনাটি তাই শুধু একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয় নয়। এটি আমাদের জন্যও একটি আয়না।

সেই আয়নায় নিজেদের দেখে এখনই সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। কারণ প্রতারণার শিকার হওয়া যেমন অপরাধ নয়, তেমনি সচেতন না থাকা কখনো কখনো ভবিষ্যতের বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আজ যদি আমরা সতর্ক না হই, তাহলে আগামী দিনের শিরোনাম হয়তো হবে—বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় মেডিকেইড জালিয়াতির তদন্ত।

নতুন সরকার, পুরনো অস্থিরতা বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের বিচার প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন, এবং অবশেষে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি একটি জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে — জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন, যেখানে ভোট দিতে পেরেছেন প্রায় সাড়ে বারো কোটি যোগ্য ভোটার।

সেই নির্বাচনের ফলাফল ছিল চমকপ্রদ রকমের একতরফা। বিএনপি — যার নেতৃত্বে ছিলেন সতেরো বছরের লন্ডন নির্বাসন শেষে মাত্র দুই মাস আগে দেশে ফেরা তারেক রহমান। তিনশ আসনের সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি, দুইশত নয়টি আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে, ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ঊনষাট শতাংশ। নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামী। ২০১৩ সালের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে তারা আটষট্টিটি আসন পায়, যা দলটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ অর্জন। ১৭ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, আর ১২ মার্চ জাতীয় সংসদ পুনরায় অধিবেশনে বসে — সংসদে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, দেড় দশকেরও বেশি সময়ের "ফ্যাসিবাদী ও পরাধীন শাসনের" পর অবশেষে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সংসদের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তারেক রহমানের সরকার একাধিক জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। যা প্রমাণ করে দিচ্ছে নির্বাচনী বিজয়ই স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা নয়। সবচেয়ে বড় বিতর্কের কেন্দ্রে আছে "জুলাই সনদ" — অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রস্তাবিত একটি ব্যাপক সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার পরিকল্পনা, যা ফেব্রুয়ারির গণভোটে প্রায় সাতষট্টি থেকে সত্তর শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেয়েছিল। বিএনপি সরকার সংবিধান সংস্কার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে শপথ নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় কার্যত সেই গণভোটের ফলাফল বাস্তবায়ন থেকে বিরত থেকেছে বলে সমালোচকদের অভিযোগ। জামায়াতে ইসলামীর প্রধান শফিকুর রহমান গত ১৪ জুন এক সমাবেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সরকার যদি জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণ তার "উপযুক্ত জবাব" দেবে — একাদশ-দলীয় জোটের এই হুঁশিয়ারি রাজপথে নতুন করে অস্থিরতার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। টরন্টো স্টারের একটি প্রতিবেদনে (১২ জুলাই) উল্লেখ করা হয়েছে, রাজনৈতিক সহিংসতা এখনো বাংলাদেশের নতুন সরকারের ওপর ছায়া ফেলে আছে। কিছু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টের সহিংসতার পর থেকে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি একটি রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরও, এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, ছিনতাই ও ডাকাতির মতো অপরাধের পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও এই ধরনের পরিসংখ্যান ও এর ব্যাখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ভিন্নমত রয়েছে। সরকারপন্থীরা এই সমালোচনাকে বিরোধী প্রচারণা হিসেবে চিহ্নিত করছেন।

অন্যদিকে, নতুন গঠিত ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি) — যা ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের হাতে প্রতিষ্ঠিত — নির্বাচনে বড় ধরনের সাফল্য না পেলেও রাজনৈতিক ভাষ্যে নিজেদের একটি নতুন কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত জুলাই আন্দোলনের মূল আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হচ্ছে, সেই প্রশ্নে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কও একটি স্পর্শকাতর অধ্যায় — নয়াদিল্লি যেভাবে শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে এবং আওয়ামী লীগপন্থী বিভিন্ন বিবৃতি সমর্থন করেছে, তা তরুণ বাংলাদেশিদের চোখে ভারতকে একটি বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে তুলেছে। যদিও তারেক রহমান নিজে নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন — এমনকি নির্বাচনের ফলাফলের পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

গত ৪ জুলাই জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত "জুলাই জাতীয় সম্মেলন-২০২৬"-এ যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান — একটি প্রতীকী মুহূর্ত, যা মনে করিয়ে দেয় তার সরকারের বৈধতার মূল উৎসই এই আন্দোলন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই প্রশ্ন উঠছে, যে আন্দোলন একটি গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হয়েছিল, বিএনপি সরকার কতটা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে, নাকি পুরনো ক্ষমতার কাঠামোতেই ফিরে যাচ্ছে নতুন মুখ নিয়ে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ এখন এক জটিল উত্তরণ পর্বে দাঁড়িয়ে — একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান হয়েছে। একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরও ঘটেছে। কিন্তু নির্বাচনী বৈধতা অর্জন করলেই যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক মেরুকরণ, আর সড়কে নেমে আসা ক্ষোভের সমাধান হয়ে যায় না। বাংলাদেশের গত দুই বছরের ইতিহাস তারই একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে টানাপোড়েন, জামায়াতের রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি, আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান জনঅসন্তোষ — এই তিনটি বিষয়ই আগামী মাসগুলোতে নির্ধারণ করে দেবে, তারেক রহমানের সরকার সত্যিকার অর্থে জুলাই অভ্যুত্থানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবে, নাকি বাংলাদেশ আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতার এক নতুন চক্রে প্রবেশ করবে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণের দাবী

নিউইয়র্কে এইচআরডিবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারনের জোর দাবী জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ফর বাংলাদেশ'(এইচআরডিবি)। গত ২ আগস্ট (রবিবার) নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা কাফিস অডিটরিয়ামে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় এ দাবী জানানো হয়।

জুলাই সনদের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন বাস্তবায়ন করা হবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এমন বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বক্তারা বলেন, আমরা এমন সুন্দর শুনতে চাইনা। সরকার গঠনের এতদিন পরেও জুলাই সনদ নিয়ে তালবাহানা হচ্ছে। কবে সনদ বাস্তবায়ন হবে এর সময়সীমা নির্ধারন করুন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করাই হচ্ছে সময়ের দাবী।

তারা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা, দু:শাসন, দুর্নীতি, লুটপাট, ক্রসফায়ার, গুম-খুন, অপহরণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভের বিস্ফোরণ। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লাখো ছাত্র-জনতা বন্দুকের নলের সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। হাসিনার নির্দেশে নির্বিচারে গুলি চালানো হলো ছাত্র-জনতার ওপর। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সারি সারি লাশ পড়ে থাকলো ঢাকার রাজপথে। ঢাকার পিচঢালা কালো রাস্তা শিশুদের রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। অকাতরে জীবন দিলো দেশের মানুষ। হাজারো ছাত্র-জনতার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

পিলখানায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ৫৭ জন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। শাপলা চত্বরে ব্রাশফায়ারে অসংখ্য আলেমকে হত্যা করা হয়। গুম-খুন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ভিন্নমতের লোকদের ধরে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নদীতে ফেলে দেয়া হতো। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, কৃষিবিদ, শিক্ষক, ব্যাংকার থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মী-কেউ রেহাই পায়নি শেখ হাসিনার নিষ্ঠুরতা থেকে।

তারা বলেন, চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা ফ্যাসিস্ট শাহীকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছি। এটা আংশিক সাফল্য। শত শহীদের আত্মত্যাগ তখনই সার্থক হবে যদি দেখা যায় ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, আইনের শাসন কার্য্যকর আছে, বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে।

এইচআরডিবি'র পরিচালক জিয়াউল ইসলাম শামীমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর যুক্তরাষ্ট্র মুখ্যপাত্র ড: নকিবুর রহমান নিজামী, বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট কলামিষ্ট ডা: ওয়াজেদ এ খান, এনসিপি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য রওশন হক, জুলাই ফাউন্ডেশন ইউকে এর পরিচালক প্রফেসর ড. খন্দকার কবির উদ্দিন। জুলাই এর প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেন আবরার মহসিন সামিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নূরুল আনোয়ার।

বিন্নি চালের ভাত আর কাঁঠালি গল্প

ফরিদা ইয়াসমীন

গত ৩০ জুলাই, 'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র আয়োজনে হয়ে গেল এক অভিনব ও চমকপ্রদ আড্ডা। আড্ডার নাম— 'কাঁঠালিয়া আড্ডা'। শিশুকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক কাঁঠাল খেয়েছি, কিন্তু কাঁঠাল নিয়েও আড্ডা হয়— তা এই প্রথম শুনলাম! সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী আগেই বলেছিলেন, সবাই যেন কাঁঠাল রঙের শাড়ি এবং পাঞ্জাবি পরে আসে। সে মোতাবেক সবাই হলুদ শাড়ি আর পাঞ্জাবি, কেউবা আবার লাল-সবুজ মিলিয়ে পরে এসেছেন।

আমিও কাজ থেকে তিন ঘণ্টা আগেই ছুটি নিয়ে অনুষ্ঠানে পৌঁছে গেলাম হলুদ শাড়ি পরে। গিয়ে দেখি, ইলহাম একাডেমি রঙিন হয়ে উঠেছে কাঁঠালপ্রেমীদের কাঁঠালিয়া রঙে। চারপাশের এত হলুদ রঙের বাহার দেখে মনে হলো— হলুদে হলুদে এ যেন আমার ফেলে আসা সেই শর্ষে ক্ষেতের স্মৃতি! এ যেন শীতের শেষ আর বসন্তের আগে গ্রামবাংলা সেজেছে অপরূপ সাজে। যদিও আমাদের এই কৃত্রিম হলুদ সরিষা ক্ষেতে মৌমাছির আনাগোনা ছিল না, তবু মনে পড়ে গেল কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কবিতা,

'মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই,
ওই ফুল ফোটে বনে,
যাই মধু আহরণে,
দাঁড়াবার সময় তো নাই...।'

সত্যিই তো, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে আমাদের কারোই তো একটু দাঁড়াবার সময় নেই! তবু সব কাজ সামলে এই হলুদ উৎসবে মধু আহরণ করতেই যেন আমরা সবাই ছুটে এসেছি।

কাঁঠাল নিয়ে চমৎকার সব আলোচনা হলো, গল্প হলো, হাসাহাসি হলো। আমরা সবাই প্রাণভরে উপভোগ করলাম মজার সব কাঁঠালি গল্প।

পশ্চিমবঙ্গের কবি সুবোধ সরকার এসেছিলেন আমাদের এই কাঁঠালিয়া আড্ডায়। উনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, "অনেক আড্ডায় গিয়েছি, অনেক আড্ডার নাম শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম শুনলাম কাঁঠালিয়া আড্ডার কথা!"

মিশিগানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরীণ ভূমিকম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্সের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, এমন একটি আসনের জন্য যা ছেড়ে দিচ্ছেন অবসরগ্রহণকারী সিনেটর গ্যারি পিটার্স।

এই জয়ের তাৎপর্য বোঝার জন্য একটি সংখ্যা মনে রাখা জরুরি — এল-সাইয়েদ পঁয়ষট্টি মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বহিরাগত অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতেছেন। যার সিংহভাগ ব্যয় হয়েছিল তার বিরুদ্ধে, স্টিভেন্সের পক্ষে। মিশিগানের জনপ্রিয় গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে স্টিভেন্সকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এল-সাইয়েদের উত্থান ঠেকানোর একটি শেষ চেষ্টা হিসেব। কিন্তু তা কাজে আসেনি। জয়ের ভাষণে এল-সাইয়েদ বলেন, "আমরা একটি মেশিনের মুখোমুখি হয়েছিলাম... আমরা প্রমাণ করেছি, আমাদের অনেকের শক্তি তাদের অর্থের শক্তির চেয়ে বড়।" একই রাতে মিশিগানের তেরো নম্বর কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টেও একই ধরনের প্যাটার্ন দেখা গেছে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী রাজ্য প্রতিনিধি ডোনাভান ম্যাককিনি বর্তমান কংগ্রেসম্যান শ্রী থানেদারকে পরাজিত করেছেন। যা প্রমাণ করে এই প্রগতিশীল ঢেউ মিশিগানে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, বরং একটি বিস্তৃত প্রবণতা।

এই জয়ের উদযাপনের মধ্যেও দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষত স্পষ্ট। স্টিভেন্স বুধবার সকালে এল-সাইয়েদকে ফোন করে পরাজয় স্বীকার করেন এবং একটি বিবৃতিতে বলেন, "আমাদের এই সিনেট আসনটি জিততে হবে, কারণ এলিসা স্লটকিনের প্রয়োজন এল-সাইয়েদের মতো একজন সহকর্মী মার্কিন সিনেটে।" এই ধরনের বাহ্যিক ঐক্যের আহ্বান সত্ত্বেও, নির্বাচনী প্রচারণার সময় যেভাবে সিনেট সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার, কংগ্রেশনাল ব্ল্যাক ককাস এবং দলের প্রতিষ্ঠিত অবকাঠামোর একটি বড় অংশ প্রকাশ্যে স্টিভেন্সের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। তা দেখিয়ে দেয় দলের ভেতরে প্রতিষ্ঠানপন্থী ও প্রগতিশীল শিবিরের মধ্যে বিভাজন কতটা গভীর। এই একই প্যাটার্ন আমরা আগেও দেখেছি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে জোহরান মামদানির উত্থানে — এবং মিশিগানের এই ফলাফল প্রমাণ করছে, এই প্রবণতা এখন উপকূলীয় শহর ছাড়িয়ে দেশের শিল্পাঞ্চলীয় হৃদয়ভূমিতেও শিকড় গেড়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই অভ্যন্তরীণ বিভাজনের মূল্য দলকে কতটা চোকাতে হবে নভেম্বরে। এখানেই আসল ঝুঁকিটা লুকিয়ে আছে। মিশিগান এমন একটি রাজ্য, যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে জিতেছিলেন। বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশ মনে করছেন, এল-সাইয়েদের মনোনয়ন ডেমোক্র্যাটদের জন্য এমন একটি আসন হারানোর ঝুঁকি তৈরি করেছে, যা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাদের ধরে রাখার কথা ছিল। ইলেকশন ট্র্যাকারের একটি বিশ্লেষণে এপ্রিল মাসেই সতর্ক করা হয়েছিল, "মিশিগান হতে পারে সেই আসন, যেখানে ডেমোক্র্যাটদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মূল্য তাদের এমন একটি আসন হারিয়ে চোকাতে হবে, যা তাদের ধরে রাখা উচিত ছিল।" রিপাবলিকান দল ইতিমধ্যেই এল-সাইয়েদকে লক্ষ্য করে বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু করেছে, বিশেষত তার নাম উচ্চারণ নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক প্রচারণা চালিয়ে — যার জবাবে এল-সাইয়েদ মজা করে বলেছেন, "আমি খুশি মনেই তোমাদের শিখিয়ে দেব কীভাবে উচ্চারণ করতে হয়।"

মিশিগানের এই লড়াইকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বোঝা যায়, কেন এই একটি আসন এত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে রিপাবলিকানদের হাতে সিনেটে তিপ্পান্নটি আসন, ডেমোক্র্যাটদের (দুই স্বতন্ত্রসহ) সাতচল্লিশটি। ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে নিট চারটি আসন জিততে হবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স যেহেতু টাই-ব্রেকার হিসেবে কাজ করেন রিপাবলিকানদের পক্ষে, তাই ডেমোক্র্যাটদের আসলে পাঁচটি আসনের ব্যবধান ঘোচাতে হবে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ অবস্থাতেও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পেতে। নভেম্বরে মোট পঁয়ত্রিশটি আসনে ভোট হবে, যার মধ্যে বাইশটি রিপাবলিকানদের দখলে। মাত্র তেরোটি ডেমোক্র্যাটদের — সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে এটি ডেমোক্র্যাটদের অনুকূলে থাকার কথা। কিন্তু রিপাবলিকানদের বেশিরভাগ আসনই গভীরভাবে রক্ষণশীল রাজ্যে অবস্থিত, যেখানে জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক না কেন, দলীয় ভিত্তি ভাঙা কঠিন।

বিশ্লেষকদের মতে, সিনেট নিয়ন্ত্রণের লড়াই মূলত চারটি রাজ্যকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে — জর্জিয়া, মেইন, মিশিগান এবং নর্থ ক্যারোলাইনা। জর্জিয়ায় সিনেটর জন অসফ, যিনি ২০২৪ সালে ট্রাম্প জেতা একটি রাজ্যে একমাত্র ডেমোক্র্যাট সিনেটর হিসেবে পুনর্নির্বাচনের চেষ্টা করছেন। তাকে সিএনএনের বিশ্লেষণে "সিনেট নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণকারী একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জর্জিয়ায় রিপাবলিকান জয় প্রায় গাণিতিকভাবেই ডেমোক্র্যাটিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বপ্ন শেষ করে দেবে বৃহত্তর কোনো তরঙ্গ ছাড়া। মেইনে পাঁচ-মেয়াদি রিপাবলিকান সিনেটর সুসান কলিন্স দীর্ঘদিন ধরেই ডেমোক্র্যাটদের প্রধান টার্গেট। যদিও অতীতে বারবার তাকে হারাতে ব্যর্থ হয়েছে দল। নর্থ ক্যারোলাইনায় সাবেক গভর্নর রয় কুপার ডেমোক্র্যাটদের প্রার্থী। রিপাবলিকান দলের সাবেক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান মাইকেল হোয়াটলির বিপক্ষে — একটি উন্মুক্ত আসনের লড়াই, যেখানে ডেমোক্র্যাটরা ২০০৮ সালের পর থেকে কোনো সিনেট আসন জেতেনি।

এছাড়া ওহাইওর একটি বিশেষ নির্বাচনে সাবেক সিনেটর শেরড ব্রাউন লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন হাস্টেডের বিরুদ্ধে লড়ছেন। আলাস্কায় কংগ্রেসওম্যান মেরি পেল্টোলা সিনেটর ড্যান সালিভানের আসনে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, আর টেক্সাস ও আইওয়াকেও দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার তালিকায় রাখা হচ্ছে। রেস টু দ্য হোয়াইট হাউসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটদের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ হলো নর্থ ক্যারোলাইনা ও মেইন জেতা। ওহাইও ও টেক্সাসে বিভাজন ঘটানো, আর জর্জিয়া-মিশিগান ধরে রাখা। এই সমীকরণ মিললে ঠিক একান্নটি আসনে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু এই পথে কোনো ভুলের সুযোগ নেই। একটি আসনও হাতছাড়া হলে পুরো সমীকরণ ভেঙে পড়ে।

রিপাবলিকান দলের অবস্থানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই অনুকূল আসন-মানচিত্র এবং মিশিগানে নিজেদের প্রাইমারিতে কোনো অভ্যন্তরীণ কোন্দল এড়াতে পারা। মাইক রজার্স বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনয়ন পেয়েছেন। সিনেট রিপাবলিকান নেতৃত্বের আগাম হস্তক্ষেপের সুবাদে। কিন্তু তাদের জন্য উদ্বেগের কারণও কম নয় — প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুমোদনের হার জীবনযাত্রার ব্যয় ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে নিম্নমুখী। মধ্যবর্তী নির্বাচন ঐতিহাসিকভাবেই ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের ওপর একটি গণভোট হিসেবে বিবেচিত হয়। নিউজউইকের একটি বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে, এই বাস্তবতা ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এমন আশা তৈরি করেছে যে তারা যুদ্ধক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করে আরও কিছু রক্ষণশীল রাজ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবে।

মিশিগানের এই প্রাইমারি ফলাফল ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি জটিল কৌশলগত প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। যা নভেম্বরের আগে সমাধান করা জরুরি। এল-সাইয়েদের ইসরায়েল-গাজা নীতি নিয়ে অবস্থান — যেখানে তিনি ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে "গণহত্যা" বলে অভিহিত করেছেন এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকার নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে মধ্যপন্থী ও স্বতন্ত্র ভোটারদের কাছে একটি বড় দুর্বলতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষত যখন রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আক্রমণাত্মক প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে, এল-সাইয়েদের সমর্থকরা যুক্তি দিচ্ছেন, জীবনযাত্রার ব্যয় ও স্বাস্থ্যসেবার মতো অর্থনৈতিক প্রশ্নে তার আগ্রাসী অবস্থান ঠিক সেই ধরনের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারে, যারা প্রথাগত রাজনীতির প্রতি ক্লান্ত এবং পরিবর্তন চান।

মিশিগানের এই লড়াই আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য একটি বৃহত্তর পরীক্ষার প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব করছে। দলটি কি প্রতিষ্ঠানপন্থী মধ্যপন্থার নিরাপদ পথে হাঁটবে, নাকি তরুণ প্রজন্মের ক্রমবর্ধমান বামমুখী ক্ষোভকে আলিঙ্গন করে ঝুঁকি নেবে? নভেম্বরের ফলাফল ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের আগে দলের সামগ্রিক কৌশলের দিকনির্দেশনাও ঠিক করে দেবে। যদি এল-সাইয়েদ নভেম্বরে জিততে পারেন, তা হবে প্রগতিশীল আন্দোলনের জন্য এক ঐতিহাসিক প্রমাণ যে তাদের রাজনীতি শুধু উপকূলীয় শহরে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু যদি তিনি হেরে যান, আর সেই পরাজয়ের কারণেই সিনেট নিয়ন্ত্রণ রিপাবলিকানদের হাতে থেকে যায়, তাহলে দলের প্রতিষ্ঠানপন্থী অংশ বহু বছর ধরে এই যুক্তি তুলে ধরবে যে আদর্শিক বিশুদ্ধতার মূল্য বাস্তব ক্ষমতা হারানোর মধ্য দিয়েই চোকাতে হয়েছিল।

আবদুল এল-সাইয়েদের জয় কী বার্তা দিচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেষে তিনি প্রায় ১ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। এই ফলাফলকে আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি (AIPAC)-এর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এল-সাইয়েদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় নেতৃত্ব দেওয়া এআইপিএসি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যালি স্টিভেন্সের পক্ষে ৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছিল।

এখন নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে এল-সাইয়েদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্স। এই নির্বাচনকে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিনেট আসনের একটি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলাফলের ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদের বাকি সময়ে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ কোন দলের হাতে থাকবে, তা নির্ভর করতে পারে।

মিশরের বংশোদ্ভূত এল-সাইয়েদ নভেম্বরে জয়ী হলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সিনেটর হবেন।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ 'সুইং স্টেট' মিশিগানের এই ফলাফল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যপ্রাচ্য–সংক্রান্ত নীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

এল-সাইয়েদ গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে 'গণহত্যা' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি মনে করেন, ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংঘাতে ব্যয় করা অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করা উচিত।

অ্যারব আমেরিকান ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মায়া বেরি, যার প্রতিষ্ঠান কোনো প্রার্থীকে সমর্থন করে না, এল-সাইয়েদের এই বিজয়কে "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "ভোটাররা সেই বিপুল নেতিবাচক প্রচারণায় প্রভাবিত হননি, যেখানে নীতিগত বিষয়ের বদলে শুধু 'আবদুল' নামের এক আরব-আমেরিকান মুসলিম প্রার্থীকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়েছিল।"

স্টিভেন্সের সমর্থন পেলেন এল-সাইয়েদ

প্রচারণার সময় হ্যালি স্টিভেন্স ও তাঁর সমর্থকেরা আবদুল এল-সাইয়েদকে নারীবিদ্বেষী হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে আরব-আমেরিকান অধিকারকর্মীদের মতে, এই প্রচারণা মূলত আরব পুরুষদের সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা ছিল।

স্টিভেন্স ইসরায়েলের একজন কঠোর সমর্থক। ২০২২ সালের নির্বাচনে প্রগতিশীল ইহুদি আইনপ্রণেতা অ্যান্ডি লেভিনকে পরাজিত করতে এআইপিএসি (AIPAC) তাঁর পক্ষে ব্যাপক সমর্থন ও অর্থায়ন করেছিল। মঙ্গলবারের মিশিগান নির্বাচনের ফলাফলকে ইসরায়েলপন্থী ডেমোক্র্যাটদের জন্য আরেকটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তৃণমূল সমর্থক এবং সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত ক্রমেই মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে।

নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জনমত জরিপে এল-সাইয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জয়ের আভাস দেওয়া হলেও, স্টিভেন্স প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফল করেন। বিশেষ করে মিশিগানের বৃহত্তম শহর ডেট্রয়েটে তিনি শক্ত অবস্থান গড়ে তোলেন।

ভোট গণনা যত এগোতে থাকে, শুরুতে এল-সাইয়েদের গড়ে তোলা ব্যবধান ততই কমতে থাকে। ফলে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরও কয়েক ঘণ্টা ধরে ফলাফল অনিশ্চিত ছিল এবং কে বিজয়ী হবেন, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছিল না।

দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এল-সাইয়েদ লিখেন, "মিশিগান... আমরা জয়ী হয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হতে পেরে আমি গর্বিত। এবার নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনেও আমাদের জিততে হবে।"

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এল-সাইয়েদকে বিজয়ী ঘোষণা করার পরপরই স্টিভেন্স তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সমর্থন জানান। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন জয়ের জন্য আমি আবদুল এল-সাইয়েদকে অভিনন্দন জানাই। তিনি একজন চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রোডস স্কলার এবং মিশিগানের একজন নিবেদিতপ্রাণ নাগরিক। সাধারণ নির্বাচনে মাইক রজার্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি।"

মঙ্গলবার রাতে প্রথম বড় সংবাদমাধ্যম হিসেবে এনবিসি নিউজ এল-সাইয়েদকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করে।

এই ঘোষণা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিশিগানের অঙ্গরাজ্য আইনপ্রণেতা ম্যালরি ম্যাকমোরো, যিনি সিনেট নির্বাচনের দৌড়ে ছিলেন কিন্তু ভোটের কয়েক সপ্তাহ আগে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন, এল-সাইয়েদের প্রতি সমর্থন জানান।

এছাড়া মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার এবং সিনেটর গ্যারি পিটার্স, যারা প্রাইমারি নির্বাচনে স্টিভেন্সকে সমর্থন করেছিলেন, বুধবার সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্সের বিরুদ্ধে এল-সাইয়েদের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেন।

ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি নির্বাচনে জয়ের পর এবার দলের অভ্যন্তরীণ বিভাজন দূর করে সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ করার দিকে নজর দিচ্ছেন আবদুল এল-সাইয়েদ। এই প্রাইমারি নির্বাচনে ইসরায়েল ইস্যু এবং এআইপিএসি (AIPAC)–এর বিপুল অর্থব্যয় ছিল অন্যতম আলোচিত বিষয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয় নিশ্চিত হওয়ার আগেই এল-সাইয়েদ তাঁর সমর্থকদের প্রতি সংযত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "এখন আমাদের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতরে ভাঙা সম্পর্কগুলো জোড়া লাগানোর কাজ শুরু করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "জয়ের পরও আমাদের উদার ও বড় মনের পরিচয় দিতে হবে। তাই কারও যদি মনে হয়, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম'—সেটা নয়। বরং আমরা সবাই মিলে আরও বড়, আরও শক্তিশালী এবং আরও কার্যকর একটি আন্দোলন গড়ে তুলব, যা মিশিগানের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং আমাদের সেরা মূল্যবোধকে সামনে নিয়ে আসবে।"

এল-সাইয়েদ সতর্ক করে বলেন, প্রাইমারির কঠিন লড়াইও সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্স ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে রাজনৈতিক কৌশল ও প্রচারণা চালাবেন, তার তুলনায় অনেক ছোট। তিনি রজার্সকে ট্রাম্প ও করপোরেট স্বার্থের অনুগত বলে অভিযোগ করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারণার অঙ্গীকার করেন।

এল-সাইয়েদ বলেন, "মাইক—আমি জানি তুমি শুনছ, মাইক—আমরা তোমার দিকেই আসছি।" অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এল-সাইয়েদের বিজয়কে রিপাবলিকানদের জন্য "সুসংবাদ" বলে মন্তব্য করেন।

এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "ইহুদি ও ইসরায়েলবিরোধী, কমিউনিস্ট পরাজিত এল-সাইয়েদ সমাজতান্ত্রিক প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিজের দৌড়ে জয়ের পথে রয়েছে। যথারীতি, জনমত জরিপ এবারও সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এত ভালো করবেন বলে কেউ ভাবেনি। এখন ডেমোক্র্যাটদের উন্মাদ নীতিগুলো আরও খারাপ হবে।"

ট্রাম্পের এই মন্তব্যে তিনি এল-সাইয়েদের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক সমালোচনা করেন এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নীতিরও সমালোচনা করেন।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration
Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড
এপ্লিকেশন প্রসেসিং
সার্ভিসেস
Job Help & Application Processing Services
917-500-3937
আমাদের সার্ভিসসমূহ
• পোস্টাল জব
• ফেডারেল জব
• স্টেট জব
• এম.টি.এ জব
• সিটি জব
• রেজুমী তৈরি
• কাভার লেটার
• সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
• নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
• ডুয়েল সিটিজেনশীপ
• ফুড স্ট্যাম্প
• ডিজএবিলিটি (SSI)
• স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
• রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড
Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh
বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি
148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ,
জমজম ড্রাগস ও
আস-সালাম
ফার্মেসি
JANNAT
Rx
PHARMACY
সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান
জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com
উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017
জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে
এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717
ব্রঙ্কস
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections
Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash
Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

সিলেটের কন্যা মোহিনী রশিদ এনওয়াইপিডির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা

শেখ শফিকুর রহমান

সিলেটের মেয়ে ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক মির্জা মোহিনী রশিদ নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি)-এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার এই সাফল্য প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মোহিনী রশিদ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ইকড়ছই মির্জা বাড়ির সন্তান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের প্রথম নির্বাচিত বাংলাদেশি-আমেরিকান জুডিশিয়াল ডেলিগেট মির্জা মামুন রশীদের কন্যা।

বর্তমানে তিনি এনওয়াইপিডির ম্যানহাটন নর্থ নারকোটিক্স বিভাগে কর্মরত রয়েছেন। এ দায়িত্বে থেকে তিনি মাদক-সংক্রান্ত অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সেবাভুক্ত এলাকার জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

এর আগে তিনি এনওয়াইপিডির ৩৪তম প্রিসিঙ্কটে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে টহল পুলিশ হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে তিনি মাঠপর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আস্থাপূর্ণ ও ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান গণমানুষের অধিকার-ন্যায়বিচারের ঐতিহাসিক অধ্যায়: ড. ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে গণমানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তারা সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বলে মনে হওয়া কাঠামোকেও বদলে দিতে পারে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) ফেসবুকে ইউনূস সেন্টারের ভেরিফাইড পেজের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

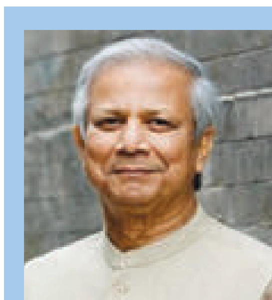

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিবৃতিতে জুলাইয়ের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আহতদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, 'গণমানুষের অধিকার ও ন্যায়বিচারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী এই জুলাই। আমাদের স্মৃতিতে জুলাই দীর্ঘ ৩৬ দিনের এক ঐতিহাসিক মাস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুরো জাতি সেদিন কী ভীষণ শক্তি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তা আজও আমাদের গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।'

জুলাই আন্দোলনকে কোনো একক গোষ্ঠীর নয়, বরং সর্বস্তরের মানুষের অভ্যুত্থান হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, এই আন্দোলনে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং পাবলিক, প্রাইভেট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে এসেছিলেন। পাশাপাশি শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, লেখক, শিল্পী এবং প্রবাসীরা যে যার জায়গা থেকে সাহসিকতার সঙ্গে রাজপথে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

বিবৃতিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ ও তথ্য তুলে ধরা সাংবাদিক-আলোকচিত্রী, দিনরাত সেবা দেওয়া চিকিৎসক এবং রিকশাচালক ও শ্রমজীবী মানুষের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেন।

আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, জুলাইয়ে নারীরা যে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছেন, তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অনন্য ও ঐতিহাসিক নেতৃত্ব আগামী দিনের তরুণদের জন্য সব সময় সাহসের উৎস হয়ে থাকবে।

বিবৃতিতে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে দেশের সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে সবচেয়ে শক্ত বা দুর্ভেদ্য বলে মনে হওয়া কাঠামোকেও বদলে দেওয়া সম্ভব। ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে বাংলাদেশ যে গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের যাত্রা শুরু করেছে, তা যেকোনো মূল্যে অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জ্যাকসন হাইটসে আ. লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

গ্রেফতার ১

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়া সংঘর্ষে আহত একজনকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হয় এবং পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় একজনকে আটক করা হয়। সংঘর্ষে আহত একজনকে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ এবং গ্রেফতার ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

৪০তম ফোবানা সম্মেলন সফল করতে 'লিটল ঢাকা'য় সুধী সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) ৪০তম সম্মেলনকে সফল করতে লস অ্যাঞ্জেলেসের 'লিটল ঢাকা'য় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার অরেঞ্জ কাউন্টিতে আয়োজিত এ সমাবেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিনোদননগরী লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে ফোবানার ৪০তম কনভেনশন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও শহরে গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন আয়োজকরা।

'লিটল ঢাকা'র সমাবেশে বক্তারা বলেন, ব্যতিক্রমী নানা উদ্যোগ ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে এবারের লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা সম্মেলন প্রবাসীদের এক মহামিলনমেলায় পরিণত হবে। প্রবাসে বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখতে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় শেকড়ের বন্ধন পৌঁছে দিতেই এই ধারাবাহিক আয়োজন। অনুষ্ঠানে ফোবানা আয়োজক কমিটির প্রতিনিধিরা সম্মেলনের সার্বিক প্রস্তুতি ও কর্মসূচি তুলে ধরেন।

এবারের সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া'। তিন দিনব্যাপী এই কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি, অতিথি ও প্রবাসীরা যোগ দেবেন।

আয়োজনজুড়ে থাকবে দেশি-বিদেশি খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, বিজনেস নেটওয়ার্কিং, বইমেলা, কাব্যজলসা, ইয়ুথ ফোরাম, মুক্তিসংগ্রাম ও সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনা, ফ্যাশন শো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য 'ফোবানা স্কলারশিপ' প্রদানসহ বহুমুখী আয়োজন।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

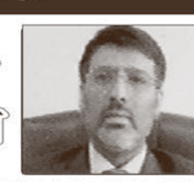

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্নীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerue Testing
On-site X-ray Auaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी
العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

উৎসবমুখর পরিবেশে সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাতকানিয়াবাসীদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনকের ৬ষ্ঠ বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২ আগস্ট) নিউইয়র্কের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের ওক প্যাভিলিয়নে দিনব্যাপী এ বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এতে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত সাতকানিয়ার পরিবারগুলো অংশগ্রহণ করে।

বনভোজনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। পরিবার-পরিজন ও স্বজনদের নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা দিনটি উপভোগ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অতিথিদের জন্য খাবার, আড্ডা, পারস্পরিক মতবিনিময় এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া নানা ধরনের খেলাধুলা, শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম, র‍্যাফেল ড্র, পুরস্কার বিতরণ এবং প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানটিকে আরও আনন্দমুখর করে তোলে।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহ, বনভোজনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, প্রধান সমন্বয়কারী আহমেদ নবী চৌধুরী, সদস্য সচিব ইরফান নিশাতসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা বলেন, সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাতকানিয়াবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বার্ষিক বনভোজনের মাধ্যমে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সাতকানিয়ার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার সুযোগ তৈরি হয়।

দিনব্যাপী আয়োজনে শিশু, তরুণ ও বয়স্কসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষ অংশ নেন। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের বাইরে পরিবার ও স্বজনদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানোর পাশাপাশি দীর্ঘদিন পর পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পান অংশগ্রহণকারীরা।

অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের উপদেষ্টা কামিল রেজা, আলহাজ মো. এ জাফর, আবদুস সালাম, সাহান উদ্দিন চৌধুরী, রফিক উদ্দিন, মোহাম্মদ তারেক, শাহিদা সিকদার বনভোজন সফল করতে সহযোগিতা করা সকল সদস্য, অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us
718-874-0047
We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054
Jamaica Office: 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch Mohammad Khair(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047
Ozone Park Office 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432
Fulton Office: 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657
Bronx Office 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office: 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446
Albany Office 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

নাভার ১৯তম বার্ষিক ডিনার ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে নিউ আমেরিকান ভোটার্স অ্যাসোসিয়েশন (নাভা) তাদের ১৯তম বার্ষিক ডিনার, ড্যান্স ও অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সন্ধ্যায় ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশিদের নেতৃত্বাধীন এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কমিউনিটির কল্যাণে নিবেদিতদের 'স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়। এসময় কংগ্রেসম্যান, সিনেটর, এসেম্বলীম্যান ও আমন্ত্রিত অতিথিরা নবাগত আমেরিকানদের শুভেচ্ছা জানান।

শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারিদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস, স্টেট সিনেটর জন সি. ল্যু, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান এডওয়ার্ড ব্রনস্টেইন, ডেভিড ওয়েপ্রিন, মিশেল সি. সোলেজ এবং স্টিভেন রাগা এবং কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ নাভা'র নতুন বোর্ডকে শপথবাক্য পাঠ করান। নাভা'র গঠনতন্ত্র এবং নিউইয়র্ক স্টেটের চার্টার অনুযায়ী শপথ গ্রহণকারি কর্মকর্তারা হলেন প্রেসিডেন্ট দীপা নাথ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তাইবা আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ গালিব রহমান, দিলরাজ বাচ্চু ও বরিন্দর সিং, ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর-ক্যাসি সিনেমা, লিগ্যাল কাউন্সেল-নরেশ গেহি, .মিডিয়া ও প্রেস-ভেরোনিকা স্পেন্সার, পলিটিক্যাল ডিরেক্টর-গ্যারিএল. ইয়াং, কম্পট্রোলার-সুবল দেবনাথ, ইভেন্ট সেক্রেটারি-লিন্ডারাম পারতাব, কমিউনিটি অর্গানাইজিং ডিরেক্টর-রিচার্ডলিন, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি-নীল ত্রিবেদী, ইয়ুথ অর্গানাইজার-রশ্মিকা চক্রবর্তী এবং সুচনা দে, চেয়ারম্যান অব দ্য বোর্ড-ড. হরিশুক্লা, বোর্ড অব ডিরেক্টরস-দিলীপ নাথ, রোকেয়া গ্রান্ট, চাকমোহন, জিনি পারসাদ, লারা গ্রেগরি, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, শ্যামকারকি, অমর দয়াল, নবরাজ কে.সি., এবং শেইমি জ্যাকব।

নাভার প্রতিষ্ঠাতা ও কুইন্স কাউন্টি ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দীলিপ নাথ বলেন, নাভা'র মিশন হলো একেকটি ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা। নিউ আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্বের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করার মাধ্যমে নাভা অভিবাসী কমিউনিটিগুলোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিলে অর্থপূর্ণ স্থান নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধ

পদত্যাগ ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা প্যাক্সসন গত সোমবার ঘোষণা দিয়েছেন, চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেডারেল অর্থায়ন কমিয়ে দেওয়ার হুমকি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভীষণ বৈরী সময় পার করার পর তিনি এ ঘোষণা দিলেন।

রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক খোলাচিঠিতে প্যাক্সসন লিখেছেন, তিনি আসলে এক বছর আগেই পদত্যাগের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও কার্যক্রম হুমকির মুখে ফেলা ফেডারেল অর্থায়ন স্থগিতের সংকট মোকাবিলা করার জন্য তিনি আরও এক বছর দায়িত্বে থাকেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁর প্রশাসনের প্রথম দিককার নিশানাগুলোর একটি। গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়া ছাত্রবিক্ষোভকে ট্রাম্প প্রশাসন 'ইহুদিবিদ্বেষী' বলে আখ্যা দেন। পাশাপাশি বৈচিত্র্যনীতি ও আরও বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। ওই বিক্ষোভে কয়েকটি ইহুদি সংগঠনও শামিল হয়। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখলের সমালোচনাকে ভুলভাবে ইহুদিবিদ্বেষ হিসেবে চিহ্নিত করছে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে কথা বলাকেও চরমপন্থার সমর্থন হিসেবে উপস্থাপন করছে।

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত ৫১ কোটি ডলার ফেডারেল অনুদান আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। এরপর ২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্যাক্সসন ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছান। এর মধ্য দিয়ে সে অর্থায়ন পুনর্বহাল হয়। ওই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়কে ইহুদি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাসহ পুরো ক্যাম্পাসের পরিবেশ নিয়ে একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন করাতে এবং তা উন্নত করার জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করতে সম্মত হতে হয়। তবে একই বছরের অক্টোবরে প্যাক্সসন ট্রাম্প প্রশাসনের আরেকটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত করা, শুধু জন্মগত জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লৈঙ্গিক পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করা ইত্যাদি।

স্পেনে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের পরিকল্পনায় 'অভিবাসী হামলা': ইরান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়ে চাপের কাছে মাথানত না করায় স্পেনকে শাস্তি দিতেই মরক্কো থেকে অভিবাসীর ঢল নামিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। দেশ দুটি পরিকল্পিতভাবে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ইরান।

গত কয়েকদিনে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার অভিবাসী স্থল ও সমুদ্রপথে মরক্কো থেকে স্পেনের ছিটমহল সেউতায় প্রবেশ করেন। এই সংখ্যা ছিটমহলটির নিয়মিত জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশের সমান। ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে মানব ঢলের এই ঘটনায় অন্তত ৮৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেনিয়ার নাইরোবিতে অবস্থিত ইরানি দূতাবাস এই অভিবাসী ঢলকে স্পেনের বিরুদ্ধে হামলা বা আগ্রাসন হিসেবে অভিহিত করেছে। দূতাবাসের দাবি, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সমন্বয়ে স্পেনকে অস্থিতিশীল করতে এর আয়োজন করে ওয়াশিংটন ও তেল আবিব।

কমিউনিটির পরিচিত মুখ সুলতানা রাজিয়া খান আর নেই

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ, সমাজসেবী ও সংগঠক সুলতানা রাজিয়া খান (দুলারী) আর নেই। সোমবার (৩ আগস্ট ২০২৬) ভোর ৩টায় ম্যানহাটনের বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

সিলেট শহরের হাওয়াপাড়া ছিল তাঁর জন্মস্থান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পরিবারসহ নিউইয়র্কে বসবাস করছিলেন। তিনি ছিলেন সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সাবেক সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েকের বড় বোন। প্রয়াত সুলতানা রাজিয়া খান ছিলেন কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক। ২০১০-১১ মেয়াদে তিনি সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

‘প্রবাহ’র মাধ্যমে জুলাইয়ের সাংস্কৃতিক বয়ান তৈরি করতে হবে

কাজী জহিরুল ইসলাম

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাহ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিষদ জুলাইয়ের চেতনায় তাদের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন করেছে। সম্প্রতি জ্যাকসন হাইটসের গ্রিন টাচে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ আহ্বান জানান।

সংগঠনের আহ্বায়ক ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ও সোহেল হামিদের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কবি ও ভাষাশিল্পী কাজী জহিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রবাহ’ জুলাইয়ের অগ্নিগর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া একটি সংগঠন এবং এই চেতনাকে ধারণ করেই সংগঠনটি এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ‘জুলাই আমাদের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। গত পঞ্চান্ন বছর ধরে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে তথাকথিত আদবের দেয়াল তৈরি করেছিল, জুলাই তা ভেঙে দিয়েছে। এটি আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পথ দেখিয়েছে। এখন আমাদের দায়িত্ব জুলাইয়ের প্ল্যাটফর্মে নতুন সাংস্কৃতিক বয়ান তৈরি করা।’ তিনি সব কবি ও সাহিত্যিককে এই চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও আয়াতের কাব্যিক ভাবানুবাদ উপস্থাপন করেন কবি আবুল বাশার। সভায় সংগঠনের সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাহিত্যিক মরহুম রেজাউল করিমের স্মরণে তার ভাই জাকির হোসেন কাঞ্চনকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষ দোয়া করা হয়।

> বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘দ্রোহী’ নামে একটি বিশেষ স্মারক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন ও উপস্থিত সবার হাতে তা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে কবিতা ও ছড়া পাঠ, আবৃত্তি এবং শুভেচ্ছা আলোচনায় অংশ নেন দেওয়ান নাসের রাজা, মো. মোশাররফ হোসেন, মো. নাসিরুল আলম (পান্থ), সাইফুস সাঈদ সানী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ, আহসানুর রহমান খান, জাভেদ জোহা পলক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এস আলম, সমাজসেবী কে এম ফজলুল হক, গ্রিন টাচের সিইও লিয়াকত এলাহী ও অ্যাক্টিভিস্ট আবদুল কাদের। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন আনিসুর রহমান ভূঁইয়া, শিরিন আক্তার, মো. আবদুর রউফ, তামজিদা বেগম, রাফিস খান ও আলিফ।

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘দ্রোহী’ নামে একটি বিশেষ স্মারক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন ও উপস্থিত সবার হাতে তা তুলে দেওয়া হয়। সভা শেষে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেম সবাইকে সংগঠনের নিয়মিত মাসিক সাহিত্য আসরে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানান।

স্বতন্ত্র তদন্তের দাবি

বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ইরফান আল-হুসাইনির আকস্মিক মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা অফিস

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেন্ডফোর্ড হাউজিং এর একটি ঘরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিলেন এক তরুণ বাংলাদেশি বিজ্ঞানী। এই বাক্যটি দিয়েই শুরু করতে হয় এমন একটি মৃত্যুর গল্প, যা এখনো তার নিজের সহকর্মী, সহপাঠী আর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে পুরোপুরি ব্যাখ্যাতীত রয়ে গেছে। বন্ধুদের বরাত অনুযায়ী, ড. ইরফান আল-হুসাইনিকে হঠাৎ করেই তার ঘরে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটলে চিকিৎসকরা তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে রাখেন। সেখানে কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর খবরটি প্রথম জনসম্মুখে আসে গত ৩১ জুলাই। এই আকস্মিক মেডিকেল ইমার্জেন্সির প্রকৃত চিকিৎসাগত কারণ কী ছিল, তা হাসপাতাল বা পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি — আর এই নীরবতাই পরবর্তীতে জন্ম দিয়েছে একের পর এক প্রশ্নের।

ইরফান আল-হুসাইনির পরিচয় বাংলাদেশের একাডেমিক ও প্রযুক্তি অঙ্গনে বিশেষভাবে উজ্জ্বল ছিল। বুয়েটের বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল (ইইই) বিভাগ থেকে স্নাতক করা এই তরুণ পরে জর্জিয়া টেক থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ায় সিনিয়র ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। যেখানে তার গবেষণার মূল ক্ষেত্র ছিল স্বাস্থ্যসেবায় ব্যাখ্যাযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (ইন্টারপ্রেটেবল এআই)।

মিশিগানে ৯ আগস্ট ‘মুনা দাওয়াহ কনফারেন্স’, নানা কর্মসূচির ঘোষণা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা) নর্থ জোনের উদ্যোগে আগামী ৯ আগস্ট ‘মুনা দাওয়াহ কনফারেন্স’ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে গত ২ আগস্ট রাতে ওয়ারেন শহরের একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি। এতে কনফারেন্সের লক্ষ্য, কর্মসূচি এবং বিভিন্ন আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকরা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ৯ আগস্ট রোববার দুপুর ১টায় ওয়ারেনের ইসলামিক সেন্টার অব নাইন মাইল মসজিদ দারুল কুরআনের ব্যাংকুয়েট হলে এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজকরা বলেন, মুনা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ইসলামের দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে দেশটির প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সংগঠনটির দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রে ৩২টিরও বেশি মসজিদ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি ‘আল কোরআন দাওয়াহ সেন্টার’-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর কাছে লক্ষাধিক পবিত্র কোরআন বিতরণ করা হয়েছে।

তারা আরও জানান, মুনা একাডেমির মাধ্যমে কোরআন শিক্ষার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া মুনা হিফজ কর্মসূচির অধীনে একাধিক ইসলামিক স্কুল পরিচালনা, প্রতিবছর বিনামূল্যে মিলিয়ন ডলারের খাদ্য বিতরণ এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য পৃথক দাওয়াহ কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।

আয়োজকদের ভাষ্য, এবারের ‘মুনা দাওয়াহ কনফারেন্স’-এর মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান, দাওয়াহর গুরুত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামী শিক্ষার চর্চাকে উৎসাহিত করা। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সামনে বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেতনতা সৃষ্টি করাও এ আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ড. সাঈদুর রহমান চৌধুরী। প্রধান আলোচক হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ ল’ইয়ার্স কাউন্সিলের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেবেন ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. রামজি মুহাম্মদ এবং মুনার অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আরিফ।

এছাড়া শিশু ও তরুণদের জন্য পৃথক সেশন, পারিবারিক কার্যক্রম এবং রেনেসাঁ কালচারাল গ্রুপ অব মিশিগানের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে বলে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা বলেন, এ সম্মেলন কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং ঈমান, জ্ঞান, নৈতিকতা এবং কমিউনিটির পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

এ সময় মিশিগানের প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমকে অনুষ্ঠানটি প্রচার ও সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে কমিউনিটির কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

প্রদান করছেন কুইন্স জুড়ে বিশেষজ্ঞ হৃদরোগের চিকিৎসা

Northwell’s Cardiovascular Institute এর শীর্ষ বিশেষজ্ঞরা কুইন্স জুড়ে বিভিন্ন স্থানে রয়েছেন।

Kumar Sarkar, MD

Naseem Hossain, DO

RAISE HEALTH

ডা. Sarkar এবং ডা. Hossain গ্লেনডেল, জ্যাকসন হাইটস এবং রিগো পার্ক জুড়ে সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উন্নত মানের হৃদরোগের চিকিৎসা প্রদান করেন।

তাঁরা বিস্তৃত পরিষেবা প্রদান করেন—হৃদরোগের প্রতিরোধমূলক যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে আধুনিক রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা—, পাশাপাশি বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার দিকেও গুরুত্ব দেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে (929) 930-1127 নম্বরে কল করুন

Northwell℠

গ্লেনডেল | জ্যাকসন হাইটস | রেগো পার্ক

BANGLADESH-AMERICAN IT PEOPLE'S ORGANIZATION
BAITPO
BAITPO
– Chattagong Mezban
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান
গান গাইতে বাংলাদেশ থেকে
প্রথম বারের মতো
ওয়াশিংটন ডিসিতে আসবেন
বাংলা গানের কিংবদন্তি
বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের
ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র
সুরকার • গীতিকার • কিবোর্ডবাদক
সংগীত পরিচালক • সংগীতযোদ্ধা
বাংলা গানের কিংবদন্তি
নকিব খান
তারুণ প্রজন্মের ক্রেজ
প্রতিক হাসান
Date:
August 23, 2026
(Sunday)
Time:
11:00 AM –
5:00 PM
Location:
Fort Hunt Park,
Shelter-00A1
Alexandria, Virginia
Please Contact:
Sam Ria
Director, Event, BAITPO
Cell: 703-332-5958
For Reservation
Scan the
QR Code
www.baitpo.org
facebook.com/baitpo
BAITPO – Connect People, Explore Opportunities, Share the Dream.

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি শাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

হজে যেতে কাবার পথে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের আকর্ষণীয় প্যাকেজ ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২০২৭ সালের পবিত্র হজ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কাবার পথে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস লিমিটেড। এ উপলক্ষে সোমবার (৩ আগস্ট) রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে হজযাত্রীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আগামী বছরের হজের বিভিন্ন প্যাকেজ, আবাসন, খাবার, পরিবহন এবং মক্কা-মদিনায় অবস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

আয়োজকরা জানান, সর্বনিম্ন ৬ লাখ ৫৫ হাজার টাকার 'স্পেশাল প্যাকেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্যাকেজের মেয়াদ ৩০ থেকে ৩৫ দিন। এতে মক্কায় স্ট্যান্ডার্ড হোটেল থেকে কাবা শরিফের দূরত্ব প্রায় ১ হাজার মিটার এবং মদিনায় হোটেল থেকে মসজিদে নববীর দূরত্ব প্রায় ৭০০ মিটার। তিন বেলা দেশি খাবার, প্রতি কক্ষে চার থেকে পাঁচজন হাজির থাকার ব্যবস্থা এবং মিনায় ইকোনমি তাঁবুর সুবিধা রয়েছে।

এ ছাড়া ৭ লাখ ৯৫ হাজার টাকার 'প্যাকেজ এ' ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্যাকেজে মক্কায় তিন তারকা বা সমমানের হোটেল এবং মদিনায় প্রায় ২০০ মিটারের মধ্যে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষ খাবার ও পরিবহন, প্রতি কক্ষে চার থেকে পাঁচজন হাজি এবং মিনায় ইকোনমি তাঁবুর সুবিধাও রয়েছে। প্যাকেজটির মেয়াদ ১২ থেকে ১৮ দিন। ১০ লাখ ৫৫ হাজার টাকার 'জিরো মিটার হোটেল'

প্যাকেজে মক্কায় টাওয়ার ভিলায় থাকার ব্যবস্থা, মদিনায় ২০০ মিটারের মধ্যে হোটেল, বুফে খাবার এবং মিনায় ভিআইপি তাঁবুর সুবিধা রাখা হয়েছে। এ প্যাকেজের মেয়াদ ১২ থেকে ১৮ দিন।

অন্যদিকে ভিআইপি প্যাকেজের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এতে মক্কায় ৫ তারকা হোটেল থেকে ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা এবং মদিনায় ৩ বা ৪ তারকা হোটেলে প্রায় ২০০ মিটারের মধ্যে থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্যাকেজেও বিশেষ খাবার ও পরিবহন এবং মিনায় ভিআইপি তাঁবুর সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া 'জিরো মিটার হোটেল' প্যাকেজের মূল্য ১০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। এতে মক্কা টাওয়ার ভিলায় থাকার ব্যবস্থা, মদিনায় ২০০ মিটারের মধ্যে হোটেল, বুফে খাবার, ১২ থেকে ১৮ দিনের প্যাকেজ এবং মিনায় ভিআইপি তাঁবুর সুবিধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১২ থেকে ১৫ দিনের স্পেশাল প্যাকেজের সুযোগ-সুবিধা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে। তবে কোরবানি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নয়। হজের ফ্লাইট ছাড়া অন্য কোনো বিমান টিকিটও প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নয়। মিনায় ভিআইপি তাঁবুর জন্য অতিরিক্ত ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। প্যাকেজের আওতায় মক্কা, মদিনা ও তায়েফে সাইটসিয়িংয়ের ব্যবস্থার কথাও জানান আয়োজকরা।

সংবাদ সম্মেলনে কাবার পথে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। হজযাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি হজের প্রস্তুতি, প্যাকেজ নির্বাচন ও নিবন্ধনসংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিসহ আগ্রহী হজযাত্রীদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজ বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

চব্বিশ বছর বয়সী এক যুবকের আত্মঘাতী তাণ্ডবে প্রাণ গেল তিনজনের

মিনহাজুল ইসলাম

শনিবার দুপুর, আইডাহোর টুইন ফলস শহর। এইমাত্র খোলা এক ইন-এন-আউট বার্গার আউটলেটের সামনে তখন স্বাভাবিক দুপুরের ভিড়। বার্গার আর মিল্কশেকের জন্য অপেক্ষারত গাড়ির সারি, ড্রাইভ-থ্রুতে বসে থাকা পরিবার, আর ভেতরে-বাইরে কর্মীদের ছুটোছুটি। বেলা দুইটা ঊনত্রিশ মিনিটে সেই স্বাভাবিকতা চুরমার হয়ে যায় একঝাঁক গুলির শব্দে। টুইন ফলস পুলিশের কন্ট্রোল রুমে তখন একের পর এক ৯১১ কল আসছিল, আর ফোনের ওপাশে অপারেটররা শুনতে পাচ্ছিলেন চিৎকার আর গুলির শব্দ মিলেমিশে একাকার।

পুলিশ প্রধান ম্যাথিউ হিক্স রোববারের সংবাদ সম্মেলনে যা বর্ণনা করেছেন, তা তার নিজের কথাতেই — কর্মজীবনে দেখা সবচেয়ে বিশৃঙ্খল দৃশ্যগুলোর একটি। বন্দুকধারী হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন চব্বিশ বছর বয়সী চ্যাড উইলিয়ামস, যিনি একটি এআর-ধাঁচের রাইফেল নিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতরে-বাইরে এলোমেলোভাবে গুলি চালান, তারপর পার্কিং লটে ছড়িয়ে পড়েন। কাছাকাছি একটি গাড়ি থেকে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, উইলিয়ামস একটি নীল রঙের টেসলার দিকে অস্ত্র তাক করে দুই দফা গুলি

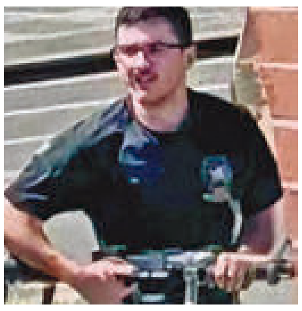

চালাচ্ছেন, তারপর অস্ত্র নামিয়ে হেঁটে সরে যাচ্ছেন, রাইফেলটি তখনও তার হাতে। ঘটনাস্থলেই নিজের বন্দুক দিয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন তিনি।

হামলার চূড়ান্ত হিসাব — তিনজন নিহত, সাতজন আহত, যাদের মধ্যে দুজন এখনও সংকটাপন্ন অবস্থায়। তিনজন স্থিতিশীল, আর দুজনকে চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজন ইন-এন-আউটেরই কর্মী। প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট লিন্সি স্নাইডার এক বিবৃতিতে লেখেন, তারা তাদের এক প্রিয় সহকর্মীকে হারিয়েছেন, যিনি সেই মুহূর্তে গ্রাহকদের সেবা দিচ্ছিলেন, আর তার জীবন কেড়ে নিয়েছে এমন একজন, যার কাছে অন্যের কিংবা নিজের জীবনের কোনো মূল্যই নেই। পুলিশ এখনও নিহতদের নাম প্রকাশ করেনি, পরিবারগুলোকে যথাযথভাবে জানানোর প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই উঠে এসেছে এক ভিন্ন ধরনের গল্প — সাহসিকতার গল্প, যা হয়তো আরও বড় বিপর্যয় ঠেকিয়ে দিয়েছিল। একজন অফ-ডিউটি স্টেট ট্রুপার আর একজন সশস্ত্র সাধারণ নাগরিক, দুজনেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বন্দুকধারীর দিকে পাল্টা গুলি চালান। পুলিশ প্রধান হিক্সের ভাষায়, তাদের এই পদক্ষেপই বন্দুকধারীকে ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে বাধ্য করে, যা আরও প্রাণহানি ঠেকিয়ে দিয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করেন। ঘটনাস্থলের এক ছবিতে দেখা যায়, সেই ব্যক্তি হ্যান্ডগান হাতে উইলিয়ামসের সঙ্গে গুলি বিনিময় করছেন রেস্তোরাঁর ঠিক বাইরে।

তবে এই সাহসিকতার গল্পের পাশেই আছে সাধারণ মানুষের নিদারুণ ভোগান্তির আরেকটি অধ্যায়। টুইন ফলসের ট্যাক্সিচালক টেরি ডাডলি, স্ত্রীহারা এক ব্যক্তি এবং চার সন্তানের জনক, তার নিজের টেসলা গাড়ির দিকে দৌড়ে যাওয়ার সময় পিঠে দুটি গুলি খান। তার সহকর্মীরা এখন একটি গোফান্ডমি তহবিল চালু করেছেন তার চিকিৎসার খরচ মেটাতে। যেখানে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন একজন মানুষ হিসেবে, যিনি নিঃশব্দে অন্যদের নিজের আগে রাখেন, পরিশ্রমী, গভীরভাবে ভালোবাসেন, আর কঠিন দিনেও আশপাশের মানুষদের হাসাতে জানেন।

তদন্তের এই পর্যায়ে বন্দুকধারীর হামলার উদ্দেশ্য এখনও অজানা। পুলিশ প্রধান হিক্স নিশ্চিত করেছেন, উইলিয়ামস একাই এই হামলা চালিয়েছেন, এবং তার পরিবার তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। "তাদের হৃদয়ও এই মুহূর্তে ভেঙে পড়েছে," উইলিয়ামসের পরিবার সম্পর্কে বলেন তিনি — একটি মন্তব্য, যা মনে করিয়ে দেয়, এই ধরনের ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন কেবল ভুক্তভোগীদের পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা ছড়িয়ে পড়ে আরও গভীরে। এমনকি অপরাধীর নিজের পরিবারের কাছেও। এফবিআইয়ের সল্টলেক সিটি শাখার বিশেষ এজেন্ট রবার্ট বোলস জানিয়েছেন, তদন্তে তারা তাদের সম্পূর্ণ সক্ষমতা নিয়োগ করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা হেইলি ডোডারো, যিনি মায়ের সঙ্গে সেদিন দুপুরে খাবার খেতে গিয়েছিলেন, বর্ণনা করেছেন সেই মুহূর্তের আতঙ্ক। ড্রাইভ-থ্রু লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ দেখেন মানুষজন রাস্তা পার হয়ে দৌড়াচ্ছে, কর্মীরা রেস্তোরাঁ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো আগুন লেগেছে, কিন্তু পরে একজন ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি জানান, ভেতরে বন্দুকধারী আছে। "তখনই বুঝলাম এটা গুলিবর্ষণ। মানুষ কাঁদতে কাঁদতে, চিৎকার করতে করতে দৌড়াচ্ছিল। ভীষণ ভয়ংকর ছিল," তিনি জানান।

এই ঘটনা আমেরিকার ভেতরে এক পরিচিত অথচ প্রতিবারই নতুন করে হৃদয় বিদীর্ণ করা প্রশ্নকে আবার সামনে নিয়ে আসে। একটি সদ্য খোলা, আনন্দের প্রতীক হয়ে ওঠা একটি বার্গার দোকান, যেখানে পরিবারগুলো ছুটির দুপুর কাটাতে যায়, কীভাবে চোখের পলকে পরিণত হয় গুলিবর্ষণের রণক্ষেত্রে। যতক্ষণ না তদন্তকারীরা উইলিয়ামসের ভেতরের সেই অন্ধকার প্রণোদনার উৎস খুঁজে বের করতে পারছেন, ততক্ষণ আমেরিকার মানুষদের একটাই প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে — কেন, এবং পরের বার কোথায়।

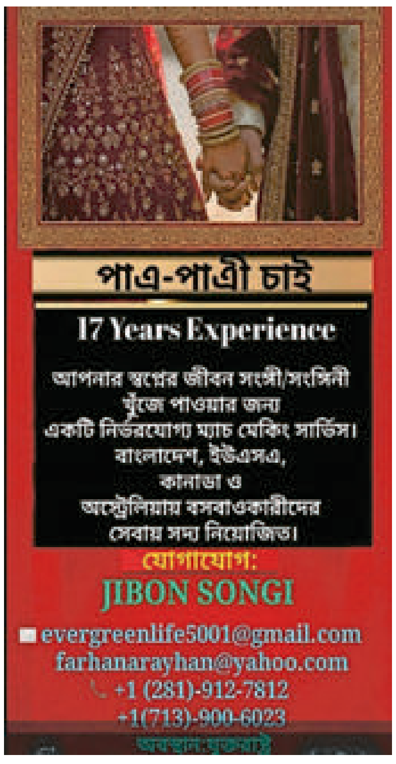

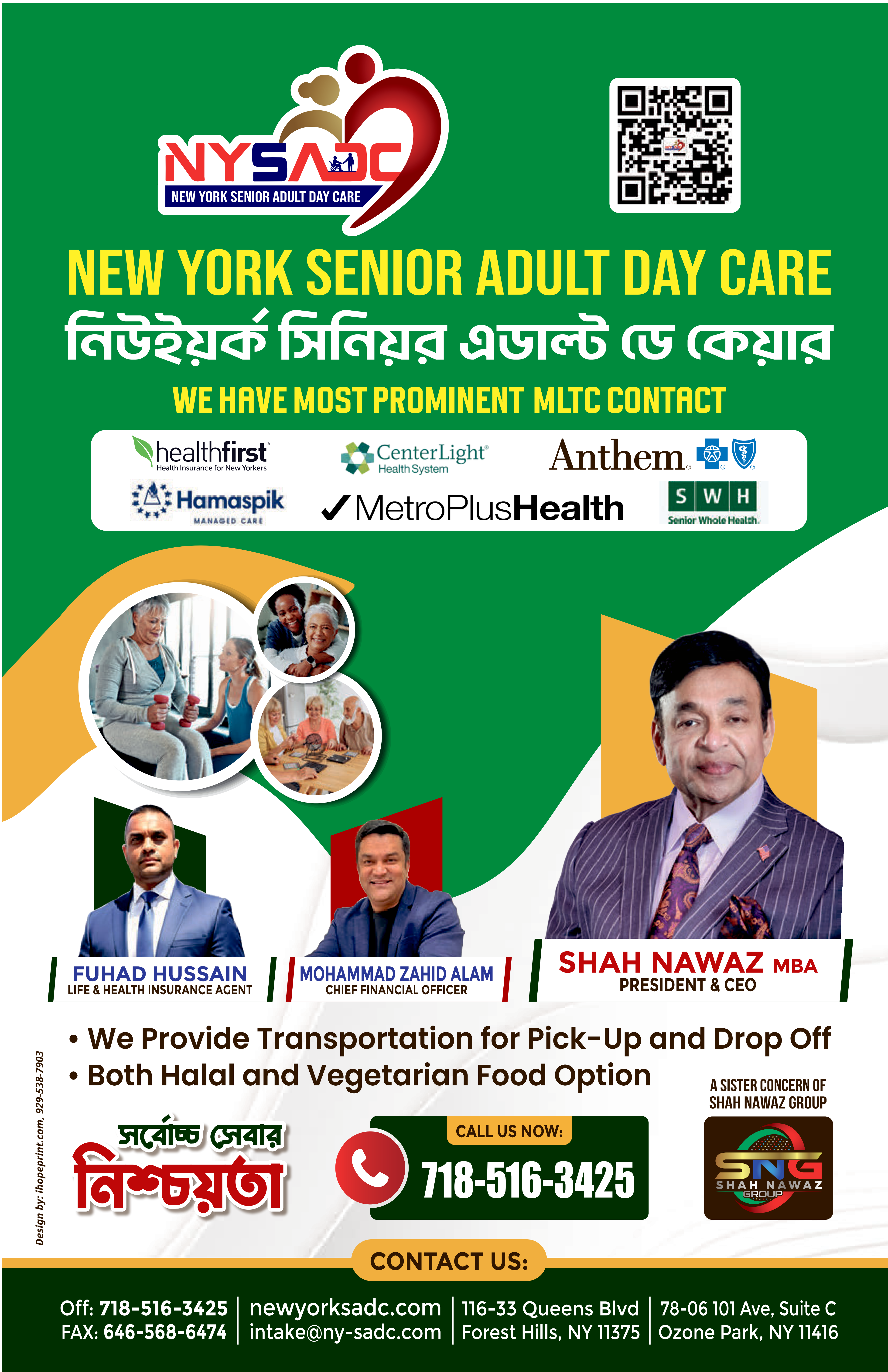
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

জ্যামাইকা কমিউনিটি অ্যালায়েন্সের নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কভিত্তিক সামাজিক ও সেবামূলক সংগঠন জ্যামাইকা কমিউনিটি অ্যালায়েন্সের নতুন ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার (২৯ জুলাই) জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিদের উপস্থিতিতে ওয়েবসাইটটির উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহেদ মিন্টু। বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মঈনউদ্দিন মিন্টু।

জ্যামাইকা কমিউনিটি অ্যালায়েন্সের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বাশার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, নতুন ওয়েবসাইটটি কমিউনিটির সদস্যদের তথ্যপ্রাপ্তি, বিভিন্ন সেবার আবেদন, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এবং সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে জানার আধুনিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বক্তব্যে জ্যামাইকা কমিউনিটি অ্যালায়েন্সের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি কমিউনিটির কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টা হাফিজর রহমানও বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মানজুরুল করিম। এ সময় সহকারী সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ফজলুল হক, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওসমান, আবুল কালাম সরকার, আব্দুল হাই হাওলাদার, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, জাবেদ নেওয়াজসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সদস্যরা কবরস্থান-সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা, ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট, গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, কমিউনিটির সংবাদ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে তথ্য পাবেন। এতে সংগঠনের সেবাগুলো আরও স্বচ্ছ ও সহজভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে সদস্যদের অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি এবং বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন সাইফুল ভূঁইয়া। পরে জ্যামাইকা কমিউনিটি অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেমিট্রিতে কবর ক্রয় করা সদস্যদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে ওয়েবসাইট নির্মাণ ও উদ্বোধন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি জ্যামাইকা কমিউনিটি অ্যালায়েন্সের সার্বিক সফলতা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন আয়োজকরা।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের শিকার ১১২ জনের দেহাবশেষ মিলল ১০০০ দিন পর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজায় গত মঙ্গলবার একই গোত্রের ১১২ সদস্যকে দাফন করা হয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ইসরায়েলের গণহত্যামূলক হামলায় তারা নিহত হয়েছিলেন। গত মাসে ধ্বংসস্তূ থেকে তাদের দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়। গাজা সিটির আবু শারিয়া ও আল-হাসায়না গোত্রের লোকজন প্রয়াত স্বজনদের শেষ বিদায় জানাতে জড়ো হন। মরদেহগুলো সারি করে রেখে ফিলিস্তিনি পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।

প্রায় ১ হাজার দিন ধরে স্বজনদের মরদেহ উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকা পরিবারের সদস্যদের জন্য এটি ছিল একই সঙ্গে স্বস্তি ও নতুন শোকের মুহূর্ত। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মিডল ইস্ট আইকে স্বজন হারানো আমের আবু শারিয়া বলেন, 'এখানে একই সঙ্গে কষ্ট ও আনন্দের অনুভূতি রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আনন্দও হচ্ছে। কারণ, ৩ বছর পর আমরা আমাদের শহীদদের দাফন করতে এবং তাদের সম্মান জানাতে পারছি। কিন্তু শোকও আবার ফিরে এসেছে। মনে হচ্ছে, গণহত্যাটি যেন আজই ঘটেছে।'

গাজায় দুই বছর ধরে চলা এই যুদ্ধের সময়ে সবচেয়ে হত্যাযজ্ঞমূলক একক বিমান হামলার ঘটনাগুলোর একটি ছিল সাবরা এলাকায় চালানো ওই হামলা। ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান একটি পুরো আবাসিক ব্লক গুঁড়িয়ে দেয়। সেখানে আবু শারিয়া ও আল-হাসায়না গোত্রের শত শত সদস্য বসবাস করছিলেন এবং আশ্রয় নিয়েছিলেন।

হামলায় ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ৪৪ শিশু, ৩৭ নারী এবং ১০ জনের বেশি প্রতিবন্ধী। নিহতদের অধিকাংশই ধসে পড়া ভবনের নিচে চাপা পড়ে ছিলেন। যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ উদ্ধারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, উদ্ধারকারী দলগুলোর কাছে প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি ছিল না। এসব যন্ত্রপাতির অনেকটাই ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় অথবা ইসরায়েল গাজায় ঢুকতে বাধা দেয়।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | SIMPLE Mobile | h2o UNLIMITED | T-Mobile | Univision mobile | Lycamobile

Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan

কাজী অফিস
নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

বেদারুল ইসলাম ফোবানার চিফ ইলেকশন কমিশনার নির্বাচিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বেদারুল ইসলাম

ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ এক সভা গত ৩ আগস্ট, রবিবার দুপুর ১টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফোবানার চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ হোসেন সভাপতিত্ব করেন এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নিহাল রহিম সভাটি পরিচালনা করেন।

সভায় এক্সিকিউটিভ কমিটির অধিকাংশ সদস্যসহ হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান ও বোর্ড অব ডিরেক্টর বেদারুল ইসলাম বাবলাকে সর্বসম্মতিক্রমে চিফ ইলেকশন কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত করা।

এছাড়াও আগামী ফোবানা নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন ফি, এক্সিকিউটিভ কমিটির মেয়াদকাল, মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন, স্কলারশিপসহ বিভিন্ন এজেন্ডাভিত্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ আগামী ৪০তম ফোবানা কনভেনশনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। নেতৃবৃন্দ জানান, ৪০তম ফোবানা কনভেনশনে উত্তর আমেরিকা ছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি লিডার, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং তরুণ নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করবেন।

কনভেনশনের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে থাকবে ফোবানার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, মূলধারায় কমিউনিটি নেতৃত্ব ও মতবিনিময় সভা, যুব ও নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্কিং সেশন, ইমিগ্রেশন বিষয়ক আলোচনা, কাব্য জলসা, নারী অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার।

কনভেনশনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ড্যারেন সোটো, স্থানীয় সিটি মেয়রসহ আরও অনেকে।

এছাড়াও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্য শেখ মুজিবর রহমান ইকবাল এমপি এবং বিশিষ্ট লেখক, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ফরিদুর রেজা সাগরকে কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বাফেলো তে বাসা ভাড়া

৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং এবং ডাইনিং।
- Spacious Living Room & Dining Area Newly Renovated.
- Refrigerator & Stove Included.
- Convenient Location Near: Jami Masjid and MUNA Masjid.

27 Peace st, Buffalo, NY. যোগাযোগ: +1 (518) 364-0930

খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক

একটি সুপরিচিত ও ব্যস্ত বিউটি সেলুনে পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক।

আমরা অফার করছি:
- প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও উচ্চ টিপসের সুযোগ
- পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়—আমরা দক্ষতার সাথে ট্রেনিং দিয়ে আপনাকে প্রস্তুত করব
- পেশাদার, পরিষ্কার ও সহায়ক কাজের পরিবেশ
- কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি

দায়িত্ব: কাস্টমার সেবা, ট্রেনিং শেষে ফেশিয়াল, ওয়াক্সিং, থ্রেডিং ইত্যাদি কাজ।
যোগ্যতা: বয়স 18+, কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও শেখার মানসিকতা। ইংরেজি জানলে প্লাস পয়েন্ট।

আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুনঃ 3475386618
অথবা সেলুনে সরাসরি আসুন। ঠিকানা ইনবক্সে দেওয়া হবে।

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতা:
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা

ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ভোলান্টে একটি ইউটিলিটি-স্কেল সোলার প্রকল্পে অভিজ্ঞ সোলার কনস্ট্রাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদ: সোলার কনস্ট্রাকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
কর্মস্থল: ভোলান্ট, পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
যোগ্যতা: সোলার/বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অভিজ্ঞতা
.প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা
.ডকুমেন্টেশন, অনবোর্ডিং, রিপোর্টিং ও ফিল্ড...সমন্বয় অভিজ্ঞতা
নিরাপত্তা অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য: .OSHA 30 সনদধারীদের অগ্রাধিকার
আগ্রহী প্রার্থীদের দ্রুত রিজ্যুমে ই-মেইলে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ই-মেইল: sramirez@callhardhat.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ইলিনয় (Elk Grove Village, Carol Stream, Elgin, Addison) এলাকায় আমাদের টিমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবী নিয়োগ করা হবে।
পদসমূহ: .CNC অপারেটর / মেশিনিস্ট
.মেইনটেন্যান্স টেকনিশিয়ান
.ওয়েল্ডার
যোগ্যতা: .সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা
.টেকনিক্যাল দক্ষতা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা দলগতভাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার সক্ষমতা
যোগাযোগ: Zander – 224-998-9144, ইমেইল: zfulton@rhmstaffing.net

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দ্য আইএমএ গ্রুপ (The IMA Group) যুক্তরাষ্ট্রে টিয়ার-১ শিডিউলার পদে পূর্ণকালীন জনবল নিয়োগ দেবে। নির্বাচিত প্রার্থীরা চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ, ইনবাউন্ড ও আউটবাউন্ড কল পরিচালনা, সময়সূচি–সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং ক্লায়েন্ট, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও অভ্যন্তরীণ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন।
পদ: টিয়ার-১ শিডিউলার (ফুল-টাইম, রিমোট)। কর্মস্থল: যুক্তরাষ্ট্র (রিমোট)
যোগ্যতা: ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক (হাই স্কুল) বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।
.ক্লারিক্যাল, কল সেন্টার বা কাস্টমার সার্ভিসে কমপক্ষে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
.কম্পিউটার পরিচালনা ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা।
.যোগাযোগ ও সমন্বয়মূলক কাজে পারদর্শিতা।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা: ঘণ্টাপ্রতি ১৬ মার্কিন ডলার।
স্বাস্থ্য, ডেন্টাল ও ভিশন ইনস্যুরেন্স। বেতনসহ ছুটি ও সরকারি ছুটি। ৪০১(কে) অবসর সঞ্চয় সুবিধা। মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি। টিউশন ফি সহায়তা, শিক্ষাঋণ পরিশোধে সহায়তা এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় কর্মসুবিধা।
আবেদন: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের লিংক: https://jobs.jobvite.com/theimagroup/job/o3BvAfwt/apply

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

হিউস্টন, টেক্সাসে এইচভিএসি শিট মেটাল খাতে টিআইজি (TIG) ও এমআইজি (MIG) ওয়েল্ডিংয়ে অভিজ্ঞ ওয়েল্ডার নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদ: ওয়েল্ডার (TIG/MIG)
কর্মস্থল: হিউস্টন, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র
যোগ্যতা: এইচভিএসি শিট মেটাল কাজে TIG/MIG ওয়েল্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্মস্থলে ভ্রমণের মানসিকতা থাকতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা: পর্যাপ্ত ওভারটাইমের সুযোগ।
ভ্রমণপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে হোটেল ও দৈনিক ভাতা (Per Diem) প্রদান করা হবে।
দ্রুত কাজ শুরু করার সুযোগ।
আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীদের ফোন না করে শুধুমাত্র টেক্সট মেসেজে “Welder” লিখে যোগাযোগ করতে হবে। মোবাইল (টেক্সট): (214) 738-5619

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জেবেক ইন্টারন্যাশনাল (Xebec International) যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ফ্রন্ট ডেস্ক সেলস এক্সিকিউটিভ পদে জনবল নিয়োগ দেবে।
পদ: ফ্রন্ট ডেস্ক সেলস এক্সিকিউটিভ (ফুল-টাইম/পার্ট-টাইম)
কর্মস্থল: হ্যামট্রামক, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র
যোগ্যতা: মৌলিক কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা।
ইংরেজিতে প্রাথমিক যোগাযোগের সক্ষমতা।
বিক্রয় ও গ্রাহকসেবায় আগ্রহ এবং ভালো যোগাযোগ দক্ষতা।
এয়ারলাইন টিকিটিং (GDS) বা সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা: ঘণ্টাপ্রতি ১৪–১৫ মার্কিন ডলার (অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে)।
বিমান টিকিট, মোবাইল ফোন, অ্যাকসেসরিজ, এক্সফিনিটি ওয়াই-ফাই এবং ডিএইচএল সেবা বিক্রিতে অতিরিক্ত নগদ প্রণোদনা।
আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীরা ফোনে যোগাযোগ করতে পারবেন।
যোগাযোগ: 313-367-0441, 313-305-4727, 313-707-8184

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ কোল্ড কলার (Cold Caller) পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদ: কোল্ড কলার (ফুল-টাইম, রিমোট)।
কর্মস্থল: যুক্তরাষ্ট্র (রিমোট)
যোগ্যতা: যুক্তরাষ্ট্রের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কোল্ড কলিংয়ে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। ইংরেজিতে সাবলীল যোগাযোগ দক্ষতা।
সিআরএম (CRM) সফটওয়্যার ও সেলস ডায়ালার ব্যবহারে অভিজ্ঞতা।
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ ও গ্রাহক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা।
নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ এবং বাসা থেকে কাজের উপযোগী পরিবেশ।
অগ্রাধিকার: ভার্চুয়াল স্টাফিং, রিক্রুটমেন্ট বা বি-টু-বি (B2B) সেলসে অভিজ্ঞ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীদের হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (রিজ্যুমে), ৩০–৬০ সেকেন্ডের ভিডিও পরিচিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোল্ড কলিংয়ের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
ই-মেইল: reeza@teamstead.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্ক সিটি এলাকায় কমার্শিয়াল লকস্মিথ পদে পূর্ণকালীন জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদ: কমার্শিয়াল লকস্মিথ (ফুল-টাইম)
কর্মস্থল: নিউইয়র্ক সিটি, যুক্তরাষ্ট্র
যোগ্যতা: কমার্শিয়াল লকস্মিথ হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বাণিজ্যিক লক ও ডোর হার্ডওয়্যার স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
দায়িত্বশীল, সময়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে।
কর্মসূচি: সোমবার থেকে শুক্রবার (পূর্ণকালীন)।
সুযোগ: স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি কাজের আগ্রহী অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের জন্য এটি একটি ভালো সুযোগ।
বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের জন্য যোগাযোগ করুন:
https://www.facebook.com/share/p/1DCresDRch/

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কিডসমাইলস (Kiddsmiles) লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্কে তাদের ডেন্টাল প্র্যাকটিসের জন্য পূর্ণকালীন জনবল নিয়োগ দেবে।
পদসমূহ: ফ্রন্ট ডেস্ক রিসেপশনিস্ট, ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
কর্মস্থল: নাসাউ ও সাফোক কাউন্টি, লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যোগ্যতা: বন্ধুসুলভ, দায়িত্বশীল ও পেশাদার মনোভাব থাকতে হবে।
টিমের সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।
রোগীদের উন্নত সেবা দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে।
ডেন্টাল অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। তবে আগ্রহী ও শেখার মানসিকতা থাকলে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।
সুযোগ-সুবিধা: পেইড টাইম অফ (PTO), বিভিন্ন কর্মী সুবিধা, উন্নতির সুযোগ সুন্দর ও সহযোগিতাপূর্ণ কর্মপরিবেশ
আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত (রিজ্যুমে) পাঠাতে হবে।
ই-মেইল: Nicole@kiddsmiles.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ডেন্টাল সিমেট্রি (Dental Symmetry) নিউইয়র্কের প্লেইনভিউ এলাকায় ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডেন্টাল ইন্টার্ন পদে জনবল নিয়োগ দেবে। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আগ্রহী ও শেখার মানসিকতাসম্পন্ন প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।
পদ: ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / ডেন্টাল ইন্টার্ন (ফুল-টাইম ও পার্ট-টাইম)
কর্মস্থল: প্লেইনভিউ, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যোগ্যতা: বন্ধুসুলভ ও ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে।
রোগী ও সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
দায়িত্বশীল ও পেশাদার মানসিকতা থাকতে হবে।
নতুন কিছু শেখার আগ্রহ থাকতে হবে।
ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার, তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা: ঘণ্টাপ্রতি ১৮–৩৬ মার্কিন ডলার (অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে)।
স্বাস্থ্য বীমা। ডেন্টাল সুবিধা। বেতনসহ ছুটি। সরকারি ছুটি। দক্ষতা উন্নয়ন ও সহযোগিতাপূর্ণ কর্মপরিবেশ।
আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত (রিজ্যুমে) ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
ই-মেইল: ssternberger@dentalsymmetry.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ফার্স্ট লাইন প্রোটেকশন (1st Line Protection) নিউইয়র্কের মন্টক এলাকায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ দেবে।
পদ: লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিকিউরিটি গার্ড (ফুল-টাইম)
কর্মস্থল: মন্টক, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যোগ্যতা: বৈধ সিকিউরিটি গার্ড লাইসেন্স থাকতে হবে।
দায়িত্বশীল, সময়নিষ্ঠ ও পেশাদার হতে হবে।
নিরাপত্তা খাতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।
কর্মসূচি: প্রতি শুক্রবার ও শনিবার রাতের শিফট।
আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীরা ডাইরেক্ট মেসেজ (DM) অথবা টেক্সটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন।
মোবাইল: 631-449-4303

নিউ জার্সিতে চট্টগ্রাম সমিতির জমজমাট বনভোজন ও মিলনমেলা

সুব্রত চৌধুরী, নিউ জার্সি

প্রবাসের কর্মব্যস্ত জীবনের কোলাহল পেরিয়ে বাংলা সংস্কৃতির আবহ ধরে রাখতে ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ‘চট্টগ্রাম সমিতি নিউ জার্সি’র বার্ষিক জমজমাট বনভোজন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

বুধবার (২৯ জুলাই) নিউ জার্সির কেপ মে কাউন্টি পার্কে এই আনন্দঘন বনভোজনের আয়োজন করা হয়। শহরের কোলাহল, ব্যস্ততা আর কংক্রিটের দেয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনটি কাটিয়েছেন হাসি, গল্প ও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে। অনুকূল আবহাওয়ায় সকালের নরম রোদ, দুপুরের উষ্ণতা আর বিকেলের স্নিগ্ধতায় প্রবাসী বাংলাদেশি ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে পুরো আয়োজন স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

দিনব্যাপী এ বনভোজনে শিশু, পুরুষ ও নারীদের জন্য রাখা হয় আনন্দদায়ক নানা খেলাধুলা। ছোটদের দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে নারীদের ঐতিহ্যবাহী বালিশ খেলা; সব আয়োজনেই ছিল প্রাণের ছোঁয়া। খেলাধুলার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয় নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার, যা উপস্থিত সবার মধ্যে এক আনন্দের আমেজ সৃষ্টি করে। এছাড়া প্রবাসে বেড়ে ওঠা চট্টগ্রাম সমিতির কৃতী শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদযাপনে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। দুপুরের খাবার ও খেলাধুলা শেষে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্ব। এ পর্বে স্থানীয় ও জনপ্রিয় শিল্পী জলি দাশ, নীলাদ্রি চৌধুরী, জয়ন্ত সিনহা ও স্বপন দাশ একের পর এক গান পরিবেশন করে পুরো পার্ক মাতিয়ে রাখেন। তাদের মনোমুগ্ধকর পারফর্ম্যান্স প্রবাসের মাটিতে যেন এক টুকরো বাংলাদেশকে তুলে ধরে। বনভোজনে আগত অতিথিরা প্রবাসে এ ধরনের চমৎকার মিলনমেলার আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, এ জাতীয় উদ্যোগ প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তারা।

> দিনব্যাপী এ বনভোজনে শিশু, পুরুষ ও নারীদের জন্য রাখা হয় আনন্দদায়ক নানা খেলাধুলা। দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে শুরু সব আয়োজনেই ছিল প্রাণের ছোঁয়া।

পুরো আয়োজনে ছিলেন আবদুর রফিক, মনজুরুল হক, নূর মোহাম্মাদ, বিপ্লব দাশ ও মো. কবিরসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। চট্টগ্রাম সমিতি নিউ জার্সির পক্ষ থেকে আবদুর রফিক বনভোজন সফল করায় আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

অঙ্গন পার্টি হলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

জীবনাদর্শ, মানবকল্যাণ, নৈতিকতা, পরিবার, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি বিষয়ে আলোচনা করবেন। নতুন প্রজন্মের জন্যও থাকবে বিশেষ আয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত তরুণ স্কলাররা ইংরেজিতে বক্তব্য রাখবেন।

কনভেনশন উপলক্ষে বুধবার (৫ আগস্ট) জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ, মুফতি আব্দুল মালেক, মুফতি আব্দুল্লাহ আল আজহারী, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা মঞ্জুরুল করীম ও আবু তাহের বক্তব্য দেন।

শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য ও লিখিত বক্তব্যে কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি তুলে ধরেন মুফতি আব্দুল মালেক।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন সাপ্তাহিক পরিচয়-এর সম্পাদক নাজমুল আহসান এবং সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান।

আয়োজকরা জানান, মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা, সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করাই এ কনভেনশনের মূল লক্ষ্য।

পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা তরুণদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাও এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আয়োজকরা আরও জানান, কনভেনশনে কোনো তহবিল সংগ্রহ (ফান্ড রেইজিং) করা হবে না। মহানবী (সা.)-এর প্রেমিকদের স্বেচ্ছা সহযোগিতায় এ আয়োজন বাস্তবায়িত হচ্ছে। কনভেনশন সফল করতে অঙ্গন পার্টি হলের কর্ণধার মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

সংবাদ সম্মেলনের শেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

চৌমুহনী ক্লাব ইউএসএ’র বার্ষিক বনভোজন

রুদ্র মাসুদ

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র চৌমুহনী অঞ্চলের প্রবাসীদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন চৌমুহনী ক্লাব ইউএসএ’র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) নিউইয়র্কের সানকেন মিডও স্টেট পার্কে দিনব্যাপী এই বনভোজনে সংগঠনের সদস্য, সদস্যদের পরিবার পরিজন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।

বনভোজনে উপলেক্ষ্য শিশু-কিশোর ও নারী-পুরুষদের দৌড় প্রতিযোগীতা, ক্রিকেট, ফুটবল, বালিশ খেলা মোরগ লড়াইসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক এই আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের নানাপ্রান্ত থেকে ছুটে আসেন অনেকে। দীর্ঘদিন পর দেখা হয়ে একে অপরের সাথে খোশগল্পে মেতে উঠে, আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। দিনব্যাপী আয়োজনের ফাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে অংশ নেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও।

সকাল থেকে বিভিন্ন পর্বে খাবারের আয়োজন ছিলো চোখে পড়ার মতো। চমচা, সিংগাড়া ভেজে পরিবেশন, মিষ্টান্ন পরিবেশন চলে নিয়মিত। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা, র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কেও জনপ্রিয়ে উপস্থাপিকা শারমিনা সিরাজ সোনিয়ার অনবদ্য উপস্থাপনায় সংগীত পরিবেশন ছাড়াও, সদস্যরা নানান খুনসুটিতে মেতে উঠেন। দীর্ঘসময় ধরে আনন্দ উপভোগ করেন সববয়সীরা। দুপুরে স্বেচ্ছাসেবীদের সুশৃঙ্খল খাবার পরিবেশন বনভোজনে অংশগ্রহণকারী সবার প্রশংসা কুড়ায়।

নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেক্রেটারি সাকিব করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হক সাদ্দাম ও কোষাধ্যক্ষ ওমর ফারুক বিভিন্ন পর্বে সঞ্চালনা করেন। বনভোজনের গ্র্যান্ড স্পন্সর বাংলাদেশ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন বাবু, টাইটেল স্পন্সর বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু, গোল্ড স্পন্সর কালাম জুয়েলার্সের আবুল কালাম, এয়ারটিকেট স্পন্সর ব্যাবসায়ী জাকির এইচ চৌধুরী, স্পন্সর সিকে ফুডের ইফতেখারুল আলম অভি।

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, চৌমুহনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আক্তার হোসেন ফয়সল, বিশিষ্ট সমাজ সেবক মিনহাজ আহমেদ জাবেদ। সংগীত পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় কন্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব, মেহজাবিন, মিমি, মিমি আলাউদ্দিন প্রমুখ।

সৈয়দ রাব্বানী এবং টেক্সাসের এক

শেষ পৃষ্ঠার পর

করেছেন। এই ট্র্যাজেডির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এক নিষ্ঠুর প্রতীকী বার্তা, যা বহু বছর পরও ডায়াস্পোরার মনে দাগ কেটে থাকবে। ১৯৮৮ সালে হ্যারিস কাউন্টির একটি জুরি রাব্বানীকে ক্যাপিটাল মার্ডারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। যদিও বিচার চলাকালীন তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে গেছেন শেষ পর্যন্ত। তখন তার বয়স মাত্র তেইশ। শাস্তি — মৃত্যুদণ্ড।

এখানেই গল্পটা যেন থমকে যাওয়ার কথা ছিল। একটি দুঃখজনক কিন্তু সমাপ্ত অধ্যায়। কিন্তু বাস্তবতা হয়ে উঠল আরও অদ্ভুত, আরও ভয়ংকর। ১৯৯৪ সালে রাব্বানীর আইনজীবীরা তার সাজার বিরুদ্ধে একটি আপিল দাখিল করেন হ্যারিস কাউন্টি আদালতে। এরপর যা ঘটে, তা যেন কাফকার কোনো উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা। সেই আপিল আদালতের ফাইলের স্তূপে হারিয়ে যায়। এবং কেউ তা খুঁজে দেখার প্রয়োজনও বোধ করে না। ততদিনে রাব্বানী রয়ে যান ডেথ রোয়ে। একা, বিস্মৃত, প্রায় তিন দশক ধরে। যতদিন না ২০২২ সালে হ্যারিস কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট ক্লার্কের অফিস তার ফাইলটি খুঁজে পায়। এমন একশোরও বেশি “হারিয়ে যাওয়া” মামলার মধ্যে একটি হিসেবে।

যে মানুষটি একদিন সুস্থ-সবল তেইশ বছর বয়সী তরুণ ছিলেন, তিনি হয়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অস্তিত্ব। তার আইনজীবী বেন উলফ, যিনি টেক্সাস অফিস অব ফরেনসিক অ্যান্ড ক্যাপিটাল রাইটসের পরিচালক, প্রথমবার রাব্বানীর সেলে গিয়ে যা দেখেছিলেন তা নিজের পঁচিশ বছরের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে ভয়াবহ দৃশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। দেয়ালে মলের দাগ, মেঝেতে নোংরা বিছানার প্যাড ছড়ানো, টয়লেটে ছত্রাক জমে আছে। রাব্বানী তখন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে একটি শক্ত কম্বল মুখের উপর টেনে নিতেন। ২০২২ সালের শুরুতে হাইপোথার্মিয়া, হার্ট অ্যাটাক এবং তীব্র প্যানক্রিয়াটাইটিসের এক বিভীষিকাময় পর্বের পর রব্বানী চোখে দেখা হারান ছানির কারণে। স্ট্রোকে প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়েন, এবং মস্তিষ্কের ক্ষতিসহ মৃগীরোগেও আক্রান্ত হন। এমন এক অবস্থা, যাকে তার আইনজীবীরা “সেমি-ভেজিটেটিভ” বলে বর্ণনা করেছেন।

আইনি লড়াই অবশেষে ফল দেয় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে। যখন টেক্সাস কোর্ট অব ক্রিমিনাল আপিলস রাব্বানীর সাজা বাতিল করে দেয় এই যুক্তিতে যে বিচারক জুরিকে মিটিগেটিং এভিডেন্স বিবেচনার ব্যাপারে সঠিকভাবে নির্দেশনা দেননি। তারপর ২০২৩ সালের ১৪ নভেম্বর হ্যারিস কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নির অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেয়, তারা আর মৃত্যুদণ্ড দাবি করবে না। বিচারক লরি চেম্বার্স গ্রে-র আদালতে রাব্বানীকে নতুন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্যারোলের সুযোগসহ। পঁয়ত্রিশ বছরের বন্দিত্বের সুবাদে তিনি এখন প্যারোলের জন্য যোগ্য।

শুনানিতে বেন উলফ যখন আদালতে তার মক্কেলের চিকিৎসাগত দুর্দশার কথা বর্ণনা করছিলেন। তখন তিনি কেঁদে ফেলেন, কথা বলতে গিয়ে থেমে যান বারবার। “এই মামলা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আত্মায় একটি কলঙ্ক,” তিনি বলেছিলেন। উলফ আদালতের কাছে অনুরোধ করেন, রাব্বানীকে যেন হসপিসে স্থানান্তর করার সুপারিশ করা হয়। এরপর প্যারোলের মাধ্যমে যেন তাকে বাংলাদেশে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুরোধের পেছনে ছিল আরেকটি নাটকীয় মোড়। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে, হিউস্টন ল্যান্ডিং পত্রিকায় রাব্বানীর মামলার প্রতিবেদন পড়ে তার ভাইবোনেরা তার সন্ধান পান। যাদের সঙ্গে ১৯৯৫ সালে বাবার মৃত্যুর পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রাব্বানীর ছোট ভাই সৈয়দ ফাসাইনি বাংলাদেশের পশ্চিম শিকারপুর থেকে বিচারকের কাছে চিঠি লেখেন। জানান পরিবার তার ভাইকে যত্ন নিতে প্রস্তুত, তার অসুস্থতা সত্ত্বেও।

কিন্তু এখানেও কাহিনি সহজ পথে এগোয়নি। রাব্বানীকে বহুবার টেক্সাস ডিপার্টমেন্ট অব ক্রিমিনাল জাস্টিসের নিজস্ব কর্মীরাই হসপিসে স্থানান্তরের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু যতদিন তিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন, ততদিন সেই সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। নিয়মের বেড়াজালে তিনি ছিলেন এমন এক শাস্তির জন্য অযোগ্য, যা এখন নিজেই সাংবিধানিকভাবে অকার্যকর বলে বিবেচিত। রায়ের তিনদিন পর, ২০২৩ সালের ১৭ নভেম্বর, বিচারক চেম্বার্স গ্রে হসপিস বা প্যারোলের সুপারিশ দিতে অস্বীকৃতি জানান। বলেন এই ধরনের সিদ্ধান্ত “নির্বাহী বিভাগ অথবা বোর্ড অব পার্ডনস অ্যান্ড প্যারোলস”-এর এখতিয়ারভুক্ত। উলফ তখন আদালতে বলেছিলেন, “আমি চাই না তাকে আবার হারিয়ে যেতে দেওয়া হোক।”

সেই মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত রাব্বানীর ভাগ্য ঝুলে আছে এক অনিশ্চয়তার সুতোয়। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তিনি এখনও হান্টসভিলের এস্টেল ইউনিটে বন্দি। একটি প্রিজন বেডে শায়িত অবস্থায়, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে টেক্সাসের বোর্ড অব পার্ডনস অ্যান্ড প্যারোলসের সিদ্ধান্তের ওপর। যে বোর্ড কবে তার মামলা বিবেচনা করবে বা রায় দেবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ডেথ পেনাল্টি ইনফরমেশন সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক রবিন মাহের এই মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, এত অসহায় একজন মানুষকে এভাবে ভুলে যাওয়া যায়! এই বাস্তবতাই ন্যায়বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলে না, বরং তার ব্যর্থতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে।

সৈয়দ রাব্বানীর কাহিনি আমেরিকার বিচার ব্যবস্থার মেরুদণ্ডের দিকে তাক করা। একটি রাষ্ট্রযন্ত্র যখন নিজের কাগজপত্র হারিয়ে ফেলে, তখন তার মাশুল কে দেয়? তিন দশক ধরে একজন মানুষের জীবন যখন একটি ফাইলের ভেতর চাপা পড়ে থাকে। তখন সেই মানুষটির অন্ধত্ব, তার পক্ষাঘাত, তার মস্তিষ্কের ক্ষয় — এসবের দায় কার? পশ্চিম শিকারপুরে অপেক্ষারত এক ভাইয়ের চিঠি। একটি প্রিজন বেডে শায়িত নিশ্চল শরীর। আদালতকক্ষে আইনজীবীর অশ্রুসজল কণ্ঠ। এসব দৃশ্য মিলিয়েই তৈরি হয়েছে এই শতাব্দীর অন্যতম নিঃশব্দ ট্র্যাজেডি, যার শেষ দৃশ্য এখনও লেখা হয়নি।

প্রবাসী চিকিৎসকদের দেশের স্বাস্থ্যসেবায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসকরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, ক্লিনিক্যাল গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের চিকিৎসক, মেডিকেল শিক্ষার্থী এবং স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত আরও সমৃদ্ধ হবে।

বক্তারা প্রবাসী চিকিৎসকদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা গড়ে তুলতে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এর মধ্যে রয়েছে—বাংলাদেশের চিকিৎসকদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক চিকিৎসা শিক্ষা (সিএমই) কর্মসূচির সুযোগ সৃষ্টি, বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার চিকিৎসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ গবেষণা পরিচালনা, তরুণ চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য মেন্টরশিপ ও গবেষণা সহযোগিতা, আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ও চিকিৎসা শিক্ষায় অভিজ্ঞতা বিনিময়, টেলিমেডিসিন সেবার সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ ও গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রবাসী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অধ্যাপক ডা. শাকুর খান, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের পরিচালক ডা. কাজী সাইফুদ্দিন বেন্নুর।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডিএফএনএর প্রধান উপদেষ্টা ও ব্রুকডেল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের শিক্ষক ডা. মুজিবুর আর মজুমদার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিডিএফএনএর সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডা. জাহিদ দেওয়ান শামীম।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিডিএফএনএর সভাপতি ও জেফারসন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডা. ইবরুল চৌধুরী।

এ সময় বক্তব্য দেন বিডিএফএনএর সহসভাপতি এবং ইনফার্মারি হেলথ, আলাবামার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. জামাল উদ্দিন, আলবার্ট আইনস্টাইন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান টিংকু এবং নিউইয়র্ক সিটির প্রাইম হেলথের মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. নীল এন টিংকু।

অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারীদের মধ্যে ছিলেন ইয়েল ইউনিভার্সিটির এপিলেপসি সেন্টারের নিউরোফিজিওলজিস্ট ডা. নাসরিন শাহানা চাদনী, নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ডা. মাহবুবুর রহমান লিপন এবং নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগের ভ্যাকসিন বিভাগের সুপারভাইজার ডা. খাইরুল সিদ্দিক রিপন।

বিডিএফএনএর এই আয়োজন উত্তর আমেরিকায় কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও পেশাগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা এবং গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাঁদের মতে, প্রবাসী চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা গেলে দেশের চিকিৎসাসেবা আরও আধুনিক, দক্ষ এবং গবেষণাভিত্তিক হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিকিৎসকদের জন্যও নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চালু থাকা ‘ভিসা বন্ড’ স্থায়ী হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, পঞ্চাশটি দেশের নাগরিকদের জন্য চালু থাকা “ভিসা বন্ড” কর্মসূচি এখন থেকে আর পরীক্ষামূলক নয়। বরং স্থায়ী নীতি হিসেবে বলবৎ হচ্ছে। ৩১ জুলাই শুক্রবার ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত খসড়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রায় এক বছরের পর্যালোচনায় “যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ” মিলেছে যা প্রমাণ করে এই বন্ড-ব্যবস্থা ভিসার শর্ত মেনে চলাকে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করছে। সোমবার থেকেই কর্মসূচিটি চিরস্থায়ী রূপ নেয়ার কথা।

শুধু স্থায়ীকরণেই থেমে নেই ওয়াশিংটন। জামানতের অঙ্কও বাড়ানো হয়েছে যথেষ্ট রকম। পরীক্ষামূলক পর্বে সর্বোচ্চ পনেরো হাজার ডলার পর্যন্ত জামানত রাখার নিয়ম ছিল। বিবেচনার ভিত্তিতে পাঁচ বা দশ হাজার ডলারেও রফা হতো। এখন সেই সর্বনিম্ন পাঁচ হাজারের বিকল্পটিই তুলে দেওয়া হয়েছে, আর সর্বোচ্চ সীমা গিয়ে ঠেকেছে বিশ হাজার ডলারে। অর্থাৎ ভ্রমণ বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমেরিকা প্রবেশে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারের আগেই পকেটে রাখতে হবে এমন এক অঙ্কের অর্থ, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের বছরের পর বছরের সঞ্চয়ের সমান।

বাংলাদেশ অবশ্য এই তালিকায় নতুন কোনো নাম নয়। চলতি বছরের একুশে জানুয়ারি থেকেই বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের জন্য এই বন্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে। ব্যবসায়িক ও পর্যটন ভিসা, যা বি১ ও বি২ নামে পরিচিত, তার আবেদনকারীদের জন্যই এই শর্ত প্রযোজ্য। ভিসা প্রত্যাখ্যাত হলে কিংবা শর্ত মেনে নির্ধারিত সময়ে দেশ ছাড়লে জামানতের পুরো অর্থ ফেরত পাওয়ার কথা বলা হলেও, বাস্তবে এই প্রতিশ্রুতি কতটা নির্ভরযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষত যাদের কাছে এই বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যাংকে জমা রাখাই একটি বড় আর্থিক ঝুঁকি।

পরিসংখ্যান বলছে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতি তার লক্ষ্য পূরণে মোটামুটি সফল, অন্তত সরকারি হিসাবে। ২০২৪ সালে এই পঞ্চাশ দেশ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশ ভ্রমণকারী ভিসার মেয়াদ পার করেও দেশে থেকে গিয়েছিলেন। অথচ পরীক্ষামূলক কর্মসূচির প্রথম দশ মাসে এই সংখ্যা নেমে এসেছে পঞ্চাশেরও কম।একটি পরিসংখ্যান, যা পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা গর্বভরে তুলে ধরছেন সাফল্যের প্রমাণ হিসেবে। কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে আরেক বাস্তবতা। প্রাথমিক প্রাক্কলনে ধারণা করা হয়েছিল, বছরে হয়তো দুই হাজার আবেদনকারী এই বন্ডের আওতায় পড়বেন। বাস্তবে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় বিশ হাজারে—দশগুণ বেশি। এদের প্রায় অর্ধেকই শেষ পর্যন্ত জামানত দিতে রাজি হননি, ফলে এই দেশগুলো থেকে ব্যবসায়িক ও পর্যটন ভিসা ইস্যুর সংখ্যা কমেছে তিরাশি শতাংশ।

এই পরিসংখ্যানের পেছনের গল্পটা বোঝা কঠিন নয়। যে পরিবার সন্তানের বিয়েতে আমেরিকাপ্রবাসী আত্মীয়কে দাওয়াত করতে চায়, কিংবা যে ব্যবসায়ী নিউইয়র্কে একটি বাণিজ্য মেলায় অংশ নিতে চান, তার কাছে বিশ হাজার ডলার জামানত রাখা মানে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করাই সহজ পথ। সমালোচকরা তাই দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, এই নীতি মূলত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের ওপর একধরনের আর্থিক জরিমানা চাপিয়ে দিচ্ছে, যাদের অপরাধ শুধু এই যে তারা এমন এক দেশে জন্মেছেন যার পাসপোর্টের ওপর ওয়াশিংটনের আস্থা কম।

পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাষ্যে অবশ্য এসবের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই চূড়ান্ত নিয়ম বি১ ও বি২ ভিসার চাহিদা আরও কমিয়ে আনবে বলেই তাদের প্রত্যাশা। অর্থাৎ ভিসার আবেদন কমে যাওয়াটাকেই তারা দেখছে সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে, ভ্রমণেচ্ছুক মানুষের হতাশাকে নয়। এই যুক্তিতে দেয়াল যত উঁচু হবে, ওপারের মানুষ তত কম আসবে, আর সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে সেটাই সাফল্য।

বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের জন্য এই খবরের বাস্তব অর্থ দাঁড়াচ্ছে এমন—আমেরিকা ভ্রমণের স্বপ্ন এখন আর শুধু ভিসা সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিষয় নয়। বরং একটি সুনির্দিষ্ট আর্থিক প্রস্তুতিরও বিষয়। যাদের হাতে বিশ হাজার ডলার তুলে রাখার সামর্থ্য নেই, তাদের জন্য আমেরিকা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দূরের দেশ—কেবল ভৌগোলিক অর্থে নয়, আর্থিক অর্থেও।

নিউজার্সিতে দুই বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, ক্যাব মিটার টেম্পারিংসহ বিভিন্ন অপরাধে কিছু বাংলাদেশির নাম সংবাদে এলেও, সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর (টেক সাপোর্ট) প্রতারণা ও আর্থিক স্ক্যামেও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ সামনে আসছে। একদিকে পরিশ্রমী, সৎ ও সফল অভিবাসী হিসেবে বাংলাদেশিদের ইতিবাচক পরিচিতি থাকলেও, অন্যদিকে অল্প কিছু ব্যক্তির অপরাধ পুরো কমিউনিটির ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

নিউজার্সির রিভারসাইড টাউনশিপে সম্প্রতি এমনই এক ঘটনায় এক নারী প্রতারণার শিকার হয়ে ২৫ হাজার ডলার নগদ হারিয়েছেন। রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, তার কম্পিউটারে একটি ভুয়া “ভাইরাস সতর্কতা” (পপ-আপ) প্রদর্শিত হয়। সেখানে দেওয়া নম্বরে ফোন করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ওয়েলস ফার্গো ব্যাংকের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে দাবি করেন, ওই নারীর কম্পিউটার থেকে ব্যাংকের নেটওয়ার্কে ভাইরাস ছড়িয়েছে। এরপর তাকে ভয় দেখানো হয় যে, এফবিআইয়ের তদন্ত এড়াতে হলে ২৫ হাজার ডলার নগদ তুলে একটি বাক্সে ভরে বাড়ির বাইরে রাখতে হবে, যাতে ব্যাংকের কথিত প্রতিনিধি এসে তা সংগ্রহ করতে পারেন। আতঙ্কিত হয়ে তিনি নির্দেশনা অনুসরণ করেন এবং একজন এসে সেই অর্থ নিয়ে যায়। পরে প্রতারকরা আরও ৩০ হাজার ডলার একইভাবে প্রস্তুত রাখতে বলেন।

দ্বিতীয়বার অর্থ চাওয়ার পর ওই নারীর সন্দেহ হলে তিনি রিভারসাইড পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশ তার সহযোগিতায় একটি ফাঁদ পাতে। নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয় দফার অর্থ সংগ্রহ করতে এলে ঘটনাস্থল থেকেই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া দুজন হলেন এগ হারবার টাউনশিপের বাসিন্দা এমডি এন. ইসলাম (৪৮) এবং ওয়েস্টভিলের বাসিন্দা মোহাম্মদ জেড. ইসলাম (৫৮)। তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক উপায়ে চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালতের সমনের মাধ্যমে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় কারও কাছে অতিরিক্ত তথ্য থাকলে রিভারসাইড পুলিশ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। চলতি বছরের শুরুতে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার আপশার কাউন্টিতেও একই ধরনের একটি প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার হন বাফেলো, নিউইয়র্কের বাসিন্দা নাইমাত উল্লা (৩১)।

তদন্তে জানা যায়, একটি ব্যাংকের সন্দেহজনক লেনদেনের সূত্র ধরে আপশার কাউন্টি শেরিফের অফিস ও রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের তদন্তকারীরা যৌথভাবে একটি “মানি ড্রপ” অভিযান পরিচালনা করেন। নির্ধারিত স্থানে অর্থ সংগ্রহ করতে এলে নাইমাত উল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার নগদ, স্বর্ণমুদ্রা এবং একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস। তিনি বর্তমানে একাধিক গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত এবং ৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার জামিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিউজার্সি ও পশ্চিম ভার্জিনিয়ার দুটি ঘটনার মধ্যে মিল রয়েছে—প্রযুক্তির মাধ্যমে ভয় সৃষ্টি, নগদ অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা এবং সংগঠিত প্রতারণা চক্রের উপস্থিতি। তবে একই সঙ্গে মনে রাখা জরুরি, কয়েকজন ব্যক্তির অপরাধ কখনোই পুরো বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির পরিচয় বহন করে না। লক্ষাধিক আইন মেনে চলা, পরিশ্রমী ও সৎ বাংলাদেশি অভিবাসীর অবদানের সঙ্গে এসব ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

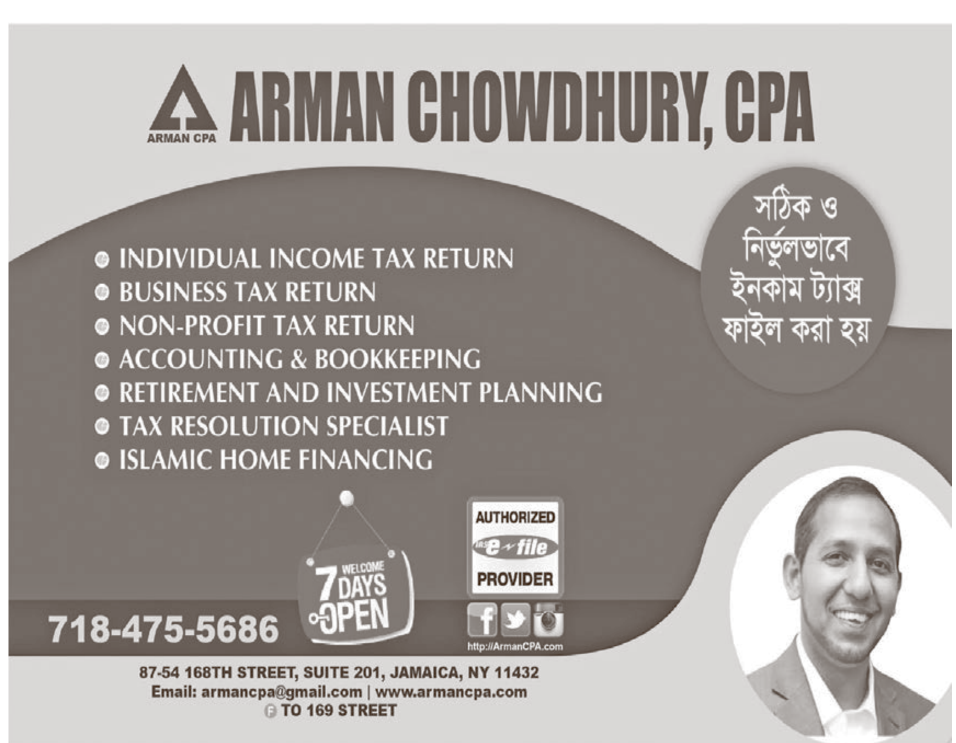

মিশিগানে সিলেট দক্ষিণ সুরমা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দমুখর পরিবেশে সিলেট দক্ষিণ সুরমা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২ আগস্ট) ওয়ারেন সিটির বুচার পার্কে দিনব্যাপী নানা বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র কোরআন তিলওয়াত এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও প্রধান অতিথি বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা, অ্যাডভোকেট সালেহ আহমদ, মুশতাক আহমেদ, অ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম এবং পিকনিক প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলামসহ অন্য নেতারা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের সভাপতি পার্থ সারথী দেব, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল খান ও সিনিয়র সহসভাপতি শফিক রহমান। এ ছাড়া মিশিগানে বসবাসরত স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্যে ছিল নারী, পুরুষ, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ঐতিহ্যবাহী মধ্যাহ্নভোজ এবং এক আকর্ষক র‍্যাফেল ড্র। খেলাধুলা ও র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবুল তার সমাপনী বক্তব্যে বনভোজনকে সফল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে যাদের পরিশ্রম, অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

রাজনীতিকে সংসদের বাইরে নেওয়ার অপচেষ্টা চলছে: তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

রাজনীতিকে কৃত্রিমভাবে সংসদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, রাজনৈতিক বিতর্ককে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে মহিমান্বিত করাই হওয়া উচিত সবার প্রধান লক্ষ্য।

সোমবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি’ উপলক্ষে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৫৫ বছর পরও ভোটাধিকারের জন্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, যা জাতির জন্য লজ্জা ও আত্মসমালোচনার বিষয়।

মিশিগানে বিএনপির মতবিনিময় সভা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরের একটি রেস্তোরাঁয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মিশিগান শাখার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সন্ধ্যায় আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মিশিগান বিএনপির সভাপতি দেওয়ান আকমল চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাজী আব্দুর রকীব। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা তৈমুর হোসেন বিপুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সভাপতি আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে দলীয় নেতৃত্ব, রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, একটি গণতান্ত্রিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দেশ-বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার উল্লেখ করে জাতীয় স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

উক্ত মতবিনিময় সভায় মিশিগান বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসার বিষয়ে
স্টেট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস

Political Asylum
নির্ভুল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

E2 / L1
EB-3
SIJS
VAWA
POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

Grand Sponsor
GOLDEN AGE
HOME CARE
Event Partner
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
Powered By
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
Muhammad Kader CIP
CEO
585-456-0739
Organized By
BANGLADESH SOCIETY, INC.
19 75
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
SAUP
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
ONE REGION · ONE CULTURE · ONE FUTURE
SOUTH ASIAN
UNITY PARADE
CELEBRATING OUR CULTURE, HERITAGE & COMMUNITY
August 9, 2026
Sunday
10 AM to 3 PM
PLACE: 37 AVE BETWEEN 69 ST TO 87 ST
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Renowned Singer
RANO AMENA NAWAZ
Film Actress
SHIRIN SHILA
Film Actress
SAFA KABIR
Chief Guest (Invited)
Honorable Zohran Mamdani
Mayor, New York City
Guest of Honor
Honorable Donavan Richards
Queens Borough President (Guest Speaker)
Honorable Melinda Katz
Queens District Attorney (Guest Speaker)
Chief Advisor
Muhammad Kader, CIP
Chairman Social Welfare
Shamsun Nahar Sheikh
Chairman Community Affairs
Sifa Bhuiyan
Advisor
Dr. Abu Zubair Dara
Dr Golam Matabar
Dr. Sadia Afrin
Saghir khan, Harun Bhuiyan
Abdul Hasim Hasnu
Badrul Khan, Mohammad Pier
Aldin Blue, Jasim Uddin
Eng. Mohammad A Khalek
Muhammad Saif Ullah Nagra
ABM Osman Goni
Abdur Rahim Badsha
Kabir Ratan, Md. Akhtar Hossain
Faruk Hossain Mazumder
Sirajuddin Sohag
S M Mahabubur Rahman Titu
Maksudul Haque Chowdhury
Bipul Uzzal, Sakawat Biswas
Imam Kazi Quyuum
Joy Chowdhury, Syed Sawkat
Farhana Chowdhury
Theme Song Lyricist
Humayun Kabir Dhali
Grand Marshal
SHAH NAWAZ, MBA, CIP
Presenter
Sharmina Siraz Sonia
SHAJADI PARVIN SARAH
1st AIDE
HOME CARE INC
Cell: 201-982-3140
Empire Care Agency
LHCSA Licensed Health Home Care
NURUL AZIM CEO
Ph: 516-451-3748
sunman express
MASHUD RANA TOPAN
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
PH: 917-396-4140
KR SHERA INC
KA KIM & ASSOCIATES PC
917-667-7324
347-968-8499
www.krshera.com
MAHA
CONSTRUCTION
FAHEEM HOSSAIN
Mortage Broker
Call: 718-864-4417
Email: faheem@gorascal.com
Blue Green
Insurance Brokerage
AUTO/TLC INSURANCE HOME & BUSINESS INSURANCE
Cell: 929 395 3945
347 624 9211
Md Mofizur Rahman
Vice President
CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
917-832-7785, 347-515-3858
www.chishticpaccounting.com
JAMAICA
SOCIAL ADULT DAY CARE
SYMBOL OF PURITY
APNA BAZAR
DERA
KABAB KING
Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL
Nuruzzaman Sarder
Licensed RE Salesperson
MASUD SIRAZI
Licensed Realtor
646-363-0331
KW LANDMARK II
HABIBUR R. TUHIN
President, CIVA USA Inc.
347-656-5207
37-22, 73rd St, Suite: 1D
Jackson Heights, NY-11372
Parade Executive Committee
Chairperson Cultural Affairs
Rano Amena Nawaz
Convenor
Mohiuddin Dewan
Chief Coordinator
Shah Shahidul Haque
Member Secretary
Mohammad Alam Nomi
Cultural Secretary
Anik Raj
Bangladesh Society, Inc.
Athaur Rahman Salim
President
Bangladesh Society, Inc.
Mohammed Ali
General Secretary
Bangladesh Society, Inc.
Coordinator
Jahangir Alam Joy
Toriqul Hossain Badol
Surya Simkhada
Subarna Lama
Co-Convenor
Nuruzzaman Sardar
Iqbal Hossain
Khairul Islam Khokan
J Mollah Sunny
Amin Mehedi, MR Khan Salim
Joint Member Secretary
Mia Mohammad Dulal
Rukon Hakim
Nowshad Haider
Gonesh Kirtonia
Trustee Board of Bangladesh Society: Mohammad Akhter Hossain, Kazi Azharul Hauqe Milon, Azimur Rahman Burhan, Mohammed Atwarul Alam, Abdur Rahim Howladar, Dr. Mohammed Enamul Hoque MD., Juned Ahmed Chowdhury, Kazi Sakawat Hossain Azam, MD. Fakrul Islam Delwar, Ahsan Habib, Naim Tutul.
Organizer: Shakil Miah, Engr. Abdus Sobhan, Redwana Razzaque (Shetu), Jabed Uddin, Sabita Das, Md Abul Kalam Azad, Masud Rana Topan, Miah Alim Pakhi, Nazmul Alam Samal, Shahadat Hossain.
Bangladesh Society: Md. Kamruz Zaman Kamrul (Vice President), Abul Kalam Bhuiyan (Asst. General Secretary), Mofijul Islam Bhiyan (Treasurer), Duke Khan (Organizing Secretary), Rezu Mohammed (Public & Publicity Secretary), Md. Jamil Ansari (Social Welfare Secretary), Md Akhter Babul (Literary Secretary), Asrab Ali Liton (Sports & Ent Secretary), Mohammad Hassan Zilani (School & Edu Secretary), Executive Member: Md A Siddique, Harun Chairman, Abul Kashem Chowdhury, Jahangir Shahid Suhrawardhy, Mansur Ahammad, Hasan Khan.
In collaboration with Mir Nizamul Haque, Didarul Islam, Kazi Pervez, Sayed Sawkat, Arif Chowdhury, Shamim Ahmed, Sahana Hossain, Rumana Ahmed, Nur Alam Mina
Entertainment Organizer: Belal Ahmed, Badruduzza Sagor, Ajazul Islam
Supported By
SPECIAL THANKS
আজকাল
CHANNEL i
Rtv
ATN BANGLA
ntv
TBN 24
TIME TV
ঠিকানা
বাঙালী
IBTV USA
পরিচয়
প্রথম আলো
ইনকিলাব
দেশ
বাংলা গেজেট
The Generation
বাংলা পোস্ট
প্রবাস
বাংলাদেশ
CHANNEL 14
KIRON TV
খবর
নিউইয়র্ক বাংলা
WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA
For more info Call: 347 476 9424 | 718 300 6953 | 917 523 1344 | 646-512-8551

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ফাইনালের অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক

জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা

অরিথ পারওয়েজ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাসকারী একজন বাংলাদেশি অভিবাসী হিসেবে ফিফা বিশ্বকাপ সরাসরি দেখার স্বপ্ন ছিল অনেক দিনের। প্রায় তিন বছর আগে নিউইয়র্কে আসার পর যখন জানতে পারলাম, ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে, তখন থেকেই মনে একটি স্বপ্ন জেগেছিল—কীভাবে এই ঐতিহাসিক বৈশ্বিক আয়োজনের অংশ হওয়া যায়।

ফিফার স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচির মাধ্যমে সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক একটি কার্যক্রম। বিশ্বের ২২০টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় ১১ লাখ মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। দীর্ঘ ও কঠোর বাছাই প্রক্রিয়ার পর প্রায় ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে নির্বাচিত করা হয়।

নিউইয়র্ক/নিউজার্সি আয়োজক এলাকার জন্য আবেদন করেছিলেন এক লাখেরও বেশি মানুষ। তাদের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার আবেদনকারীকে সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার মানুষকে নির্বাচিত করা হয়।

আমি তাদের একজন হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ফাইনালের অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নির্বাচিত হওয়া ছিল আমার জন্য এক অসাধারণ সম্মান। ফাইনাল ম্যাচে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র কয়েকশ স্বেচ্ছাসেবক। সেখানে কয়েকজন বাংলাদেশির একজন হিসেবে অংশ নিতে পারা আমার জন্য আরও বিশেষ এক গর্বের বিষয়।

আমার ফিফা স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার যাত্রা শুরু হয় ২০২৫ সালের আগস্টে, যখন আমি আবেদন জমা দিয়েছিলাম। এরপর শুরু হয় অনলাইন আবেদন, মূল্যায়ন, সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক ধাপ।

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে আমি স্বেচ্ছাসেবক বাছাইয়ের ট্রায়াল ও সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পাই। সাক্ষাৎকার সফলভাবে সম্পন্ন করার পর ২০২৬ সালের মার্চ মাসে ফিফা থেকে নিশ্চিতকরণ ইমেইল পাই যে, আমি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর একজন অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি।

তখনও আমি জানতাম না যে, শেষ পর্যন্ত আমাকে বিশ্বকাপ ফাইনালের দায়িত্বে নিয়োগ করা হবে।

নির্বাচনের পর আমি প্রয়োজনীয় ব্যাকগ্রাউন্ড চেক সম্পন্ন করি এবং সরাসরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিই। চূড়ান্ত ধাপে দায়িত্ব বণ্টনের সময় আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলাম যে, আমাকে ফাইনাল ম্যাচের অনুষ্ঠানের টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০২৬ সালের মে মাসে আমি ফিফার অফিসিয়াল স্বেচ্ছাসেবক ইউনিফর্ম সংগ্রহ করি এবং জুন মাসে শুরু হয় বিশ্বকাপের মূল আয়োজন। পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, আবেদন, মূল্যায়ন, সাক্ষাৎকার, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির প্রতিটি ধাপই ছিল এই অসাধারণ অভিজ্ঞতার জন্য মূল্যবান।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালে কাজ করা, স্টেডিয়ামের ভেতর থেকে পুরো ম্যাচ সরাসরি দেখা এবং মাঠের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়া ছিল সত্যিই স্বপ্ন পূরণের মতো।

মিরপুর, ঢাকায় ছোটবেলায় বেড়ে ওঠার সময় কখনো কল্পনাও করিনি যে একদিন ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত থাকব।

ফাইনালের দিন কিছু মুহূর্ত ছিল, যা আজীবন মনে থাকবে। শাকিরা ও স্পিডের সরাসরি মহড়া নিজের সামনে দেখতে পাওয়ার অনুভূতি ছিল অবিশ্বাস্য। তখন নিজেকেই প্রশ্ন করছিলাম—“এটা কি সত্যিই ঘটছে?”

এছাড়া ফাইনালের দিন মাঠের টানেলের কাছে কার্লোস পুয়োল, ডেভিড ভিয়া, ওয়েন রুনি এবং কার্লোস তেভেজের মতো কিংবদন্তি ফুটবল ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

এই স্মৃতিগুলো আমার জীবনের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে।

নিউইয়র্ক-নিউজার্সি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ফাইনালের অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল প্রোডাকশন টিমকে সহযোগিতা করা এবং ফাইনালের অনুষ্ঠান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করা।

আমার দায়িত্বগুলোর মধ্যে ছিল:

বিনোদন দলের সদস্য, পারফর্মার এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ, যেমন মাঠ, টানেল এবং নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনার এলাকায় কাস্ট ও ক্রু সদস্যদের চলাচলে সহায়তা করা।

পারফর্মার, ক্রু সদস্য এবং প্রোডাকশন টিমের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কাজ করা।

সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং মহড়া ও সরাসরি অনুষ্ঠান চলাকালে সুশৃঙ্খল কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করা।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আয়োজনের অংশ হিসেবে আমাকে বিশ্বাস করার জন্য আমি ফিফার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য ছিল এক বিরল সম্মান ও গর্বের বিষয়।

এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের এমন একটি স্মৃতি, যা আমি সারাজীবন ধরে লালন করব।

বহু বছর পর যখন আমি আমার নাতি-নাতনিদের এই গল্প বলব, তখন গর্ব করে বলতে পারব—আমি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ফাইনাল শুধু দর্শক হিসেবে দেখিনি, একজন ফিফা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও সেই ইতিহাসের অংশ ছিলাম।

ধন্যবাদ ফিফা, আমার জীবনের এই অবিস্মরণীয় স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য।

ভয় কখনও শান্তির ভিত্তি হতে পারে না

মেহবুবা মুফতি

কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলওসি) অপর প্রান্ত থেকে আসা সাম্প্রতিক দৃশ্যগুলো কেবল গভীরভাবে উদ্বেগজনকই নয়, আমার জন্য অত্যন্ত বিস্ময়করও বটে। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করেছি, জম্মু ও কাশ্মীরে আমাদের অজস্র ক্ষোভ-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা তুলনামূলক ভালো অবস্থায় ছিলাম। যদিও আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বারবার উপেক্ষিত হয়েছে, তবুও এখানে বহু উন্নত অবকাঠামো, শিক্ষার সুযোগ, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আইআইটিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছিল।

এর বিপরীতে কাশ্মীরের ওই অংশটি প্রথম মেডিকেল কলেজ লাভ করে ২০০৯ সালে এবং সেখানকার অবকাঠামো আমাদের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। আমি ধরে নিয়েছিলাম– এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেখানকার মানুষ তুলনামূলক সন্তুষ্ট। তবে সাম্প্রতিক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এবং তা দমন করতে নির্মম শক্তির প্রয়োগ আমার সেই ধারণা চুরমার করে দিয়েছে। বহু দিক থেকেই সেখানকার দৃশ্যগুলো গত কয়েক দশক ধরে আমাদের এখানে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ ঘটনাগুলো কিছু কঠিন প্রশ্ন তুলে ধরে, যার মুখোমুখি হতে হবে ভারত ও পাকিস্তান– উভয় দেশের সরকারকেই।

প্রথমত, যাকে প্রায়ই পৃথিবীর স্বর্গ বলে অভিহিত করা হয়, সেই কাশ্মীর কেন দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের বদলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে বেছে নিয়েছিল? ১৯৪৭ সালে আমাদের মানুষ লাঠি, এমনকি খালি হাতে উপজাতি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। কাশ্মীরিরা সশ্রদ্ধ চিত্তে গান্ধীর ভারতের দর্শন গ্রহণ করেছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করে। মহারাজা হরিসিং এবং শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর পাশাপাশি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাশ্মীরের প্রতি গভীর আবেগীয় টান এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। তখন বিশ্বমঞ্চে কাশ্মীরকে একটি ‘শো উইন্ডো’ বা দৃষ্টান্ত হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে নেহরুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি কাশ্মীরিদের হৃদয়ে গভীরভাবে আলোড়ন তুলেছিল। তিনি অন্য কোনো দেশীয় রাজ্যকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। কারণ তিনি কাশ্মীরের অনন্য বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছিলেন। এটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হলেও সেখানে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যরা শত শত বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করে আসছে; ভিন্ন ভাষায় কথা বলা ও ভিন্ন সংস্কৃতিচর্চা সত্ত্বেও তারা একটি যৌথ মাতৃভূমি ভাগ করে নিয়েছে।

তবে এর পর যা ঘটল তা হলো বিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়। জনসংঘের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরুদ্ধে তাদের প্রচার-প্রচারণা কাশ্মীরিদের হৃদয়ে প্রথম বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করেছিল। সময়ের সঙ্গ সঙ্গে সেই বীজ আজকের গভীর অবিশ্বাস এবং দূরত্বে রূপ নিয়েছে। আজ অদ্ভুত হলেও বাস্তব যে, আমরা নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারেও একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি।

নয়াদিল্লিকে অবশ্যই সংলাপ, আস্থা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ এবং প্রকৃত রাজনৈতিক পুনর্মিলনের মাধ্যমে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়নি; বরং তা রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিকে আরও তীব্র করেছে। সরকার যেসব ইতিবাচক ছবি জাহির করছে, বাস্তবতা হলো– জম্মু ও কাশ্মীর দিন দিন একটি উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত হচ্ছে; যেখানে ঘন ঘন অভিযান, নির্বিচারে আটক, কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করা, বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিধিনিষেধ, সর্বব্যাপী নজরদারি এখন প্রতিদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব পদক্ষেপ হয়তো সাময়িকভাবে ভয় ও নীরবতা তৈরি করতে পারে, কিন্তু ভয় কখনও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির ভিত্তি হতে পারে না। পাকিস্তানও এখন মনে হচ্ছে ঠিক একই ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করছে। এমনকি তা আরও তীব্র করে তুলছে, যে ভুলগুলো আমাদের কাশ্মীরে দুর্ভোগকে দীর্ঘায়িত করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও প্রবাসীদের ঘুমহীন রাত

গত সংখ্যার পর

প্রবাসীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা। দেশের লাখো পরিবার প্রবাসীদের উপার্জনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। পরিবার-পরিজনের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ব্যবসা কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় নির্বাহে প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা কেবল অর্থ পাঠান না; দেশের সুখ-দুঃখ, উন্নয়ন ও সংকটের অর্থনৈতিক দায়ভারও বহন করেন। ফলে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তাঁদের জন্য কেবল একটি সংবাদ নয়; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স শুধু পরিবারের জীবনমান উন্নত করে না; জাতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলে প্রবাসীরা যখন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হন, তখন সেই উদ্বেগের সঙ্গে অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। তাঁরা জানেন, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন কেবল দেশের মানুষের জন্যই নয়; তাঁদের নিজেদের পরিবার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরে তুলে ধরা এই তিনটি বাস্তবতা তথা স্বদেশচেতনা, আপনজনের প্রতি আবেগগত বন্ধন এবং অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা- চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রবাসীদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফলে তাঁরা কেবল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাননি; বরং নানাপন্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছেন এই নাগরিক অধিকার আদায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংগ্রামে। ভৌগোলিক দূরত্ব তাঁদের শারীরিক উপস্থিতিকে সীমিত করতে পেরেছিল, কিন্তু তাঁদের চিন্তাভাবনা, গণদাবীর পক্ষে অবস্থান এবং স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী কর্মতৎপরতাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দূর থেকে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তাঁদেরকে আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর বিশেষ সক্ষমতা দিয়েছে। ফলে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নাগরিকদের আন্দোলন ছিল না; এটি ধীরে ধীরে একটি বৈশ্বিক বাংলাদেশি চেতনারও বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়েছিল, যার সক্রিয় অংশীদার ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের সবচেয়ে দৃশ্যমান ভূমিকা ছিল তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তথ্য কেবল সংবাদ নয়; এটি ক্ষমতা, প্রতিরোধ এবং জনমত গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, যখন কোনো রাষ্ট্র তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তখন বিকল্প তথ্যব্যবস্থা সামাজিক প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যখন তথ্যপ্রবাহ নানা সীমাবদ্ধতা, বিভ্রান্তি এবং নিয়ন্ত্রণের মুখে পড়ছিল, তখন প্রবাসীরা বিকল্প তথ্যপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবিনার, লাইভ আলোচনা, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাঁরা দেশের পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া খণ্ডিত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, ভিডিওচিত্র, আলোকচিত্র এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারে অনেক প্রবাসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একই সঙ্গে দেশের ভেতরের আন্দোলনকারী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ-সেতু তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই, অনুবাদ, সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মহলে প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে দেশের অভ্যন্তরে যে কণ্ঠস্বর কখনো কখনো সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তা প্রবাসীদের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিসরে পৌঁছানোর সুযোগ পায়। প্রবাসীরা কেবল তথ্যের গ্রহীতা ছিলেন না; বরং তাঁরা তথ্য-নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথ্যসংগ্রাম তথা 'ইনফরমেশন অ্যাক্টিভিজম'-এর সক্রিয় অংশে পরিণত হয়েছিলেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আন্দোলন-সংগ্রামে তথ্যপ্রবাহের গুরুত্ব বিবেচনা করলে এই ভূমিকার তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রবাসীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, আহত ব্যক্তি, নিহতদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বহু প্রবাসী ব্যক্তি ও সংগঠন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা নিজ নিজ উদ্যোগে তহবিল সংগ্রহ করেছেন, সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং সংকটাপন্ন পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন। মানবিক সহায়তার এই প্রবণতা কেবল রাজনৈতিক অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ ছিল না; বরং এটি ছিল জাতীয় সংহতি এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের একটি শক্তিশালী প্রকাশ। একই সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রবাহ সাময়িকভাবে স্থগিত বা সীমিত করার আহ্বানও দেখা যায়, যা সরকারের প্রতি এক ধরনের প্রতীকী এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রবাসীদের একটি অংশ মনে করেছিল যে, রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের অবস্থান প্রকাশের অধিকার রয়েছে। এই উদ্যোগের ব্যাপ্তি ও কার্যকারিতা নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও এটি ঐক্য ও সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা বহন করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে প্রবাসীরা দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় নিজেদের প্রভাব প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং প্রয়োজনে অর্থনৈতিক শক্তিকেও নাগরিক অবস্থানের অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিলেন।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের ভূমিকার একটি বিশেষ দিক ছিল তাঁদের কূটনৈতিক তৎপরতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় একে অনেক সময় 'নাগরিক কূটনীতি' (সিটিজেন ডিপ্লোমেসি) বলা হয়, যেখানে সাধারণ নাগরিকরাই আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজেদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করেন। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ঠিক সেই ভূমিকাই পালন করেছিলেন। তাঁরা স্থানীয় সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, মানবাধিকার সংগঠন, সাংবাদিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফিং দেন, বিবৃতি প্রদান করেন, তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। অনেক দেশে স্মারকলিপি প্রদান, চিঠি প্রেরণ, গোলটেবিল আলোচনা আয়োজন, সংবাদ সম্মেলন এবং প্রতিনিধি বৈঠকের মাধ্যমে তাঁরা বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন। বৈশ্বিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক ব্যবহারের এই সক্ষমতা আধুনিক প্রবাসী সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে সামনে এসেছে। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক কূটনীতির বাইরে থেকেও তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, বিশ্বের বিভিন্ন শহরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল, আলোচনা সভা এবং সংহতি কর্মসূচির আয়োজন করেন। লন্ডন, নিউইয়র্ক, টরন্টো, সিডনি, বার্লিন, প্যারিস, রোম, স্টকহোমসহ বিশ্বের নানা শহরে অনুষ্ঠিত এসব কর্মসূচি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়ক হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মসূচিতে শুধু বাংলাদেশিরাই নয়, বরং স্থানীয় মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন দেশের নাগরিকেরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ একটি জাতীয় ইস্যুর গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। বিদেশের মাটিতে এই সংহতি প্রকাশ দেশের আন্দোলনকারীদের জন্য নৈতিক শক্তির উৎস হয়ে ওঠে। এটি তাঁদের এই বার্তা দেয় যে, তাঁরা একা নন; বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কোটি বাংলাদেশি তাঁদের সংগ্রামের পাশে রয়েছে। সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে নৈতিক সমর্থনের গুরুত্ব কখনোই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ আন্দোলনের কঠিন সময়ে মানুষ কেবল সাংগঠনিক বা আর্থিক সহায়তাই খোঁজে না; তারা জানতে চায়, তাদের কণ্ঠস্বর অন্যরাও শুনছে এবং তাদের সংগ্রাম বৃহত্তর মানবিক ও নৈতিক সমর্থন লাভ করছে। প্রবাসীদের সংহতির এই কর্মসূচিগুলো সেই সময় আন্দোলনকারীদেরকে শক্তি যুগিয়েছিল।

প্রবাসীদের এই ভূমিকা অবশ্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও প্রবাসীরা আন্তর্জাতিক জনমত গঠন, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। লন্ডন, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন শহরে তখনকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে জনমত-সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্বীকৃত অধ্যায়। ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতারই আধুনিক রূপ আমরা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ করেছি। পার্থক্য শুধু এই যে, আজকের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে প্রবাসীদের প্রভাব বিস্তারের পরিধি, গতি এবং কার্যকারিতা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। চব্বিশের অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করিয়েছে যে প্রবাসীদের ভূমিকা কেবল রেমিট্যান্স পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন-আলোচনায় প্রবাসীদের অবদানকে প্রায়শই অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, তাঁরা দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতার প্রশ্নেও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁরা রাষ্ট্রকে কেবল একটি সরকার বা রাজনৈতিক দলের সমার্থক হিসেবে দেখেন না; বরং একটি বৃহত্তর জাতীয় চুক্তি, নাগরিক অধিকার এবং সম্মিলিত ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই রাষ্ট্র যখন সংকটে পড়ে, তখন তাঁদের উদ্বেগও নাগরিক দায়িত্ববোধের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ হয়ে ওঠে।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই পরিবর্তনের সময়ে দেশের মানুষের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, প্রত্যাশা এবং আশার এক অনন্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন। তাঁরা দূরে থেকেও দেশের জন্য ভেবেছেন, কথা বলেছেন, সংগঠিত হয়েছেন এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের অনেকেই হয়তো আন্দোলনের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠ, তাঁদের শ্রম, তাঁদের যোগাযোগ, তাঁদের অর্থনৈতিক সহায়তা এবং তাঁদের অবিচল স্বদেশপ্রেম এই গণঅভ্যুত্থানের বিস্তৃত সামাজিক শক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। সেই অর্থে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার ভেতরের মানুষের গল্প নয়; এটি বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কোটি প্রবাসী বাংলাদেশির হৃদস্পন্দনেরও ইতিহাস।

গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে প্রবাসীদের এই সম্পৃক্ততাকে কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি ছিল মূলত স্বদেশপ্রেম, নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। মানুষ সাধারণত সেই বিষয় নিয়েই উদ্বিগ্ন হয়, যার সঙ্গে তার আবেগ, পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রবাসীদের অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এখনও তাঁদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা ভৌগোলিকভাবে দূরে অবস্থান করলেও নিজেদেরকে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক ভবিষ্যৎ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন মনে করেননি। সমাজবিজ্ঞানীরা প্রায়ই বলেন, আধুনিক বিশ্বে জাতিসত্তার ধারণা কেবল একটি ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা বিস্তৃত হয় সীমান্ত অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষের চেতনা, অভিজ্ঞতা এবং সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইভাবে সত্য। আজকের বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসরত মানুষের নয়; এটি একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত পেশাজীবীদের, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কোটি প্রবাসী বাংলাদেশিরও। তাঁদের প্রত্যেকের জীবন, স্বপ্ন এবং পরিচয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ফলে দেশের সংকট, সংগ্রাম কিংবা অর্জন তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির অংশে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রবাসীরা কেবল অর্থনৈতিক অবদানের উৎস নন; তাঁরা একই সঙ্গে জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক শক্তি। দেশ ও দশের কল্যাণে তাঁদের ভূমিকা বহুমাত্রিক। তাঁরা আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে ভূমিকা রাখতে পারেন, মানবাধিকার প্রশ্নে বৈশ্বিক সংহতি সৃষ্টি করতে পারেন, তথ্যপ্রবাহের বিকল্প পথ নির্মাণ করতে পারেন, কূটনৈতিক যোগাযোগকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং সংকটকালে দেশের মানুষের পাশে মানবিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন। অর্থাৎ তাঁরা শুধু অর্থনীতির অংশ নন; তাঁরা জাতীয় জীবনেরও সক্রিয় অংশীদার। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের এই সক্রিয় অংগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে আরও শক্তিশালী, প্রাতিষ্ঠানিক এবং টেকসই সেতুবন্ধন গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ একটি জাতির শক্তি কেবল তার ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তার মানুষের জ্ঞান, শ্রম, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা, ভালোবাসা এবং দায়বদ্ধতার মধ্যেও নিহিত থাকে। যে রাষ্ট্র তার প্রবাসীদের কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎস হিসেবে দেখে, সে রাষ্ট্র তাদের প্রকৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে না। তাই আমাদের প্রয়োজন এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যেখানে প্রবাসীদেরকে দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি, নীতিনির্ধারণ এবং রাষ্ট্রগঠনের বৃহত্তর অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা কখনো কেবল ভৌগোলিক উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে না। দেশের জন্য উদ্বিগ্ন হতে, দেশের জন্য কাঁদতে, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে কিংবা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেশের মাটিতে উপস্থিত থাকা সবসময় প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় হাজার হাজার মাইল দূরে বসে থাকা একজন মানুষও স্বদেশের প্রতি এমন দায়বদ্ধতা অনুভব করতে পারেন, যা তাঁকে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে দেয় না। বর্তমানে নানা জনের হাতে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস লেখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও লেখা হবে ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তাল রাজপথের বীরত্বগাথা, তরুণদের আত্মত্যাগ, মানুষের সাহস, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ইতিহাস দিয়ে; কিন্তু সেই ইতিহাসের আরেকটি অনুচ্চারিত অধ্যায় হিসেবেও রয়ে যাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের অশ্রুসিক্ত উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার বেদনাবিদ্ধ সময়ের গল্প, ঘুমহীন রাতের অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশের জন্য নিরন্তর প্রার্থনার স্মৃতি। ইতিহাসের আনুষ্ঠানিক দলিলে হয়তো তাঁদের নাম খুব বেশি লেখা থাকবে না, কিন্তু তাঁদের উদ্বেগ, অপেক্ষা এবং সক্রিয় সম্পৃক্ততা ছিল এই বৃহত্তর গণজাগরণের নীরব শক্তিগুলোর একটি। রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রবাসীদের এই অভিজ্ঞতাগুলো হয়তো পরিসংখ্যান হয়ে ওঠবে না, কিন্তু জাতির সমষ্টিগত স্মৃতিতে এগুলো গভীর মানবিক সাক্ষ্য হিসেবে বেঁচে থাকবে।

একদিন যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস পাঠ করবে, তখন তারা রাজপথের সংগ্রামের পাশাপাশি হয়তো এই নীরব অধ্যায়ের কথাও জানবে। শুনবে সেইসব প্রবাসী মানুষের কথা, যারা দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্তে বাংলাদেশের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা উদ্বেগ ও উৎকন্ঠায় নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন, তথ্যের জন্য অপেক্ষা করেছেন, আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে কাজ করেছেন, মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছেন, প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করেছেন এবং নিজেদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ তাঁরা দেশ থেকে বহুদূরে ছিলেন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তাঁদের ঠিকানা ছিল ভিন্ন দেশে, কিন্তু তাঁদের হৃদয়ের ঠিকানা ছিল বাংলাদেশ। তাঁদের শরীর অবস্থান করছিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন নগরে, কিন্তু তাঁদের চিন্তা, উদ্বেগ, প্রার্থনা এবং স্বপ্নের একটি বড় অংশ তখনও বাংলাদেশের রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়, শহর, গ্রাম এবং সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। তাই চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসে প্রবাসীদের অবদান কেবল একটি পরিশিষ্ট নয়; বরং এটি সেই বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামের কাহিনিরই অংশ, যেখানে দেশের ভেতর ও বাইরের বাংলাদেশিরা মিলিতভাবে অন্যায়, বৈষম্য ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল। আর সেই কারণেই বলা যায় চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান কেবল বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়; বরং এটি ছিল সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের হৃদয়ে একযোগে ধ্বনিত হওয়া স্বদেশচেতনার এক ঐতিহাসিক জাগরণ।

ইউএসবিসিসিআইএর উদ্যোগে আমেরিকার ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে ইউএসবিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতা, প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. লিটন আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের এই ঐতিহাসিক পথচলা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বহুত্ববাদ ও জনসেবার মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে ইউএসবিসিসিআই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তার বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজ গঠনে ইমিগ্রান্টদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতা ও বিভিন্ন সংগঠনকে 'আমেরিকা ২৫০ লিডারশিপ অ্যান্ড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা, আনুষ্ঠানিক প্রোক্লেমেশন এবং বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, ইউএসবিসিসিআইএর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ক্যাপিটল এডভাইজারের সিইও মুশতাক চৌধুরী, ডোমিনোস ফ্রাঞ্চইজের স্বত্বাধিকারী মিলি এ ভূঁইয়া, ঈশিকা সাইনের সিইও মোহাম্মদ শাহীন ভুঁইয়া, সিপিএ আহাদ আলী, ট্যাবি আল, ভিএনএস হেলথের মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর সালেহ আহমেদ, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিসের ডিরেক্টর অব টমোগ্রাফি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদিক।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে মো. লিটন আহমেদ কংগ্রেসউয়োম্যান গ্রেস মেং, উপস্থিত সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, কূটনীতিক, অতিথিবৃন্দ, স্পন্সর, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার, ইউএসবিসিসিআই'র পরিচালনা পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক, গণমাধ্যমকর্মী এবং সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই আয়োজন শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উদযাপন নয়; এটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা বিশ্বাস করি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আগামী দিনে আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

বাঘ

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যাঁ, মাংস খাই তো
দেখলেই জিভে জল ঝরে
আমার রাজ্যে আমি নাচি গাই

চিনতে পারলেই বাঘ

বাপের বাড়ি ছেড়ে
তিনি এখন মামার বাড়িতেই বেশি
ওঠাবসা করেন

এখন ঘাসের মতোই সহজ মাংস

বাঘ একটি গৃহপালিত পশু।

অন্ত্যমিল

আনন্দ পাল

বৃষ্টির শরীর ছুঁয়ে নেমে এলে তুমি,
উত্তপ্ত রাস্তায় পড়ে হলে ছারখার।
ধুলোমাখা পথে মিশে হলে একাকার,
ভুল করে দেখলে না চুমি অন্তর্ভূমি!
মাঠের কিনারে বসে শুষ্ক পাতা আমি,
আগন্তুক বসন্তের প্রহরপ্রত্যাশী—
ধীরে ধীরে হয়ে যাচ্ছি মহাকালের দাসী,
মর্মর আওয়াজ সহি মৃত্যুপথগামী।

অন্ধকার মেঘে ঘেরা আমার আকাশ,
নিস্তব্ধ রাতের বুকে তোলে হাহাকার।
জলবিহীন হৃদয় তোলে দীর্ঘশ্বাস,
দীর্ঘপথজুড়ে শুধু শূন্যতার ভার—
সহ্য করে আমি আজ পিপাসার্ত চিল,
হন্যে হয়ে খুঁজি প্রণয়ের অন্ত্যমিল।

কাক ডাকা বিকেল

জি বি এম রুবেল আহম্মেদ

গ্রীষ্মের লাজুক রোদ্দুর গায়ে মেখে
হেঁটে হেঁটে পাড়ি দিই
খাঁ-খাঁ নির্জন মরুভূমি।

পাতাহীন অশোক গাছের শূন্য ডাল ছুঁয়ে
ভেসে আসে সঙ্গীহারা কাকের করুণ কান্না;
বিষণ্ন বিকেলের নিস্তব্ধ বুকজুড়ে
জেগে ওঠে ঘুমিয়ে থাকা স্মৃতিরা।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়,
আমারও তো একজন ছিল—
যার কোমল হাত ধরে
একদিন পাড়ি দিয়েছিলাম সুদীর্ঘ পথ,
কোনো এক কাকডাকা বিকেলে...

রাজপথ বিমুখ অক্ষরগুলো

অনন্য কাওছার

যা চেয়েছি নিজস্ব আঙিনায়
তার পুরোভাগ এখন জলশূন্য, অন্যত্র
পুরোপুরি উধাও তন্দ্রার রাজশয্যা;
শান্তির জলপাই শিকড়সমেত
উপড়ে ফেলেছে নির্লজ্জ বর্বর সমাজ

এমনকি রোদ-বিকেলে ঘাতকের পিস্তল
দিনেদুপুরে নিহত শীতল আশ্রয়;
একটি স্বপ্নের জগতে এত জল
এত রক্তক্ষরণ, এত কুয়াশা
এত দীর্ঘশ্বাস আদতে জানা ছিল না

এতদিন নদীর ভেতর একবিন্দু জল
কারো রুহে একটুখানি শীতল আলিঙ্গন;
শান্তির জলপাই গাছ চেয়েছি জীবনে
অথচ আমার হাতে বারবার ধরিয়ে দেওয়া হয়
রাজপথ বিমুখ অক্ষরগুলো

চোখের বয়স বাড়ে না

আরিয়ান আহমেদ

দেহের ক্যালেন্ডারে
প্রতিদিন একটি করে বয়স জমা হয়,
শুধু চোখ
সময়কে কোনোদিন স্বীকার করে না।

তাই আজও
একটি মুখ নীরবে ভেসে ওঠে দৃষ্টির গভীরে,
একটি স্মৃতি
জলের ওপর চাঁদের আলোর মতো কাঁপে।

মানুষ বুড়িয়ে যায়,
পৃথিবী বদলে যায়—
কিন্তু চোখের ভেতর
প্রিয়জনেরা থেকে যায়
চিরকাল একই বয়সে।

মাথা ভর্তি ট্রাক

সিয়ামুল হায়াত সৈকত

মাথাব্যথা হয়ে আছে মগজের মাঝখানে,
দাঁড়িপাল্লাতে ধরে শোকের শ্লোকবাক্য;
বিস্তৃত খোলা মাঠ, আজব উসকানিতে—
পেট থেকে গলে গলে বেরিয়ে যায় শখের নাম।

কলাগাছ-পাতা বকুলের মালা হয়ে
গলায় পরে আছে ট্রাকের নষ্ট কাচ,
আর চাকাগুলো হৃদয়ের বেগার খেটে খেটে
তোমার শিউলিতে নিজের সংগ্রহ সাজায়।

প্রেম যেন জীবন্ত উইপোকার দল—
নিষিদ্ধকরণ করে রাস্তার সোডিয়ামে!

বুকের ভেতর ক্যাকটাস

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

নিরর্থক খুঁজতে যাই নদী,
দেখি হাতের তালু জুড়ে শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি।
ভালোবাসা দান করতে গিয়ে
বারবার ভুল মন্ত্র উচ্চারণ করি।
প্রতিদান? সে তো ক্যাকটাসের কাঁটার মতো
রক্তক্ষরণ ছাড়া কিছুই পাই না।
কেউ হিসাব রাখে না এই পৃথিবীতে
কতবার মেঘ হয়ে ঝরেছি কারও উঠোনে,
কার তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে জল হয়ে ছুঁয়ে দিয়েছি।
সবাই হিসাব রাখে শুধুই রিক্ততার
আর কারও ভাতের থালা জুড়ে
কেবলই খুঁজে পাই দীর্ঘশ্বাস।
ভালোবাসা নদীর পাড় ভাঙার মতো
এক নিঃশব্দ বিপর্যয়,
সবটুকু মাটি হারিয়ে ফেলার পর বুঝি
কার জন্য কতটুকু করতে পারিনি।

অবতীর্ণ বার্তা

তোফায়েল তফাজ্জল

অনিবার একই চর্চা? অনুরাগে নামে ধস, পানসে
পানসে লাগে।
ব্যতিক্রম, ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা প্রত্যেকটি বাক্যে,
এক চিমটি ঘাটতি নেই স্বাদে ;
বরং যে যত পড়ে বা আবৃত্তি করে
তার কাছে এর পেয়ালা জবাব ছাড়া।
মধু বা অমৃত আকাশবাণীর বাঁদীরূপ প্রশ্নে
ঢালু থেকে কিনারায় উঠতে আক্কেলের মাটি খায়।
সাফল্যের পথ পেতে দেখে সর্ষেফুল।

আছে এতে রকমারি মজা
তারাই তা বোঝে, যাদের মন অলি বা হাজারো
মৌমাছি প্রবণ।
আছে শব্দে শব্দে খেলা, বহুরূপী বল –
যার তরঙ্গের সামনে সবকিছু শিশু, পুতুল বা ক্রীড়নক।

এইসব অবতীর্ণ বার্তা কাঁপন ধরাতে পটু
চলতে থাকা অন্যায়ের বুকের পাটায়।
বৃষ্টি দেখা ছাগলদৌড়ানি দেয় সকল প্রকার অন্ধকার
কিংবা অসামঞ্জস্যকে।
এভাবেই চলতে থাকবে যদ্দিন আপন কক্ষে সূর্য ক্রিয়াশীল।

"হলুদ গোলাপ তোমার আরোগ্যের আর লাল গোলাপ তোমার আকাঙ্ক্ষার জন্য। কার্ডটি আমার পছন্দের তাই পাঠালাম। আশা করি তোমারও পছন্দ হবে...!'

বাদামি রঙের মাঝারি আকারের প্যাকেটে ডাকে আসা জিনিসগুলো বিছানায় ছড়িয়ে আছে। হলুদ কাগজে ছোট্ট নোটটা বারবার পড়ে দীপন। মনে হচ্ছে মাথার যন্ত্রণাটা দ্রুত কমে আসছে।

তার আগে, সকালে ক্লিনিকে যেতে হলো তাকে; আজ মাথার ব্যান্ডেজ পরিষ্কার করার তারিখ। ওখানে লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হল। আজও আগের দিনের নাইজেরিয়ান সেই মোটা মহিলা ক্লারা। দরজা খুলে মুচকি হেসে দীপনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যান। ক্লারার পরামর্শ মোতাবেক টুপি, জ্যাকেট খুলে রোগীদের জন্য পাতা খালি বিছানায় গা ছেড়ে দেয় দীপন। ক্লারা কাঁচি দিয়ে মাথার ব্যান্ডেজ আস্তে আস্তে খুলে নেন

-কী অবস্থা এখন মিস্টার দীপন? ভাঙ্গা ইংরেজিতে প্রশ্ন করেন।

-হ্যাঁ। ব্যথা আগের চেয়ে কম মনে হচ্ছে।

-ঠিক তাই। যতই ক্ষত শুকাবে, ব্যথা ততই কমবে।

-আরও কি আসতে হবে আমাকে?

-হবে। নির্ভর করছে তোমার মাথার ক্ষত শুকানোর অগ্রগতির উপর।

ক্লারা ততক্ষণে মাথায় ক্লিনিং-লিকুইড ঢেলে ক্ষত ধুয়ে নেন। তারপর সযত্নে মাথায় হাত রেখে বলেন,

-এই লিকুইডটা আগামীবার কিনে নিয়ে আসতে হবে, আমাদের স্টকে শেষ। আর শোনো, সাথে ঠিক এ ধরণের এক প্যাকেড 'গজ' নিয়ে এসো কেমন?

ক্ষতে মলম লাগিয়ে আগের মতোই গজ পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন ক্লারা।

-শাওয়ার করা যাবে। কিন্তু আপাতত মাথা ভিজাবে না কেমন? -অবশ্যই।

-এন্টিবায়টিক ঔষধটা খেয়ো ঠিক মত। আর বেশি ব্যথা হলে পেইন-কিলার ট্যাবলেট। এই যথেষ্ট।

ক্লারাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে আসে দীপন।

বাইরের আবহাওয়া মন্দ না, ঝলমলে রোদ আছে। পিছনে সাবওয়ে-ব্রিজের উপর দিয়ে সা' সা' শব্দে একটা ট্রেন চলে গেল। বাসে যাবে কিনা ভাবছে সে! কোনো তারা না থাকায় অবশেষে বাসের চিন্তা ছেড়ে পুরো পথ হেঁটে ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয় নিল।

সাঙ্গিতিক মূর্চ্ছনায় জ্যাকেটের পকেটে ফোনটা বেজে ওঠে।

-হ্যালো! দীপন ভাই। আমি রওশন।

বাংলাদেশ থেকে কলেজবন্ধু এবং কবি রওশনের ফোন। ঢাকার একটি জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিকের সাহিত্য-বিভাগে আছে।

-রওশন ভাই, আপনি কি আমার লেখাটা পেয়েছেন?

-পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। আপনার একটা ছবি পাঠাতে হবে, ওখানকার বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় তোলা। এ জন্যই ফোন দিলাম। প্লিজ!

-কিন্তু ভাই, পত্রিকায় ছাপানোর মত আমার কোনো ছবি নেই! একটি দুর্ঘটনার পর বেশ ক'দিন হল ঘরে পড়ে রয়েছি- এই অবসরেই একটা লেখা তৈরি করে পাঠালাম।

-দুর্ঘটনা! কী ভাবে?

-হ্যাঁ ভাই। এ দুর্ভাগা যেখানে যায়, সেখানেই অঘটন ঘটে যায়। (হা! হা! হা) রাতে কাজ থেকে মোটরবাইকে বাড়ি ফেরার পথে নির্জন ট্রাফিক সিগনালে হেলমেট পরা চার জন দুর্বৃত্ত আমার পথ আটকায়। মোটর-বাইক থেকে দু'জন নেমে এসে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়, পরে আমার সখের বাইক ও টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়।

কী ভেবে মোবাইলটা নেয়নি। একজন লাঠি দিয়ে মাথায় ও পিঠে সজোরে আঘাত করে। আমি অচেতন হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে হাসপাতালের বিছানায় আবিষ্কার করি। পর দিন মাথায় অপারেশন ও সেলাই লাগে। তার পরের দিন রিলিজ হয়। ব্যথা নিয়ে এক মাস ধরে বিশ্রামে আছি, পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও কিছু দিন লাগবে। ভাই, সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়েছেন!

-বিলাতেও ছিনতাইকারী? বলেন কী!

-এরা কোথায় নেই?

-যা হোক ভাই। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। প্লিজ আপনার ছবিটা আগামী দু' দিনের মধ্যে আমার ই মেইলে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার লেখাটি আগামী সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে। যতই বিদেশ করেন, আসল ঠিকানা তো বাংলাদেশ!

-ঠিকই বলেছেন রওশন ভাই।

-হ্যাঁ দীপন ভাই। আমি বুঝি। প্রবাসী বাঙালিদের হৃদয়ে থাকে লাল-সবুজের ঠিকানা। মননে থাকে একটি মানচিত্র, বাংলাদেশ! আর দেশের মানুষ। তো, ভালো থাকুন ভাই!

দীপনের মনে হচ্ছে এক্ষণে তার মাথায় একটা ভারী বোঝা চেপে বসেছে। লেখা ছাপা হবে, ভালো কথা। তার সাথে আবার ছবি কেন? মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা লেখকের ছবি! পাঠকদের চোখ যে কপালে উঠে যাবে!

মোবাইলের রিং-টোন আবার! 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে সেই মোলায়েম নারীকণ্ঠ-হ্যালো! এখন কেমন? আজ ব্যান্ডেজ চেঞ্জ করতে গিয়েছিলে?

-জী ম্যাডাম। ওখান থেকেই অধম আমি এখন পদব্রজে ঘরে ফিরছি।

-ডক্টর কী বললো?

-তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

-এখনও কি ব্যথা ... ...

-আছে। মনে হয় ওটা সহজে আমাকে ছাড়বে না।

-কেন ছাড়বে না?

-কেন ছাড়বে না তাও কি জানেন না? আমার এ ব্যথা যে হৃদয় টু হৃদয় সংযুক্ত! তাই।

-তাই বুঝি? তা হলে তো সেরেছে!

-না। সারছেই না। যতক্ষণ না একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে ...।

- তা হচ্ছেই না। এবার সাস্কাচুয়ানে অনেক স্নো পড়েছে। তোমার চেস্টারে কী অবস্থা?

-হ্যাঁ পড়েছে। আপনার দেশের চেয়েও অনেক বেশি। তো ওই যে কী যেন বললেন, হচ্ছেই না...!

- বলেছি, আজ আমার গলা ভালো নেই...। গলা বসে আছে।

-কেন? গলায় কী আপনার কোনো ব্যথা?

দীপন সুর ক'রে গায়, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী ...!'

-বাহ্! ভালোই তো গেয়েছো! আমি আজ গাইতে পারছি না! ঠান্ডা লেগেছে। খুসখুসে কাশি।

-তা হোক। তার পরও আপনার কন্ঠের গান শুনতে ভালোবাসি! তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। 'কায়াবিহীন ছায়া' হয়ে আর কত খেলে যাবেন আমার সাথে?

মোবাইলের ওপাশ থেকে 'এই করেছো ভালো, নিঠুর হে এই করেছো ভালো...' ভরাটকণ্ঠ দীঘল আবহে দীপনের দেহ-মনে শিহরণ জাগায়।

-আচ্ছা! আজ এ পর্যন্তই। সাবধানে পথ চলো। দ্রুত সুস্থ হও এই কামনা রইল।

দীপন কিছু বলার আগেই মোবাইলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নাহ্ তার প্রশ্নের উত্তর আজো পায়নি সে!

অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে বাসায় আসে দীপন। দরজার কাছে পোস্ট-বক্সটা খুলতেই বাদামি প্যাকেটটা পায় সে। ঘরে ঢুকেই প্যাকেটটা খোলে। এবার অবাক হওয়ার পালা!'কী দুষ্টুরে বাবা! সে একটা মেইল পাঠাল। অথচ একবারও বলল না!'

তাই দীপনের এবার রিং করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোবাইলে ওর নাম্বারটিতে সংযোগ দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ওপাশ থেকে কোন সাড়া নেই! বার বারই ভয়েস-মেইলে চলে যাচ্ছে। মোবাইল চালু রেখে দীপন বলে যায়, 'তোমার পাঠানো মেইলটি এই মাত্র পেয়ে আমি সারপ্রাইজড! এখন মনে হচ্ছে; পুরোপুরি সুস্থ হয়েই উঠেছি। থ্যাংকস!

'তুমি রবে নীরবে, অন্তরে মম......' গাইতে গাইতে অন্য জগতে চলে যায় দীপন।

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

পার্কচেস্টার
ফ্যামিলী শিপস
আপনার প্রতিবেশীর শিপিং ও সার্ভিস সেন্টার
USPS
শিপিং নিষেধাজ্ঞা
আমাদের কমিউনিটি নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
আমাদের কর্মী ও গ্রাহকদের নিরাপত্তার জন্য, ডাকের মাধ্যমে নিচের জিনিসগুলো পাঠানো নিষিদ্ধ।
যা ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যায় না
নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে রয়েছে:
বিস্ফোরক ও আতশবাজি
এমন জিনিস যা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যেমন অ্যামুনিশন, আতশবাজি এবং আগুন লাগানোর সরঞ্জাম।
দাহ্য ও জ্বলনশীল পদার্থ
যেমন পেট্রোল, লাইটার ফ্লুইড, ম্যাচ, এবং এরোসলজাত স্প্রে বা ক্যান।
বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ
যেমন বিষাক্ত রাসায়নিক, ক্ষয়কারী পদার্থ, এবং বিপজ্জনক উপাদান।
চাপযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার
যেমন প্রোপেন, বিউটেন, এবং অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার।
মাদক বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়
যেকোনো ধরনের অ্যালকোহলিক পানীয় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ।
অবৈধ মাদক ও নিয়ন্ত্রিত পদার্থ
যেমন মারিজুয়ানা (গাঁজা) ও অন্যান্য বেআইনি মাদকদ্রব্য।
অস্ত্র ও গোলাবারুদ
যেমন বন্দুক, এর যন্ত্রাংশ, এবং গোলাবারুদ (আসল বা নকল)।
বিপজ্জনক অস্ত্র
যেমন সুইচব্লেড, ছুরি, এবং ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র (স্টান গান)।
সংক্রমক পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, অথবা ভাইরাস ধারণ করে।
তেজস্ক্রিয় পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত করে।
লিথিয়াম ব্যাটারি (ঘোষণা ছাড়া)
লিথিয়াম ব্যাটারি ঘোষণা করা অবশ্যক এবং USPS-এর নিয়ম মেনে চলতে হবে।
জীবন্ত প্রাণী
জীবন্ত প্রাণী এবং কিছু পোকামাকড় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ (কিছু ব্যতিক্রম প্রযোজ্য)।
গুরুত্বপূর্ণ এটি নিষিদ্ধ জিনিসের সম্পূর্ণ তালিকা নয়।
নিষিদ্ধ জিনিস পাঠালে দেওয়ানি বা ফৌজদারি জরিমানা, জরিমানা এবং ডাক সেবা বন্ধ হতে পারে।
সন্দেহ হলে, ডাক দেবেন না।
কোনো জিনিস ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যাবে কি না নিশ্চিত না হলে, আমাদের দলের একজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা সাহায্য করতে খুশি!
সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে স্ক্যান করুন
USPS-এর নিষিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ জিনিসের তালিকা দেখুন।
USPS.COM/RESTRICTEDITEMS
নিরাপদ কমিউনিটি
সবাইকে নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ!
বিশেষজ্ঞ সেবা
শিপিং সহজ করার জন্য আমরা আছি আপনার পাশে।
আপনার প্রতিবেশীর শিপিং পার্টনার
বিশ্বস্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ। সবসময় আপনার জন্য।
পার্কচেস্টার ফ্যামিলী শিপস
মাত্র একটি প্যাকেজের চেয়েও বেশি—একটি সম্পর্ক, একটি বিশ্বাস।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN ★★ CDAA ★★

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

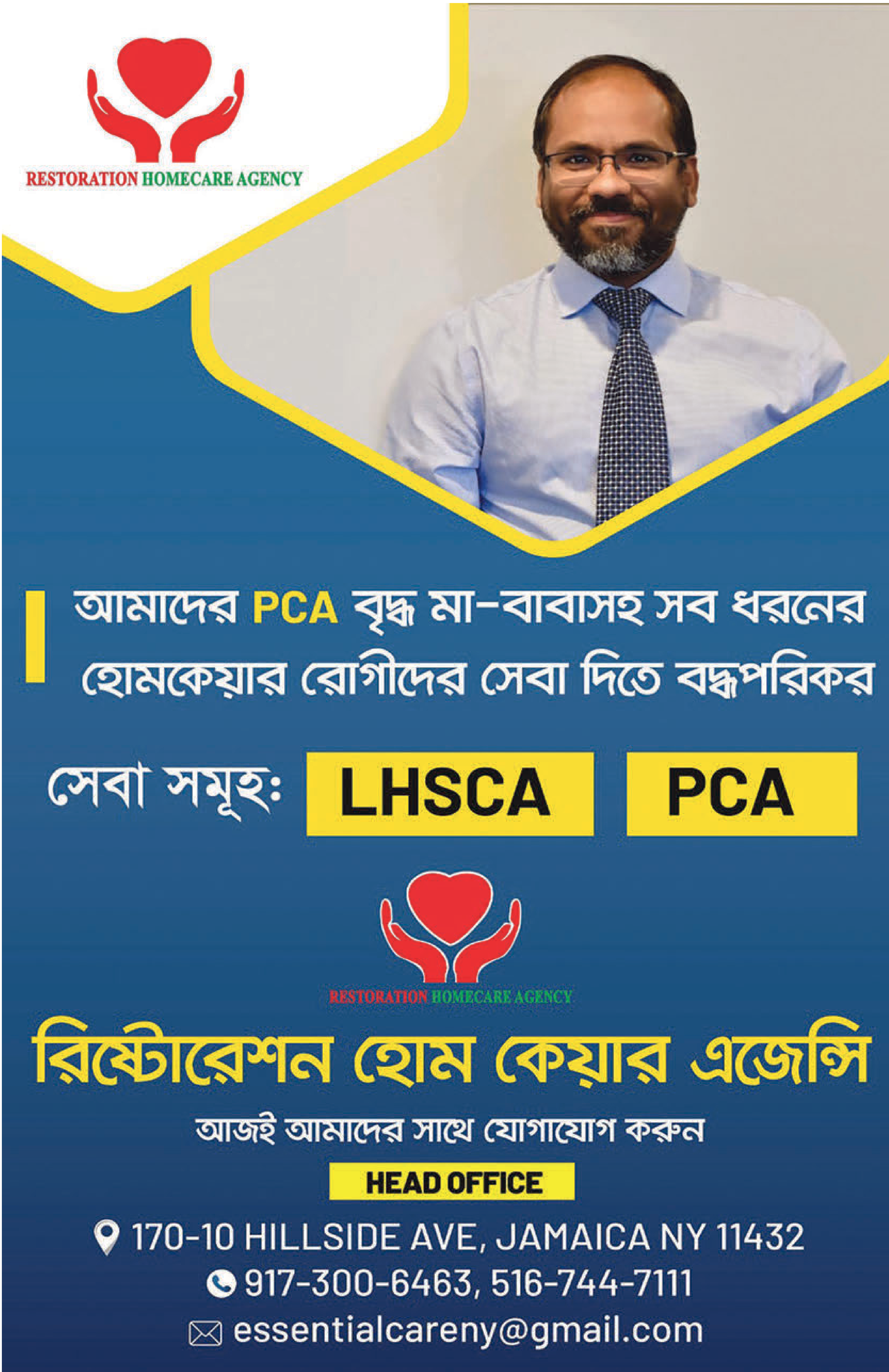
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহ:
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

Prothom Alo North America
Thursday, 6 August 2026, 10th Year, Issue 490
বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট ২০২৬, ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯০

জামিল লিমন

নাহিদা সুলতানা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্তিনির্ভর প্রতারণা

নিউজার্সিতে দুই বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

অভিজিৎ দে

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন দুই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। একসময়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

চালু থাকা 'ভিসা বন্ড' স্থায়ী হচ্ছে

সর্বোচ্চ ২০ হাজার ডলার

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে এ কঠোর অধ্যায়টি স্থায়ী রূপ পেতে চলেছে। এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বাংলাদেশ নিজেই।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

আমেরিকার ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেংসহ অতিথিরা।

ইউএসবিবিসিসিআইএর উদ্যোগে আমেরিকার ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'আমেরিকা ২৫০ লিডারশিপ অ্যান্ড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউএসবিবিসিসিআই)। গত ২৯ জুলাই কুইন্সের ডাবলট্রি বাই হিলটন লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্টে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং কীনোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, ব্যবসায়ী নেতা, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী এবং প্রবাসী বাংলাদেশী কম্যুনিটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩৪ কলাম ১

ডা. মাহবুবুর রহমান

প্রবাসী চিকিৎসকদের দেশের স্বাস্থ্যসেবায় কাজে লাগাতে হবে

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাহবুবুর রহমান

উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসকদের জ্ঞান, দক্ষতা, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য একটি কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন জাতীয় সংসদ সদস্য ও ককাস অব আমেরিকার কো-চেয়ারম্যান ডা. মাহবুবুর রহমান লিটন।

২৯ জুলাই বুধবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির আটলান্টিক সিটির ট্রপিকানা রিসোর্টে বাংলাদেশি ডক্টর ফোরাম অব নর্থ আমেরিকা (বিডিএফএনএ) আয়োজিত 'রিসেপশন অ্যান্ড মিট অ্যান্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চিকিৎসা গবেষণা এবং মেডিকেল শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাঁদের এই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ভুলে যাওয়া মানুষ

সৈয়দ রাব্বানী এবং টেক্সাসের এক নীরব বিভীষিকা

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনের একটি প্রিজন বেডে, চোখে ছানি পড়ে যাওয়া, স্ট্রোকের কারণে প্রায় নিশ্চল একটি শরীর। এই হলো সেই মানুষটির বর্তমান অবয়ব, যাকে টেক্সাস রাজ্য একসময় মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত করেছিল। তারপর যাকে নিজেরই বিচার ব্যবস্থার গোলকধাঁধায় হারিয়ে ফেলেছিল প্রায় তিন দশকের জন্য। নাম সৈয়দ রাব্বানী। বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। পরিচয় — বাংলাদেশি অভিবাসী। হত্যা মামলার আসামি। শেষ পর্যন্ত এমন একজন মানুষ, যার কাহিনি আমেরিকার বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে অন্ধকার এক কোণকে আলোয় এনে দিয়েছে।

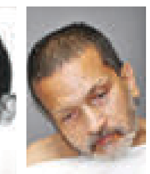
সৈয়দ রাব্বানী তখন আর এখন

গল্পের শুরু ১৯৮৭ সালে। হিউস্টনের একটি কুইক-এন-ইজি কনভেনিয়েন্স স্টোরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মোহাম্মদ জাকির হাসান। নিজেও একজন বাংলাদেশি অভিবাসী, যিনি সেই দোকানে কাজ করতেন। একজন বাংলাদেশি অন্য একজন বাংলাদেশিকে হত্যা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

অঙ্গন পার্টি হলে সীরাত কনভেনশন ১৬ আগষ্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ১৬ আগস্ট নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে 'আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন-২০২৬'। জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে বিকেল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আয়োজিত এ কনভেনশনের এবারের প্রতিপাদ্য 'মুহাম্মদ (সা.) : বিশ্বশান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ'।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান আলেম, ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদরা কনভেনশনে অংশ নিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর

এরপর পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ৩

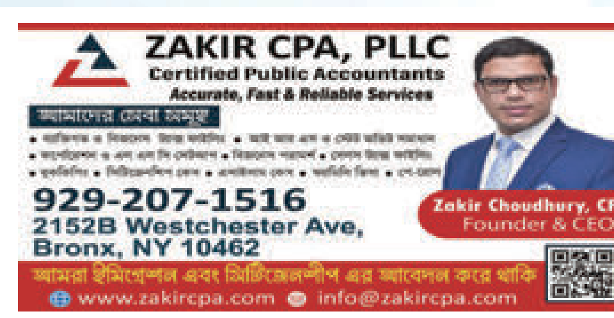

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com